আদি ও আসল
কোকা পণ্ডিত
প্রশান্ত কুমার সেন গুপ্ত
(ত্রিপুরা, ভারত)
MOHAMMAD ALI

কোকা পন্ডিত

ভারতীয় প্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত
(১ম হইতে ১৫ খন্ড পর্যন্ত একত্রে)

অনুবাদ ও সম্পাদনায়
প্রশান্ত কুমার সেনগুপ্ত
(ত্রিপুরা, ভারত)

প্রশান্ত প্রকাশনী
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক প্রশান্ত কুমার দাস
প্রশান্ত প্রকাশনী
৩৮ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ অক্টোবর

সর্বস্বত্ব প্রকাশক

প্রচ্ছদ প্রশান্ত
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বর্ণবিন্যাস আনন্দ

মুদ্রণে বাংলাবাজার

মূল্য ৮ টাকা মাত্র।

তন্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

তন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে সর্বপ্রথম প্রশ্ন আসে তন্ত্র কি?

সংস্কৃতে বলা হয়েছে 'তন্ত্র'। 'তন্' শব্দের অর্থ হলো-তনু, 'ত্র' শব্দের অর্থ হলো ত্রাণ বা রক্ষা। অর্থাৎ যার সাহায্যে তনু অর্থাৎ দেহকে রক্ষা করা যায় বা ত্রাণ করা যায়, তাকে বলা হয় তন্ত্র।

তা ছাড়া তন্ত্র আয়ুর্বেদ, পদার্থ বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, মন্ত্রানুষ্ঠান এবং কর্মযোগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও জন-কল্যাণের পথ প্রদর্শন করায়।

তন্ত্র-শাস্ত্র অতি পুরাতন, ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও বাঙ্ময়ের সবচেয়ে প্রাচীন অঙ্গ। অনেক পণ্ডিতের মতানুযায়ী তন্ত্র-শাস্ত্রের জন্ম বেদেরও অনেক পূর্বে হয়েছে। এ বিষয়ে তাঁরা বলেন—বেদগুলিতে তন্ত্রের উল্লেখ ও কার্যাদির সম্পর্ক দেখা যায় সেজন্যই বলা যায়, বেদ রচনা করার সময় তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপ প্রচলিত ছিল।

যাই হোক, বেদের আগে বা পরে যখনই তন্ত্রের আবির্ভাব হোক না কেন, এটা ঠিক যে, তন্ত্রবিদ্যার প্রচার ভারতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। উপরন্তু দেশের অধিক শতাব্দী কাল ধরে তন্ত্র-মন্ত্রের প্রভাব সারা ভারতবর্ষব্যাপী ও সুদূর বিদেশগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশ-বিদেশে তন্ত্র তার আসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। আজও তার প্রভাব দেখা যায় সুসভ্য দেশগুলিতে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের স্থান

এটা ভারতের গৌরব যে, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ভারত বহুপ্রকার গবেষণা, অনুসন্ধান এবং আবিষ্কারের জনক। এই কঠিন সাধনার পশ্চাতে ভারতীয় মনীষীগণের কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ নিহিত ছিল না। শুধুমাত্র লোক-কল্যাণ ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্যই তাঁরা এই কাজ করতেন।

ব্যাকরণ, দর্শন, ন্যায়, জ্যোতিষ, গণিত ও সাহিত্য ক্ষেত্রে ভারতীয় মনীষীগণের চিন্তাভাবনা, যোগ-সাধনা এত প্রখর ছিল যে, বড় বড় বিদ্বান, এবং প্রখর মেধাশক্তিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিকও তাঁদের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সকলে ভেবে আশ্চর্য হয়েছেন এবং আজও হচ্ছেন যে,

এই সব বনবাসী তপস্বীগণ, সামান্যমাত্র ফলমূল আহার করে সুস্থ দেহে দীর্ঘায়ু হয়ে বেঁচে থাকতেন কি ভাবে। কি শক্তির সাহায্যে তাঁরা এত উর্বর মস্তিষ্কের ও প্রখর মেধাশক্তির অধিকারী হয়েছিলেন। যাঁরা এই শাস্ত্রের ও সিদ্ধান্ত-সমূহের রচনা করেছিলেন।

জন-কল্যাণে তন্ত্র-শক্তি প্রয়োগ

ভারতীয় চিন্তাধারার প্রাণস্বরূপ হলো–'অধ্যাত্মবাদ'। এখানে সমস্ত কিছুই 'শিবম' এই ভাবনার দ্বারা করা হয়। এটাই হলো ভারতীয় চিন্তাধারার মূল কথা। 'শিব' শব্দের অর্থ হলো মঙ্গল বা শুভ। 'শিবম' অর্থে মঙ্গলময়। তাই ভারতে যে গবেষণা হয়েছে, তাতে অধ্যাত্মবাদ এবং লোকহিতৈষণার শিবরূপ নিহিত রয়েছে।

বহুপ্রকার আধ্যাত্মিক গবেষণার মধ্যে 'মন্ত্র-সাধনা' ও ভারতীয় মনীষীগণের এক অদ্ভুত এবং অসীম প্রভাবশালী উপলব্ধি। 'মন্ত্র' শব্দের নির্মাণে মনীষীগণের মননবৃত্তিই হলো আধারভূমি। মনন দ্বারা প্রাপ্ত হওয়ার জন্যই একে বলা হয় মন্ত্র। মন্ত্র হলো সাহিত্যের অন্তর্গত শব্দ। অক্ষর (কূট, এবং বীজ), তার ধ্বনির প্রভাব ও তারতম্যের, আনুষঙ্গিক সমূহ বিশ্লেষণ করে 'মন্ত্র-বিদ্যার' বিকাশ হয়েছে। যা চরম সীমা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্র ও মন্ত্রের প্রামাণিকতা দেখে আজকের মানুষের মস্তিষ্ক নিজেকে এতো ছোট ভাবে, যেমন কোনও স্থানে দাঁড়িয়ে হিমালয়ের উচ্চতম চূড়াকে দেখছে।

মন্ত্র-সাধনা শ্রেয় এবং প্রেয়

যদিও মন্ত্র-সাধনার মূল্য লক্ষ্য আধ্যাত্মিক সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া। তথাপি এর প্রেরণাতে সাংসারিক জীবনকে উপেক্ষা করা হয়নি। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে জনসাধারণও লাভবান হতে পারে। এই উদার সাধনা পদ্ধতিতে তারও নির্দেশ দেওয়া আছে।

যেখানে একটি মাত্র মন্ত্র-সাধনার প্রভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতির দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। সেইরূপ ভৌতিক সিদ্ধির লৌকিক রূপও দৃষ্টিগোচর হয়। এছাড়া আরও একটি কঠোর সত্য হলো তখনকার যুগে সংসারী মানুষ মন্ত্রোপলব্ধ ভৌতিক অভিসিদ্ধিগুলিতে দিগ্‌ভ্রমিত বা বিচলিত হতো না। আজকের মত তখন স্বার্থচিন্তা, ব্যক্তিরূপকতা, ঈর্ষা-দ্বেষ ও কলহ-কুৎস

ছিল না। সেজন্য নিত্য কর্মরূপে আধ্যাত্মিক চিন্তার সঙ্গে তাঁরা মন্ত্রবিদ্যার সাহায্যে প্রাপ্ত উপলব্ধিগুলির ওপর স্থির থাকতে পারতো। তাঁরা মন্ত্রের দুরূপযোগ না করে ধর্মচিন্তায় জনকল্যাণার্থ মন্ত্রকে 'শিবম্' অর্থাৎ কল্যাণময় করে তুলতে সমর্থ হতেন।

যন্ত্র-তন্ত্র শক্তির সিদ্ধিলাভ

মন্ত্র এবং তার উপজীব্য যন্ত্র-তন্ত্র প্রভৃতির মাধ্যমে যেমন আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে শূন্য, মোক্ষ, কৈবল্য ও মহাসমাধি প্রাপ্ত হতেন, সেইরূপ ভৌতিক জগতে এর প্রয়োগে সুখদায়ক সিদ্ধিগুলিও প্রাপ্ত হতেন। সাধকগণ এই উপলব্ধিগুলির প্রয়োগ নিজের হিতার্থে এবং পরের হিতার্থের চিন্তায় অপরের জন্য প্রয়োগ করতেন।

পরবর্তীকালে মন্ত্র বিদ্যা তিনটি রূপ পরিগ্রহ করে প্রকাশ পায়। যেমন—মন্ত্র, যন্ত্র ও তন্ত্র। অতএব প্রথমে এইগুলির স্বরূপ, মহত্ত্ব, উদ্দেশ্য ও পরস্পর সম্বন্ধগুলি জেনে রাখা উচিত।

মন্ত্র

কিছু বিশেষ বিশেষ অক্ষর ও শব্দের এমনিই সংগঠন আছে, যাকে বারবার উচ্চারণ করলে তার সংঘর্ষণে আবহাওয়ায় একটা বিশেষ প্রকার বিদ্যুৎ তরঙ্গ উৎপন্ন হয়ে সাধকের ঈপ্সিত ভাবনা-চিন্তাকে অভীষ্ট উদ্দেশ্য পুষ্ট করতে থাকে। এই হলো মন্ত্র। আবহাওয়াকে আন্দোলিতকারী এই ক্রিয়া অন্ততঃ সাধককে ইচ্ছাপূরণের উপকরণ প্রস্তুত করে দেয়।

প্রকারান্তরে বলা যায় যে, প্রবল ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে মানুষ কিছু প্রাপ্ত হতে পারে ও দৃঢ়-ইচ্ছাশক্তি নির্মাণে তাকে পোষণ করতে মন্ত্র সাধনা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। এইভাবেই মন্ত্র-শক্তির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

যন্ত্র

তন্ত্র-সাধনার এই পদ্ধতি কোনও ভৌতিক (পদার্থবাদী) মাধ্যমেও সম্বন্ধ থাকে। যখন মন্ত্র-সাধনায় শুধুমাত্র 'জপ' করতে হয়, যন্ত্র সাধনায় মন্ত্র জপের সঙ্গে কিছু চিত্রাত্মক মাধ্যমও ব্যবহার করা হয়। বিশেষ প্রকার চিত্র রেখা, বিন্দু, অঙ্ক এবং শব্দ সংযোজিত করে ধাতুর পাত, ভূর্জপত্র অথবা অন্য কোনও বস্তুর উপরে যন্ত্র লেখা হয় এতে তিনটি প্রভাব উৎপন্ন হয়, এবং তিনটি প্রভাব সক্রিয় হয়। যেমন—

মন্ত্র জপ সাহায্যে উৎপন্ন ধ্বনি-প্রভাব, রেখাঙ্কন দ্বারা উৎপন্ন দৃশ্য বা দর্শন প্রভাব। বস্তু দ্বারা উৎপন্ন ভৌতিক প্রভাব। নিয়মিত বিধি অনুযায়ী তৈরী করা যন্ত্র কোনও স্থানে রাখলে, গলায় বা হাতে ধারণ করলে, অথবা কোনও স্থানে টাঙিয়ে রাখলে যন্ত্রের অপূর্ব প্রভাব দেখা যায়।

তন্ত্র

তন্ত্র বাস্তবিক পক্ষে ব্যবহারিক বিষয়। উপরোক্ত প্রকার যন্ত্র এবং মন্ত্রের প্রভাব এতেও পাওয়া যায়। কিন্তু এর তৃতীয় আয়াস বিশুদ্ধ ভৌতিক পদার্থবাদী। অধ্যাৱ অনুভবের বিষয়। যেমন- তান্ত্রিক মাধ্যম দৃষ্ট জগতের বস্তুগুলি। পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যদিও মন্ত্রের প্রয়োগ এর কিছু কিছু সিদ্ধান্তে অপরিহার্য। কিন্তু এমন কিছু প্রয়োগও আছে যাতে বিশুদ্ধ পদার্থবাদী সাধনা করা যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তন্ত্রবিদ্যাকে আয়ুর্বেদ ও রসায়ন শাস্ত্রের জননী বলা যায়।

নারী আকর্ষণ পুতুল

মন্ত্র– "ওঁ নমো আদি পুরুষায় অমুকীং আকর্ষণং কুরু কুরু স্বাহা।

একটি মাটির নারী মূর্ত্তি তৈরী করে, তাতে গিরগিটির রক্ত মাখিয়ে উপরোক্ত সিদ্ধ মন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে মাটিতে পুঁতে দেবে। তার ওপর প্রত্যহ প্রস্রাব করবে, তাহলে সেই নারী আকর্ষিত হয়ে কাছে আসবে।

বিদ্বেষণ প্রকরণ

বিদ্বেষণ শব্দের অর্থ হলো কোনও দুজন বা তার অধিক ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর দ্বেষ ভাব উৎপন্ন করা। শত্রুতা ও বিরোধ-এর চিন্তা উৎপন্ন করা। একে বলা হয় অভিচার কর্ম এবং এই কাজ পাপ মধ্যে গণ্য। তাই দ্বেষবশতঃ এর প্রয়োগ করা উচিত নয়।

যখন নিজের ঘর, পরিবার, সম্মান, প্রতিষ্ঠা ও সম্পত্তির হানি হতে থাকে, দ্বিতীয়। কোনও উপায় থাকে না, তখন শেষ উপায় হিসাবে এর প্রয়োগ করা চলে। সাধারণতঃ এর প্রয়োগ অনুচিত। মিত্রতা, অবৈধ সম্বন্ধ, অপরাধ সম্পর্ক প্রভৃতি দূর করার জন্য এবং এইগুলির প্রভাব থেকে কাউকে বাঁচানোর জন্য এই ক্রিয়া করা যায়।

এর প্রভাবে সম্বন্ধিত ব্যক্তির প্রেম নষ্ট হয়, মোহ দূর হয়। ফলে একজন অপরজন থেকে দূরে সরে যায়।

উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষণ মন্ত্র (১)

মন্ত্র– "ওঁ নমো নারায়ণায় অমুকে অমুকেন সহ বিদ্বেষং কুরু কুরু স্বাহা।

বিধি– উপরোক্ত মন্ত্র গ্রহণের দিন অথবা দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রে ১০,০০০ (দশহাজার) বার জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে।

বিঃ দ্রঃ– প্রয়োগকালে মন্ত্র মধ্যে যেখানে 'অমুকে অমুকেন' শব্দ আছে, সেখানে যাদের মধ্যে বিদ্বেষণ করা হবে, তাদের নাম বলতে হবে। যদি রামের সঙ্গে মাধবের বিদ্বেষণ করাতে হয়, তাহলে রামচন্দ্রস্য মাধব দেবশর্মানের সহ বা দাসেন সহ প্রভৃতি বলতে হবে।

এক হাতে একটি কাকের পালক অপর হাতে একটি পেঁচার পালক নিয়ে দুটি পালককে ১০৮ বার উক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে, দুটি পালককে কালো সূতা দ্বারা একসঙ্গে বাঁধবে।

এবার ঐ বাঁধা পালক দু'টি নিয়ে নদী, সরোবর বা পুকুরের ধারে গিয়ে, উক্ত মন্ত্র জপ করতে করতে ১০৮ বার তর্পণ করবে। এভাবে সাত দিন করলে উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষণ হবে।

বন্ধুর সহিত বিদ্বেষণ মন্ত্র (২)

মন্ত্র– "ওঁ নমো নারায়ণায় অমুকে অমুকেন সহ বিদ্বেষং কুরু কুরু স্বাহা।"

বিধি– ১'নং বিদ্বেষণ নিয়মে প্রথমে মন্ত্র জপ করে সিদ্ধ হতে হবে।

পরে সিংহ ও হাতীর লোম দিয়ে, দুই বন্ধুর পায়ের নিচের মাটি নিয়ে তিনটি বস্তু একটি পুঁটলী বেঁধে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। তারপর সেখানে আগুন জ্বেলে উপরোক্ত মন্ত্র বলতে বলতে চামেলী ফুল দ্বারা ১০৮ বার আহুতি দিতে হবে। এই প্রয়োগের দ্বারা উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষণ হয়।

দুই বন্ধুর বিদ্বেষণ মন্ত্র (৩)

মন্ত্র– ২নং বিদ্বেষণের ন্যায়। মন্ত্রসিদ্ধি বিধিও একপ্রকার।

বিধি-বিড়াল ও ইঁদুরের বিষ্ঠা সংগ্রহ করে এনে, তার সঙ্গে দুই বন্ধুর পায়ের তলাকার মাটি মিশিয়ে একটি পুতুল তৈরী করতে হবে। একটি নীল বস্ত্রে পুতুলটি জড়িয়ে তার ওপর উক্ত মন্ত্র ১০৮ বার জপ করে ফুঁ দেবে, পরে ঐ পুতুলটিকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুঁতে দেবে। এর ফলে দু' বন্ধুতে বিদ্বেষ জন্মাবে।

প্রেমিক-প্রেমিকার বিদ্বেষণ মন্ত্র (৪)

মন্ত্র– "বাবা সরস্যোঁ তেরা রাঈ।
পাট কী মাটী মশান কী ছাই।।
পড়কর্ মাঁরু করদ তল্ওয়ার্।
অমুকা কটে ন দেখে অমুকী কা দ্বার।।
মেরী ভক্তি গুরু কী শক্তি,
ফ্রো মন্ত্র ঈশ্বরো বাচা,
সতনাম আদেশ গুরু কা।।

বিধি– প্রথমোক্ত বিধানে গ্রহণ বা দীপান্বিতার রাত্রে উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) বার জপ করে সিদ্ধ করে নিতে হবে। উক্ত মন্ত্রে যেখানে 'অমুকী' শব্দ আছে, সেখানে সেই নারী বা পুরুষের নাম উল্লেখ করতে হবে। যদি দুজনের একজন পুরুষ একজন নারী হয় সেখানে অমুকার স্থলে পুরুষের নাম এবং অমুকীর স্থলে নারীর নাম উচ্চারণ করতে হবে। প্রধানতঃ এই মন্ত্র প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে বিদ্বেষ করানোর জন্যই প্রযুক্ত হয়।

সরষে, রাই ও শ্মশানের ছাই, এগুলি সমান ভাগে নিয়ে একসঙ্গে মিশাবে। আখের ছিবড়ের ওপর উক্ত মন্ত্র পাঠ করে ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালাবে আমের টুকরা দিয়ে উক্ত মন্ত্র পাঠ করতে করতে ১০৮ বার আহুতি দিতে হবে। শেষে হোমের সামান্য ছাই নিয়ে যেখানে প্রেমিক-প্রেমিকা থাকে বা বসে প্রেম করে, সেই স্থানে অথবা ঘরের দরজার সামনে ছড়িয়ে দিলে উভয়ের বিদ্বেষণ হয়।

প্রেমিক-প্রেমিকার বিদ্বেষণ মন্ত্র (৫)

মন্ত্র– সত্ত নাশ আদেশ গুরু কো,
আক ঢ়াক দোনো বন্ রাঈ।
অমুকা অমুকী এ্যায়সী কার্,
জ্যায়্সে কুকার অন্তর্ বিলাঈ।।

বিধি– প্রথমে মন্ত্রটি ১০,০০০ (দশ হাজার) বার জপ করে সিদ্ধ করে নিতে হবে। মন্ত্র মধ্যে অমুকার স্থানে প্রেমিকের নাম ও অমুকীর স্থলে প্রেমিকার নাম বলতে হবে। শনিবার দিন থেকে আরম্ভ করে ৭ দিন পর্যন্ত আখের ৭টি পাতার ওপর মন্ত্র লিখে আগুন জ্বেলে পোড়াবে। এইভাবে ৭ দিন করলে প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে বিদ্বেষণ হবে।

পরস্পর বিদ্বেষণ মন্ত্র (৬)

মন্ত্র– "ওঁ নমো নারদায় অমুকস্য অমুকেন সহ বিদ্বেষণং কুরু কুরু স্বাহা।

বিধি– উপরোক্ত মন্ত্র ১,০০,০০০ (একলক্ষ) বার জপে সিদ্ধ হয়।

মন্ত্র মধ্যে যেখানে 'অমুকস্য অমুকেন সহ' উল্লেখ আছে, সেখানে যে দু'জন ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ করতে হবে তাদের নাম উল্লেখ করতে হবে।

এবার ঘোড়ার লোম, মহিষের লোম নিয়ে উক্ত মন্ত্র দুটিকে অভিমন্ত্রিত করে তাদের সামনে ধোঁয়া দিলে পরস্পর বিদ্বেষ জন্মাবে।

বিদ্বেষণে যন্ত্র প্রয়োগ

শত্রু বিদ্বেষণ যন্ত্র

নিম্নলিখিত যন্ত্রটি অত্যন্ত ফলদায়ক। খুব সাবধানে এই যন্ত্র যদি প্রয়োগ করা যায়, অবশ্যই বিদ্বেষণ হবে।

বিধি– শ্মশান থেকে মড়ার কাপড় এনে তার ওপর কাকের পাখা দ্বারা ভেড়ার রক্ত দিয়ে উক্ত যন্ত্রটি লিখতে হবে। ছাগলের রক্তও চলতে পাবে। যন্ত্রের ওপর ছাগলের রক্ত মাখা ভাত প্রসাদরূপে দিয়ে যোগিনী ও গুরু পূজার সঙ্গে যন্ত্রেরও পূজা করবে। ঘরে রাখবে না। এই প্রয়োগও শ্মশানের আশপাশে স্থিত শিব মন্দির বা শ্মশানে করতে হবে।

বিঃ দ্রঃ– যেখানে দেবদত্ত লেখা আছে সেখানে শত্রুর নাম লিখতে হবে।

বন্ধু বিদ্বেষণ যন্ত্র

এই যন্ত্রটির নামও যেমন প্রয়োজনও সেই রকম। এটিও পূর্বোক্ত নিয়মে শ্মশানের কাপড়ের ওপর কাকের পালক দ্বারা ভেড়া বা ছাগলের রক্ত দ্বারা লিখতে হবে।

প্রথম যন্ত্রটির ন্যায় একই ভাবে যন্ত্রটির পূজা করে (যোগিনী ও গুরুর পূজা করে রক্ত মিশ্রিত ভাতের প্রসাদ চড়াবে)। এই যন্ত্রটিকেও প্রথম যন্ত্রের ন্যায় স্থানে মাটির সাত আঙুল নীচে পুঁতে দিলে এবং দেবদত্ত স্থলে সেই ব্যক্তির নাম লিখে দিলে বন্ধু বিদ্বেষণ হয়।

এই মন্ত্রের প্রকারভেদ

উচ্চাটন, বিদ্বেষণ, এবং অনুচিত লাভের জন্য বশীকরণও নিন্দনীয় কার্য বলা হয়েছে। একে পাপকার্য বলা হয়েছে, এসব কাজ অপরাধমূলক। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এর প্রয়োগ নিষিদ্ধ। কিন্তু প্রসঙ্গ পূর্তি ও নিষেধের

সঙ্গে সঙ্গে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণ সংশয় না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ভুলেও এর প্রয়োগ করা উচিত নয়। গ্রন্থখানিতে তন্ত্র প্রক্রিয়ার এবং তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়ার ষটকর্মকে এতে একটি বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে, সেজন্যেই এখানে মারণ প্রক্রিয়ার উল্লেখ ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণ সংশয় না হয়, ততক্ষণ এর প্রয়োগ বন্ধ করা চলবে না। সর্বদা এই কথা মনে রাখতে হবে।

বানকর্মের জন্য প্রশস্ত দিন–রবিবার ও সোমবার। প্রশস্ত তিথি–একাদশী ও দ্বাদশী তিথি বিশেষ প্রশস্ত।

বানমন্ত্র (১)

মন্ত্র– **"ওঁ হ্রীং অমুকস্য হন হন স্বাহা।"**

বিধি– গ্রহণের দিন অথবা দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রিতে উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) বার জপ করলে সিদ্ধ হয়।

বিঃ দ্রঃ– মন্ত্র মধ্যে যেখানে 'অমুকস্য' শব্দটি আছে। সেখানে সাধ্য ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে।

কল্‌কে ফুল ১০০০ নিয়ে সরষের তেলে ভিজিয়ে তাকে বৈরী ব্যক্তির নাম মন্ত্রের সঙ্গে উচ্চারণ করতে করতে অগ্নিতে আহুতি দিলে শত্রুর মৃত্যু হয়।

বানমন্ত্র (২)

মন্ত্র– "ওঁ নমো হাথ ফাউড়ী কাঁধে মারা।।
ভ্যায়রুঁ বীর মশানে খড়া।।
লোহে কী ধনী বজ্র কা বাণ।
ঘেগলা মারে তো দেবী কাল্‌কা কী আল্‌।।
গুরু কী শক্তি মেরী ভক্তি,
ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরী বাচা,"
সত্যনাম আদেশ গুরু কা।।

বিধি– গ্রহণ বা দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন উপরোক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজর) বার জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে।

দীপান্বিতা রাত্রিতে চৌকী পেতে প্রদীপ জ্বালবে, গুগ্‌গুলের ধুনা দেবে। পরে কিছু মাষকলাই নিয়ে উক্ত মন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে ১০৮ বার প্রদীপের শিখায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারবে। প্রথমে ১০৮ বার মারবে, পরে আবার ১২ বার মারবে। পরে একটা কালো কুকুরের রক্তে মাষকলাই ছড়িয়ে

ছাইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে রাখবে। তা থেকে তিনটি মাষকলাই নিয়ে তার ওপর মন্ত্র পড়ে শত্রুর দেহে নিক্ষেপ করলে সেই ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

বানমন্ত্র (৩)

মন্ত্র– ওঁ কালী কংকালী মহাকালী কে পুত্র,
কংকার ভ্যায়রুঁ হুক্‌ম্ হাজির রহে।
মেরা ভেজা কাল কর‍্যায়,
মেরা ভেজা রক্‌ছা করে,
আনু বাঁধু, বাণ বাঁধু, দশো সুর বাঁধু।
নও নাড়ী বহত্তর কোঠা, বাঁধু,
ফুল মে ভেঁজু, ফল মেঁ জাই,
কোঠ জী পড়ে থরহর,
কঁপে লহন্ হলে, মেরা ভেজা,
সওয়া ঘড়ী সওয়া পহর কূঁ,
বাউলা ন করে তো মাতা কালী কী
শয্যা পর পগ্ ধরে,
পে বাচা চুকে তো উবা সুকে বাচা,
ছোড়ি কুবাচা করে তো ধোবী নাঁদ্,
চমার কে কুণ্ড্ মেঁ পড়ে মেরা ভেজা,
বাউলা ন করে তো মহাদেব কী জটা,
টুট ভূগ মেঁ পড়ে,
মাতা পারওয়তী কে চীর প্যায় ছোট করে,
বিনা হুকুম নহী মারনা হো,
কালী কে পুত্র কংকাল ভ্যায়রুঁ
ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরী বাচা।

দীপান্বিতা বা গ্রহণের দিন উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) বার জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে।

বিধি– লবঙ্গ, বাতাসা, পান-সুপারী, কলাওয়া, লোবান, ধূপ, কর্পূর একটি সরায় রেখে তাতে ৭টি সিন্দূরের ফোঁটা দিয়ে, একটি ত্রিশূলের মত করে, উপরোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে ২২ বার মন্ত্র পড়তে পড়তে অগ্নিতে হোম করবে। এই প্রয়োগের দ্বারা সাধ্য ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

বানমন্ত্র (৪)

মন্ত্র– ওঁ নমো নরসিংহায় কপিস জটায়,
অমোঘ-বীচা সত্ত বৃত্তান্ত

ছাইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে রাখবে। তা থেকে তিনটি মাষকলাই নিয়ে তার ওপর মন্ত্র পড়ে শত্রুর দেহে নিক্ষেপ করলে সেই ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

বানমন্ত্র (৩)

মন্ত্র– ওঁ কালী কংকালী মহাকালী কে পুত্র,
কংকার ভ্যায়রুঁ হুক্‌ম হাজির রহে।
মেরা ভেজা কাল কর‍্যায়,
মেরা ভেজা রক্‌ছা করে,
আনু বাঁধু, বাণ বাঁধু, দশো সুর বাঁধু।
নও নাড়ী বহত্তর কোঠা, বাঁধু,
ফুল মে ভেঁজু, ফল মেঁ জাই,
কোঠ জী পড়ে থরহর,
কঁপে লহন হলে, মেরা ভেজা,
সওয়া ঘড়ী সওয়া পহর কূঁ,
বাউলা ন করে তো মাতা কালী কী
শয্যা পর পগ্‌ ধরে,
পে বাচা চুকে তো উবা সুকে বাচা,
ছোড়ি কুবাচা করে তো ধোবী নাঁদ্‌,
চমার কে কুণ্ড্‌ মেঁ পড়ে মেরা ভেজা,
বাউলা ন করে তো মহাদেব কী জটা,
টুট ভূগ মেঁ পড়ে,
মাতা পারওয়তী কে চীর প্যায় ছোট করে,
বিনা হুকুম নহী মারনা হো,
কালী কে পুত্র কংকাল ভ্যায়রুঁ
ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরী বাচা।

দীপান্বিতা বা গ্রহণের দিন উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) বার জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে।

বিধি– লবঙ্গ, বাতাসা, পান-সুপারী, কলাওয়া, লোবান, ধূপ, কর্পূর একটি সরায় রেখে তাতে ৭টি সিন্দুরের ফোঁটা দিয়ে, একটি ত্রিশূলের মত করে, উপরোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে ২২ বার মন্ত্র পড়তে পড়তে অগ্নিতে হোম করবে। এই প্রয়োগের দ্বারা সাধ্য ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

বানমন্ত্র (৪)

মন্ত্র– ওঁ নমো নরসিংহায় কপিস জটায়,
অমোঘ-বীচা সত্ত্ত বৃত্তান্ত

মহোগ্রগুরুরূপায়।

ওঁ হ্লীং হ্লীং ক্ষাং ক্ষীং ক্ষীং ফট স্বাহা।

উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) বার জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে।

১। উক্ত মন্ত্র জপ ১০,০০০ (দশ হাজার) বার শেষ করে ১০০০ (এক হাজার) রক্তবর্ণ পুষ্প নিয়ে ঘৃতের সঙ্গে কোবিদার মিশিয়ে হোম করলে শত্রুর মৃত্যু হয়।

অথবা

২। কাকের পালক এবং পাঞ্জা নিয়ে, তার সঙ্গে কুশ হাতে নিয়ে উক্ত মন্ত্র জপ করতে করতে নদীতে একুশ অঞ্জলি তর্পণ করলে শত্রুর মৃত্যু হয়।

বানমন্ত্র (৫)

মন্ত্র– "ওঁ নমঃ কালরূপায় শত্রু ভ'স্মী কুরু কুরু স্বাহা।"

বিধি– উক্ত মন্ত্র ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) বার জপে সিদ্ধ হবে। তারপর চিতার ভস্ম নিয়ে উক্ত সিদ্ধ মন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে যার গায়ে ছড়িয়ে দেবে, তার মৃত্যু হয়।

মারণ মন্ত্র (৬)

মন্ত্র– দরদরী সুপারী নাগর পান।

কতথা চূনা লৌংগ সমান

লাগ, লাগ তু এ্যায়সা লাগ

দিন, নহী চ্যায়ন্ রাত নহী কাল হ্যায়।

আসমান সে তারা টুটে।

(অমুক) পর ছুটে।

বিঃ দ্রঃ– মন্ত্র মধ্যে অমুক স্থলে শত্রুর নাম উল্লেখ করবে। প্রথমে মন্ত্রটি ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) বার জপ করে সিদ্ধ হতে হবে। তারপর চুন, সুপারী, খয়ের ও লবঙ্গ দিয়ে একটি পান সেজে তার সঙ্গে কালো ধুতুরার বীজ চূর্ণ মিশিয়ে উক্ত সিদ্ধ মন্ত্রে ১০৮ বার অভিমন্ত্রিত করে শত্রুকে খাওয়ালে তার মৃত্যু হয়।

মারণ মন্ত্র (৭)

মন্ত্র– ওঁ ক্রীং ক্ষং অমুকং ঠং ঠঃ।

বিধি– প্রথমে মন্ত্রটি ১০,০০০ (দশ হাজার) বার জপ করে সিদ্ধ হতে হবে। মন্ত্র মধ্যে 'অমুক' স্থলে শত্রুর নাম বলতে হবে। পরে একটি লোহার ত্রিশূল নিয়ে তাতে বিষ ও ছাগল, মেষ প্রভৃতির রক্ত মাখিয়ে ১০৮ বার উক্ত মন্ত্রে ত্রিশূলটি অভিমন্ত্রিত করে মাটিতে প্রোথিত করলে মন্ত্র মধ্যে যার নাম উচ্চারণ করবে, তার মৃত্যু হবে।

মারণ মন্ত্র (৮)

মন্ত্র– "ওঁ রং বং লং নমঃ অমুকং ফট্ স্বাহা।"

উক্ত মন্ত্রটির মধ্যে অমুকং স্থলে শত্রুর নাম উচ্চারণ করে শ্মশানে বসে ১০,০০০০ (এক লক্ষ) বার জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে। তারপর রক্তবর্ণ পুষ্পের সমিধ দ্বারা কটু তৈল সহযোগে ১০০৮ (এক হাজার আট) বার উক্ত মন্ত্রে হোম করলে শত্রু বিনাশ হবে।

তুক্-তাক্ ঝাড়ন মন্ত্র (২)

মন্ত্র– সোম শনিচর ভৌম অগারী।
কহাঁ চল্নি দেঈ অধারী।।
চারি জটা বজ্র কে্ওয়ার্।
দীন্হি বাঁধো সোম দুওয়ার্।।
উত্তর বাঁধৌ কোহলা দান্ওয়।
দক্ছিন্ বাঁধৌ ক্ষেত্রপাল চারি।
ওয়িদ্যা বাঁধিকে দেউ বিশেষ,
ম্ওয়র্ ভ্ওয়র্ দিধিল্ ভ্ওয়র্
গয়ে চলু উত্তরাপথ,
যোগিনী চলু পাতাল সে বাসুকী চলু,
রামচন্দ্র কে পায়ক্ অঞ্জনী কে চীর লাগে
ঈশ্বর মহাদেও গ্ওরা পারওয়তী কী দুহাঈ।
জো ঢোনা রহৈ এদি পিণ্ড
মন্ত্র পঢ়ি ফুঁকে ঢোনা কহল্ ন রহে।।"

নিম্নলিখিত মন্ত্রটি ৭ বার পাঠ করে ঝাড়া দিলে কারও দ্বারা তুক্-তাক্ করা হলে তুক্-তাক্কারীকে দেখা যায়।

মন্ত্র– লোহে কে কোঠিলা বজ্রকে কে্ওয়ার।
তেহি পর ন্াওয়ো বারম্বার।।
তেতে নহিঁ পহনহিঁ কহত বার এক্।
পণ্ডা অনণ্ডা। বাঁধো পাতালে বাসুকী নাগ,
বাঁধো স্যায়য়দ্ কে পা্ওয় শরণ ষোদ্কী ভক্তি,
নারসিংহ আদিকার খেলু খেলু শংকিনি ডংকিনি
সাত সেতর্ কে সংকরী বারহ্ মন্ কে
পহার্ তেহি উপর ব্যায়ঠু অব দেওয়ী

চ্ওতরাকয় আন্ জম্ভাই জম্ভাই।
গোরখ কী দুহাঈ নোনা চমারী কি দুহাঈ,
ত্যাঁয়্তীস্ কোটি দেওতায়োঁ কী দুহাঈ,
হনুমান কী দুহাঈ,
কাশী কীত্ওয়াল্ ভ্যাঁয়রো কী দুহাঈ
অপনে, গুরুহি কটারি মারু,
দেওতা খল্ সভ্ আপ্ লেই
কাশী কাদি কাদি কাশী কর্ পাপ,
তেহি দে্ওতা কে কন্ধু চঢ়াই,
কাঠ জো মন্ মহং ঝোঙ রাখৈ।।

ডাকিনী নজর ঝাড়ন মন্ত্র

মন্ত্র– ওঁ নমো নারসিংহ পাউহার ভস্মনা যোগীনী,
বন্ধ ডাকনী বন্ধ চ্ওরাসী দোষ বন্ধ,
অষ্টোত্তর শত ব্যাধী বন্ধ,
খেদী খেদী ভেদী ভেদী মারে মারে,
সীখে সীখে জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল,
নারসিংহ ওয়ীর্ কী শক্তি ফুরো।

বিধি– উপরিলিখিত মন্ত্রটি ১০৮ বার পড়তে পড়তে ফুঁ দিতে থাকলে শিশুদের ডাকিনী নজর দোষ দুর হয়।

নজর দোষ ঝাড়ন মন্ত্র

মন্ত্র– ওঁ সত্যনাম আদেশ গুরু কো,
ওঁ নমো নজর জহাঁ পর পীর ন জানো,
বোলে ছলসোঁ অমৃতবাণী,
কহো নজর কহাঁ তে আঈ,
ইয়হাঁ ঠোর্ তোহি কও্ন বতাঈ,
কও্ন জাত তেরে কহাঁ ঠাম্,
কিস্কী বেটী কহা তেরো নাম,
কহাঁ সে উড়ী কহাঁ কো জায়,
অব্ হী বস্ কর্লে তেরী মায়া,
মেরী জাত সুনো চিত্লায়,
জ্যায়সী হোহ সুনাউঁ আয়, তেলন্,

তমোলন চুহড়ী চমারী কায়ষণী,
খত্‌রানী কুমহারী মহ্‌তরাণী,
রাজা কী রাণী জাকো দোষ,
তাহিকে শির পড়ে জাহর পীর,
নজর কী রক্ষা করে
মেরী ভক্তি গুরু কী শক্তি,
ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরো বাচা।।

বিধি– উপরোক্ত মন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করলে সিদ্ধ হয়। এই মন্ত্র ৭বার পড়তে পড়তে ময়ূরের পালক দ্বারা ঝাড়বে ও ৭টি ফুঁক দেবে। এই প্রক্রিয়ায় নজর দোষ দূর হয়।

ভূত-প্রেত বিষয়ক প্রয়োগ

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বা আজকের অনেক মানুষ ভ্রমাত্মক সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে ভূত-প্রেতাদির অস্তিত্ব স্বীকার করনে না। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ভূত-প্রেতাদির উপদ্রবের প্রমাণ সারা বিশ্বের প্রায় সকল ভাগের মধ্যেই প্রত্যক্ষ ভাবে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, ভূত-প্রেত সম্বন্ধীয় আশ্চর্য ঘটনাসমূহ প্রত্যক্ষ করে অনাস্থাবাদীগণও অবাক হয়ে যান।

সারা বিশ্বের প্রায় ধর্মগ্রন্থ সমূহে ভূত-প্রেতাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ সমূহে অন্যান্য প্রাণীদের ন্যায় ভূত-প্রেতাদিকেও একটি বিশিষ্ট যোনি বলে স্বীকার করা হয়েছে। এদের আবার ভেদ উপভেদাদিরও বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন-হিন্দুধর্মে ভূত, প্রেত, ডাকিনী, শাকিনী পিশাচ প্রভৃতির প্রভেদ বলা হয়েছে, সেইরূপ ইসলামী মতে জিন, খইস্‌ প্রভৃতির বিদ্যমানতা মানা হয়েছে।

এই ভূত প্রেতাদি পূর্ব জন্মের শত্রুতা, কোনও অপরাধ অথবা অন্যান্য কারণে যখন কোনও ব্যক্তি বিশেষকে জড়িয়ে ফেলে তখন তার দেহে বিভিন্ন বিকৃতির যেমন লক্ষণ দেখা যায়, তখন তার সেই সব লক্ষণ দূর করা ঔষধাদির দ্বারা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে মন্ত্রাদি প্রয়োগে তাকে আরোগ্য করা যায়। এই প্রকরণে ভূত প্রেতাদি বিষয়ে হিন্দু মতের তন্ত্র ও যন্ত্রাদির আলোচনা করা হলো। এই সব মন্ত্র বা যন্ত্র প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। এখানে সেইসব মন্ত্র ও যন্ত্রের বিবরণ দেওয়া হলো।

ডাইনী নাশক মন্ত্র

মন্ত্র– জ্যায়সে ক্যায়লোমা কার্য স্বরূপে।
করি করিওয়ো ন করো বলী,
ততে রাম লক্ষ্মণ সীতয়া কার কোটি কোটি

বিধি– উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ করতে করতে রোগীর দেহে ফুঁ দিলে ভূত, ডাইনী, কন্ধকাটা প্রভৃতির বাধা দূর হয়।

ভূত নাশক মন্ত্র (১)

মন্ত্র– "ওঁ নমো কালী কপালী দহী দহী স্বাহা।"

বিধি– উপরোক্ত মন্ত্র ১০৮ বার উচ্চারণ করতে করতে ভূতগ্রস্ত রোগীর দেহে তেল লাগালে ভূত চীৎকার করতে থেকে এবং স্বগ্রস্ত ব্যক্তিকে ছেড়ে পালায়।

ভূতাদি নাশক মন্ত্র

মন্ত্র– "ওঁ নমো শ্মশানবাসিনী ভূতাদীনাং পলায়ন কুরু কুরু স্বাহা।"

বিধি– রবিবার দিন শিরীষ গাছের পাতা বা ফুল নিয়ে ঘুঘু পাখী, কুকুর ও বিড়ালের বিষ্ঠা, উটের রোম, গোবর, গন্ধক, শ্বেত সরিষা এবং সরষের তেল একসঙ্গে করে, তাতে উক্ত মন্ত্র ১০৮ বার জপ করে রোগীর গায়ে ছুঁড়ে মারলে ও ধূপ দিলে ভূত, প্রেত, রাক্ষস, বেতাল,দেব, দানব, খেচর, ডাকিনী, পেত্নী আদি নানা প্রকার বাধা দূর হয়।

রাক্ষস নাশক মন্ত্র

মন্ত্র– ওঁ ঠং ঠাং ঠিং ঠীং ঠুং ঠূং ঠেং ঠৈং ঠৌং ঠং ঠঃ অমুক হুং।

বিঃ দ্রঃ– মন্ত্রে অমুক শব্দের স্থলে রাক্ষসগ্রস্ত রোগীর নাম বলতে হবে।

বিধি– উপরোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে রোগীর গায়ে ফুঁ দিলে রাক্ষস ছেড়ে যায়।

শ্মশান বাধা নাশক মন্ত্র

মন্ত্র– সপেদা সমান গুরু গোরখ কী আন্।
যমদণ্ড মশান কাল ভৈঁরো কী আন্।
সুকিয়া মশান নুনিয়া চমারী কী আন্।
ফুলিয়া সমান গোরে ভৈঁরো কী আন্।
হল্দিয়া মশান কক্ওড়া ভৈঁরো কী আন্।
পীলিয়া মশান দিল্লী কী জোগিন্ কী আন্।
কমেদিয়া মশান কাল্কা কী আন্।
কীক্ড়িয়া মশান রামচন্দ্রজী কী আন্।
মিচমিচিয়া মশান শিবশঙ্কর কী আন্।
সিসিলিয়া মশান বীর মোহম্মদা পীর কী আন্।"

বিধি– উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ করতে করতে ৭বার ফুঁ দিলে শ্মশান বাধা দূর হয়।

সর্ববাধা নাশক মন্ত্র

মন্ত্র– "সতনাম আদেশ গুরু কী আদেশ,
পবন্ পানী কা নাদ।
অনাহদ্ দুন্দুভী বাজে জহাঁ ব্যায়ঠী যোগমায়া,
সাজে চ্ওসঠ জোগ্নী,
ক্ওয়ন্ ওয়ীর বালক কী হরেঁ,
সব পীর আনে জাত,
শীতলা জানিয়ে বন্ধ্ বন্ধ্
করে জাত সমান ভূত,
বন্ধ্ প্রেত বন্ধ্ ছল্ বন্ধ্,
ছিদ্র বন্ধ্ সব্কো মারকর্
ভসমন্ত সত্নাম আদেশ গুরু কো।

বিধি– গ্রহণের দিন উপরোক্ত মন্ত্র ১০৮ বার জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। পরে উক্ত সিদ্ধ মন্ত্র পাঠ করতে করতে ৭বার ফুঁক দিলে সর্বপ্রকার বাধা দূর হয়।

ভূত তাড়ানো মন্ত্র

মন্ত্র– বাঁধো ভূত জহাঁ তু উপজী ছাড়ো,
গিয়ে পর্ওয়ত্ চঢ়াঈ সগে দুহেলী,
পৃথ্ওয়ী তুজ্ভি ঝিলিমিলাহি হংকারে,
হনুবন্ত্ পচারই ভীমা জারি জারি,
জারি ভস্ম করে জো চাঁপেসীউ।

বিধি– উপরোক্ত মন্ত্র পড়তে পড়তে ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঝাড়া দিলে ভূত তাকে ছেড়ে পালায়।

ডাইন ছাড়ানো দেবী মন্ত্র

মন্ত্র– ওঁ রুন্ং ইঝুনং ইমৃত মারাতং
দেওয়ী ঔরম্পর তারা
ওয়ীর্ মান্যো ওয়ীর্ তোন্যো
হাঁক ডাঁক মহিমথন করণ জোগ,
ভোগ জোগঘর ছতীস নক্ষত্র ঘর
সর্পপতি বাসুকী ঘর,
সপ্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি ব্রহ্মো কে ছায়াধৌ,

দেওয়াধৌ দেওতাধৌ ডাইনধৌ
গুরুরার্নাধৌ ভূতধৌ প্রেতধৌ,
ঘর ঘর মাং চণ্ডী বীজ করুওয়ালষণ্ডী,
ধৌর্যবাগুটিনাং য দাদদলীং
ইমাম্‌কো চলন্তে কে কে জাতে আর
রে ওয়ীর ভ্যায়র্‌ওয়ী কামরুপ কামচণ্ডী,
ঘর-ঘর বাকী মহা কাব্য করে
মউরুমার্‌ও কুকী ঘর বারণ
ঘোরবনিতে তে কামরু কামচণ্ডী,
ইটমায়া প্রসরণি কোটি কোটি
আজ্ঞাদেওয়ী রামচণ্ডী বীজে চনিষণ্ডী,
চত্তুদিগে ঐরল্‌দেওয়ী বসিলাকিয়াণ্ডি,
চণ্ডিচন্দ্র চমেকিলে সূর্যটরিল ঐরিল দেওয়ী,
হরাহরাংপরি সুখিলা কোটরে জীবো,
পরাংদ্রিবাহন্তে খপ্পর দাহিনে হাতে,
ছুরি ঐরলাদেওয়ী অবরতাহি ডাইনি বাঁধো,
চুরইনি বাঁধু গুলী বাঁধু মীরা বাঁধু,
মশানী বাঁধু গুলিয়া নাসুনী আওয়ে
গরনি আঁবু লাওয়ে রাওে মালা ডাওে
জীওয়ত ডাওে হসে খেলৈ ভাবিত্তয়ন্।
ভারোওয়লিতে তে তে
কামরূ কামচণ্ডী কোটিশ আজ্ঞা।

বিধি– উপরিলিখিত মন্ত্র পাঠ করতে করতে ঝাড়া দিলে ডাইন প্রভৃতি স্থান ত্যাগ করে দূরে পালায়।

ভূতাবেশ দূরীকরণ মন্ত্র

মন্ত্র– ওঁ নমো ভগবতে ভূতেশ্বরায়,
কিল, কিল তর বায়,
রুদ্র দংষ্ট্রাকরালায় বক্ত্রায়,
ত্রিনয়ন ভীষণায়,
ধগধগিত পিশাঙ্গ ললাট নেত্রাম্,

তীব্র কোপানলায়মিত তেজসে,
পাশ-শূল-খড়্গ ডমরুক,
ধনুর্বাণ-মুদ্গর ভূপদণ্ড ত্রাস মুদ্রা,
বেগ দশ দোর্দণ্ড মণ্ডিতায়,
কপিল জটাজুট কুর্টাদ্ধ চন্দ্রধারিণে,
ভস্মি রাগরঞ্জিত বিগ্রহায়,
উগ্রফণপতি ঘটাটোপ মণ্ডিত কণ্ঠদেশায়,
জয় জয় ভূত ডামরয় আররূপং,
দর্শে দর্শে নিরতে নিরতে সর সর চল চল,
পাশেন বন্ধ বন্ধ হুঙ্কারেণ ত্রাসয় ত্রাসয়
বজ্রদণ্ডেন হন হন নিশিতি খঙ্গেন
ছিন্ন ছিন্ন শূলাগ্রে ভিন্ন ভিন্ন,
মু্দ্গরেণ চূর্ণয় চূর্ণয় সর্ব গ্রহাণাং
আবেশয় আবেশয়।"

বিধি– প্রথমে উক্ত মন্ত্র গ্রহণের দিন কিংবা দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন, অথবা দোল পূর্ণিমার দিন ১০০০ (এক হাজার) জপ করবে। তার ফলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে। প্রয়োগ সময়ে গব্যঘৃত, গুগ্‌গুল, নিম পাতা, সাপের খোলস একত্রে মিশিয়ে মন্ত্র পড়তে পড়তে রোগীর দেহে নিক্ষেপ করলে ভূত চীৎকার করতে থাকে।

তাকে জিজ্ঞাসা করলে পূর্বজন্মের পরিচয় দেয়, কোথা তার বাস ছিল, কোথায় সে এখন থাকে, কেন আক্রমণ করেছে, সব কথা বলে। এরপর নৃসিংহ মন্ত্র উচ্চারণ করে রোগীর দেহে ফুঁ দিয়ে ভূত তাড়াতে হবে, অর্থাৎ নিম্ন মন্ত্র ৭বার পাঠ করে রোগীর দেহে ফুঁ দিলে ভূত ছেড়ে যাবে।

নৃসিংহ মন্ত্র

মন্ত্র– ওঁ নমো নারসিংহায়
হিরণ্যকশিপু বক্ষ বিদারণায়,
ত্রিভুবন ব্যাপকায় ভূত-প্রেত পিশাচ-
শাকিনী ডাকিনী কীলোন্মূলনায়।
সন্তুষ্ট ভব, সমস্ত দোষাণ্ হন হন,
সর সর চল চল কম্প কম্প মথ মথ,
হুং ফট্ হুঁ ফট্ ঠঃ ঠঃ
মহারুদ্র জাপিয়াৎ স্বাহা।

বিঃ দ্রঃ– এই মন্ত্রটিও প্রথমে পূর্বোক্ত বিধিতে ১০০০ (এক হাজার) বার জপ করে সিদ্ধ হতে হবে। তারপর প্রয়োগ করতে হবে।

ভূত কথা বলানো মন্ত্র

মন্ত্র– ওঁ নমো আদেশ গুরু কো,
নারী জায়া নারসিংহ,
অঞ্জনী জায়া হনুমন্ত,
বানে জারী বীজ ভবন্তা,
বা তোড়ী গাঢ় লঙ্কা তেরী পাখরি কৌন ভরে,
নারসিংহ বলবন্ত বন মেঁ ফিরে,
অবোলড়া ভঁওয়র খিলায়েঁ,
কেশ ওয়ারো ভাটো মধ্ কী পীদে,
বারা বক্‌রা বায় ন ধায়ে,
তো নারসিংহ তু দ্ওড় মশানা জায়,
সাত পাঁচ নে মার খায়,
সাত পাঁচ নে চক্ খাই,
দেখুঁ নারসিংহ ওয়ীর তেরে মন্ত্র কী শক্তি,
হাড়া হাড় মেঁ সূঁ,
চাম চাম মেঁ সূঁ, নখ নখ মেঁ সূঁ,
রোম্ রোম্ মেঁ সূঁ, বার বার মেঁ সূঁ,
অমুকী কে নও্ নারী বহত্তর্ কোঠা মেঁ,
স্ও খেদ্ কো্ পকড় আনি হাজির
না করে তো মাতা নাহরী কা চুংখা,
দূধ হরাম করে,
রাজা রামচন্দ্র কো পওড়ী
কাট ভৈ পড়ে, শব্দ সাঁচা, পিণ্ড কাঁচা,
ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরোবাচা।

বিধি– প্রথমে লিখিত বিধি অনুযায়ী ১০০০ (এক হাজার) জপ করে মন্ত্র সিদ্ধ হতে হবে। তারপর কালো মরিচ নিয়ে ৭বার উক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে ভূতগ্রস্ত রোগীকে খাওয়ালে ভূত প্রশ্নের উত্তর দেবে ও চীৎকার করবে। তারপর উপরোক্ত নারসিংহ মন্ত্রে ভূত ছাড়াবে।

বিঃ দ্রঃ– মন্ত্র মধ্যে অমুকী শব্দের স্থলে ভূত-গ্রস্ত রোগীর নাম বলতে হবে।

ভূত মারণ মন্ত্র

মন্ত্র– "ওঁ নমো আদেশ গুরু কো।

হনুমন্ত ওয়ীর বজরঙ্গী বজ্রধার,
ডাকিনি শাকিনি ভূত-প্রেত জিন্ কো,
ঠোক্ ঠোক্ মার্ মার্,
নহী মারে তো–
নিরঞ্জন নিরাকার কা দুহাঈ।"

বিধি– শনিবার দিন আরম্ভ করে ২১দিন পর্যন্ত শ্রীহনুমানজীর বিধিমত পূজা করবে এবং প্রত্যহ উক্ত মন্ত্র ১২১ বার জপ করবে। তার ফলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে। পরে চৌরাস্তার কাঁকর অথবা মাষ কলাই হাতে নিয়ে উক্ত মন্ত্রে ৭বার অভিমন্ত্রিত করে ভূতগ্রস্ত রোগীর দেহে নিক্ষেপ করলে ভূত মারা যায়, রোগীও আরোগ্য হয়।

ভূতকে বন্দীকরণ মন্ত্র

মন্ত্র– বন্ধ বন্ধ শিব বন্ধ শিব বন্ধ।

বিধি– উপরোক্ত মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে মাষ কলাই ভূতগ্রস্ত রোগীর দেহে নিক্ষেপ করলে ভূত বন্দী হয়। প্রথমে শনিবার দিন থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত উক্ত মন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করে সিদ্ধ হতে হবে।

ডাকিনি–শাকিনি নামানো মন্ত্র

মন্ত্র– "ওঁ নমো হনুমান জী

আয়া কাঁঈ আয়া কাঁঈ,
কাঁঈ লায়া ডাকিনি শাকিনি,
আন্ আন্ কুরু কুরু স্বাহা।

বিধি– প্রথমে উক্তমন্ত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করে সিদ্ধ হবে। পরে রোগীর মাতা-পিতার দ্বারা পেষণ করা আটা বা মাষকলাই নিয়ে দু'টি পুতুল তৈরী করবে। পুতুল দুটিকে ৩০০ গ্রাম তেলে ভিজাবে, সেটি রোগীর গায়ে ৭ বার ওপর থেকে নিচে বুলিয়ে জ্বালাবে। পরে মাথার দিকে ৩ বার মন্ত্র পড়ে, মাষ কলাই এবং জল পুতুলের ওপর মারতে থাকবে। তারপর একটি থালায় জল রেখে তার ওপর পুতুলটি দাঁড় করিয়ে তাকে ডাকিনি মনে ভেবে তার ওপর জ্বলন্ত দ্বিতীয় পুতুলটির তেল ঢালবে। পুতুলটি যেন ঠিক স্থলেই থাকে, সেদিকে লক্ষ রাখবে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা শাকিনি ডাকিনি প্রভৃতি দূর হয়।

আত্মসার মন্ত্র (ধূলো পড়া)

মন্ত্র– কাঁউর কামিখ্যা মাতা দিল মোরে সাড়া।
সেই মায়ের দোহাই দিয়ে এই ধূলো পড়া।।
ফুঁক দিয়ে বুকে, মুখে পিঠে আর শিরে।
গুহ্যে লিঙ্গে হাতে পায়ে, আর নবদ্বারে।।
অধঃ উর্দ্ধ, আশে পাশে, ছড়াইয়া দিবে।
জয় চণ্ডীর দাস চলে, জয় সঙ্গে নিয়ে।।
কার বাপে রোখে মোরে, কার বুকের পাট্য।
চৌষট্টি যোগিনী সাথে হাড়ির ঝি চণ্ডিকা।।
ঘোরে ফিরে আট প্রহর ছাওয়ালের কাছে।
ভয় নাই বুকে মোর যাই দশ দিশে।।

বিধি– প্রথমে মন্ত্রটি হৃদয়ে চিন্তা করে বাঁ হাতে একমুঠো ধূলো নিয়ো আবার ঐ মন্ত্র চিন্তা করবে। তারপর ধূলো মুঠো ওপর দিকে ছড়িয়ে দিয়ে মাথা ও দেহে সেই ধূলি গ্রহণ করে, গন্তব্য স্থানে যাবে।

ভূত বাধা নাশক মন্ত্র

মন্ত্র– ওঁ নমো আদেশ গুরু কো।
ওঁ অপর কে সবিকট মেব স্বভপতি,
প্রহলান খাওয়ে পাতাল রাখে,
পাঁচ দেওয়ী জংঘা রাখে,
কালিকা মস্তক রাখে,
মহাদেওয়ী জী কোঈ ইয়ে
পিন্ড় প্রণকো,
বেধে তো দেওয় দানো ভূত প্রেত,
ডাকিনি শাকিনি গণ্ডমালা তিজোরী,
এক্ পহরু সাঁঝ কো সওয়েরে কে লিএ,
করায়ে কো ওয়াহি কে পেড়
ইস্কী রক্ছা নরসিংহ জী করেঙ্গে।
শব্দ সাঁচা, ফুরো ঈশ্বরী মন্ত্র ওয়াচা।

বিধি– উপরোক্ত মন্ত্রটি অমাবস্যার দিন থেকে প্রত্যহ ১০৮ বার করে পরের অমাবস্যা পর্যন্ত জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে। প্রয়োজনের সময় উক্ত মন্ত্র ৭ বার পাঠ করে রোগীর গায়ে ৭ বার ফুঁক দিলে রোগী সুস্থ হবে।

ভূত-প্রেত ছাড়ানো মন্ত্র

মন্ত্র– নয়ন নাগ্‌রী পায় ঘাঘরী।
নদী চ কানা পহুঁচ নাগরী।
সমানা জাত নহীঁ জতন্‌,
নহী দৈত্য মসান,
ইসী ওয়ক্ত জরুরত জায়,
ঈশ্বর গ্‌ওরা,
পার্‌ওয়তী মহাদেও কী দুহাঈ।

বিধি– অমাবস্যার দিন থেকে শুরু করে একমাস যাবৎ উক্ত মন্ত্র ১০৮ বার করে জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে। যখন এক নিঃশ্বাসে মন্ত্রটি বলতে পারবে, তখন জানবে মন্ত্র সিদ্ধ হয়েছে। এবার উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ করতে করতে ভূতগ্রস্ত রোগীর গায়ে ফুঁ দিতে থাকবে। তাহলে ভূত রোগীকে ছেড়ে পালাবে।

দেহ রক্ষা মন্ত্র (১)

ভূত-প্রেত প্রভৃতি তাড়াতে গেলে, আগে নিজের দেহকে রক্ষা করতে হয়। তা না হলে সাধকের ওপর বিপদ আসে।

মন্ত্র– "ওঁ পরমাত্মনে পরব্রহ্ম নমঃ।
মম শরীরং পাহি পাহি কুরু কুরু স্বাহা।।"

বিধি– উপরোক্ত মন্ত্রটি ১০,০০০ (দশ হাজার) জপ করলে সিদ্ধ হয়। এবার কোনও কাজে বা ভূত-প্রেত তাড়াতে গেলে প্রথমে উপরোক্ত মন্ত্র ৩ বার পড়ে.৩ বার নিজের দেহে ফুঁ দিয়ে যেতে হবে। রোগীর কাছে গিয়ে যেখানে বসবে, সেখানে নিজের চারদিকে ৩ বার মন্ত্র পড়ে মাটিতে গণ্ডী কেটে দেবে। তাহলে ভূত-প্রেত বা দুষ্ট লোক ক্ষতি করতে পারবে না।

দেহ রক্ষা মন্ত্র (১)

মন্ত্র– "ওঁ নমো বজ্র কা কোঠা।
জিসমেঁ পিণ্ড হমারা ব্যায়ঠা।
ঈশ্‌ওয়র্‌ কুলজী বজ্র কা তালা।
আঠোঁ ইয়াম্‌ কা হনুমন্ত্‌ রখ্‌ওয়ালা।।

বিধি– শনিবার দিন হনুমানজীর পূজা অর্চনা করে, উপবাসী হয়ে উপরোক্ত মন্ত্র ১০০৮ (এক হাজার আট) বার জপ করলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। এবার যখন কোনও কাজে যাবে, তখন উপরোক্ত মন্ত্রটি ৩ বার পাঠ করে ৩ বার নিজের দেহে ফুঁ দেবে। তাহলে ভূত-প্রেত-ডাইনী বা অন্যান্য কেউ ক্ষতি করতে পারবে না।

তুক্-তাক্ ও ভূত-প্রেত ঝাড়ন মন্ত্র

মন্ত্র– সরস্বতী গাড়ী সুন্‌লে কা দিয়া,
রূপে কী বাতী গুণ বাতী বাতী।
ডংকিনি ডংকিনি শংখিণী,
জাদু ঢোনা তেরী ভবানী,
ইসী ঘড়ী ইয়হাঁ সে নিকল্ জায়।
মেরী আন্ মেরে গুরু কী আন্,
ঈশ্ওয়র গ্ওরা পার্ওয়তী, মহাদেও কী দুহাঈ।।

বিধি– প্রথমে উপরোক্ত মন্ত্রটি ১০০৮ (এক হাজার আট) বার অমাবস্যার রাত্রে জপ করে সিদ্ধ হতে হবে। তারপর প্রয়োজন মতো রোগীর কাছে গিয়ে উক্ত মন্ত্র পড়তে পড়তে রোগীর গায়ে ফুঁ দিলে ভূত ছেড়ে যায়।

ভূত-প্রেত ভয় নিবারক যন্ত্র

বিধি– পার্শ্বে লিখিত যন্ত্রটি ১৬ কোষ্ঠার একটি একশো ছত্রীশা যন্ত্র। এই যন্ত্রটি গৃহের বাইরে রাখার জন্যও লিখতে হয়, আবার নিজের কাছে রাখার জন্যও লিখতে হয়। দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রিতে লেখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আবশ্যক হলে যখন প্রয়োজন তখনই লেখা যায়। তবে যে কোনও অমাবস্যার রাত্রিতে লিখলে খুবই ফলপ্রদ হয়।

৪	৫৬	১৬	৬০
৩১	৪৪	২০	৪০
৫২	৭	৩৪	১২
৪৮	২৮	৩৬	২৪

যখন ভূত-প্রেত বা ডাকিনির ভয় উৎপন্ন হবে, সেই সময় এই যন্ত্রটি তৈরী করে ধারণ করলে কোনও ভয় থাকে না। যন্ত্রটিকে ভূর্জপত্রে অথবা কাগজে অষ্টগন্ধ দ্বারা লিখতে হবে। ঘরের দেওয়ালে লিখতে হলে সিন্দুর দিয়ে লিখবে।

ভূত বিনাশক যন্ত্র

বিধি– শ্মশান থেকে মড়ার কাপড় এনে তার ওপর উক্ত যন্ত্রটি কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী বা চর্তুদশীর দিন লিখতে হবে। এই যন্ত্রটি পূজা করে আবার সেই শ্মশানে পুঁতে দিতে হবে।

যন্ত্রের মধ্যস্থলে যাকে ভূতে ধরেছে, অর্থাৎ ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির নাম লিখে দিতে হবে। যেদিন এই প্রয়োগ করবে, সেদিন উপবাস থাকবে, এই মন্ত্র

প্রয়োগে শিশুদের উপর ভূত আক্রমণ নষ্ট হয়। আবার এই মন্ত্র প্রয়োগে শুধু ভূতাবেশ নয় তীব্র জ্বরও এর দ্বারা আরোগ্য হয়।

ভূতাবেশ নিবারক যন্ত্র

বিধি– ভূর্জপত্রে ধুতুরার রস দ্বারা উক্ত যন্ত্র লিখে যন্ত্রের পূজা করে ত্রিলৌহ (সোনা, রূপা, তামা) দ্বারা কবচ তৈরী করে তাতে ভরে গলায় ধারণ করলে সর্বপ্রকার ভূতাবেশ দূর হয়।

ভূত-প্রেত নাশক যন্ত্র

৫	৫৬	৯	১২
১	৬১	৬২	১৪
৪৬	৪	১৮	৯১
৮	৬৭	২৮	৫৮

বিধি– উপরোক্ত যন্ত্রটি অষ্টগন্ধ দ্বারা ভূর্জপত্রে লিখে ঘরে রাখলে ভূত প্রেতাদির ভয় দূর হয়।

উক্ত যন্ত্রটি রূপার তাবিজে ভরে তাতে শ্মশানের মাটি দিয়ে ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির মাথায় কিছুক্ষণ রাখলে এবং তারপর পুকুরে ফেলে দিলে ভূত ছেড়ে যায় এবং রোগী সুস্থ হয়।

মুঁগা (Coral)

একে সংস্কৃতে বিদ্রুম মণি, ফারসীতে মিরজান এবং ইংরেজীতে কোর‍্যাল (Coral) বলে। এর অধিপতি মঙ্গল। হিমালয় পর্বত ও মানস সরোবর অঞ্চলে পাওয়া যায়। এটি সাধারণতঃ চার বর্ণের হয়। ১) লাল ২) সিন্দুরবর্ণ ৩) হিঙ্গুল বর্ণ ৪) গৈরিক।

মুঁগার গুণ– ১। এটি বেশ উজ্জ্বল ও চটকদার হয়।

২। মুঁগা বেশ মসৃণ হয়, আঙ্গুলে পরলে পিছলে যায়।

৩। মুঁগা কোণযুক্ত হয়।

৪। হাতে নিলে ভারী বোধ হয়।

পরীক্ষা– ১। মুঁগা দুধে ফেলে দিলে দুধ লাল বর্ণের মতো দেখায়।

২। সূর্যের আলোতে যদি কাগজ বা তুলোর ওপরে রাখা যায়, তাহলে কাগজ বা তুলোয় আগুন ধরে যায়।

৩। রক্তের মধ্যে মুঁগা রাখলে চারদিকে রক্ত জমাট বেঁধে থাকে।

মুঁগার দোষ– শ্রেষ্ঠ মুঁগা ব্যতীত দোষযুক্ত মুঁগা ধারণে অনিষ্ট হয়। মুঁগার মধ্যে সাত প্রকার দোষ দেখা যায়।

১। **অঙ্গ-ভঙ্গ–** মুঁগা যদি কাটা হয় কিংবা ভগ্ন হয়, তাইলে হানিকারক হয় ও সন্তান নাশ হয়।

২। **দ্বিবর্ণ–** দ্বিবর্ণ বিশিষ্ট মুঁগা সুখ-সম্পত্তি নষ্ট করে।

৩। **গর্তযুক্ত–** গর্তযুক্ত মুঁগা পত্নীর প্রাণ নাশ করে। স্ত্রী লোক ধারন করলে স্বামীর মৃত্যু হয়।

৪। **কালো দাগযুক্ত–** কালো দাগযুক্ত মুঁগা ধারণে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং দুর্ঘটনায় ফেলে।

৫। **শ্বেতবর্ণ–** সাদা দাগযুক্ত মুঁগা ধন-ধান্য নাশ করে।

৬। **লাক্ষাবর্ণ–** লাক্ষাবর্ণ মুঁগা অস্ত্র ভয়, চোর ভয় প্রভৃতি উৎপন্ন করে।

৭। **ছেদিত–** ছেদ চিহ্ন যুক্ত মুঁগা স্বাস্থ্য নষ্ট করে।

মুঁগার উপরত্ন

যাঁরা মুঁগা ক্রয় করতে সমর্থ নন, তারা মুঁগার উপরত্ন সঙ্গমুঁগী ধারণ করবেন। এই মুঁগা লাল বর্ণের হয় এবং ছেদযুক্ত হয়। এটি ওজনে হালকা হয়। এটি চিক্কন লাল, (গোলাপী) বা মুঁগা বর্ণের পাওয়া যায়।

গুণ– ১। এটি সাধারণতঃ বেশ চমকদার হয়।

২। ওজনে হালকা হয়।

৩। বেশ মসৃণ হয়।

৪। এতে অন্য বর্ণের ছিটাও থাকে।

৫। গর্ভবর্তী নারীর পেটে যদি এর ভস্মের প্রলেপ দেওয়া যায়, তাহলে গর্ভপাত হয় না।

মুঁগা ধারণের যোগ্য ব্যক্তি

যাদের জন্মপত্রিকায় মঙ্গল দোষ যুক্ত, অস্ত বা প্রভাবহীন হয়, তাদের মুঁগা ধারণ কর্তব্য।

১। মঙ্গল রাহু বা শনির সঙ্গে স্থিত হলে।

২। লগ্নে মঙ্গল থাকলে।

৩। মঙ্গল তৃতীয় ভাবে থাকলে।

৪। চতুর্থ ভাবে মঙ্গল থাকলে।

৫। সপ্তম বা দ্বাদশ ভাবে মঙ্গল থাকলে।

৬। ধনাধিপতি মঙ্গল নবম ভাবে। দশমে, চতুর্থে মঙ্গল একাদশ স্থানে, পঞ্চম ভাবের অধিপতি মঙ্গল দ্বাদশ ভাবে থাকলে।

৭। নবমে মঙ্গল চতুর্থ স্থানে, দশমে মঙ্গল পঞ্চম ভাবে বা একাদশ অধিপতি মঙ্গল ষষ্ঠ স্থানে থাকলে।

৮। মঙ্গল যে কোনও স্থানে থেকে সপ্তম, নবম, দশম বা একাদশ স্থানে দৃষ্টি দিলে।

৯। মঙ্গল লগ্নে থেকে ষষ্ঠে দৃষ্টি দিলে বাধন স্থানে থেকে সপ্তমে দৃষ্টি দিলে। চতুর্থে থেকে মঙ্গল নবমে দৃষ্টি দিলে, পঞ্চম স্থানে থেকে দশমে দৃষ্টি দিলে, সপ্তমে থেকে দ্বাদশে দৃষ্টি দিলে, নবমে থেকে ধনস্থানে দৃষ্টি দিলে, দশম স্থানে থেকে তৃতীয়ে দৃষ্টি দিলে, একাদশে থেকে চতুর্থে দৃষ্টি দিলে এই রত্ন ধারণ করবে।

১০। জন্মপত্রিকায় মঙ্গল ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশে থাকলে।

১১। মঙ্গল সূর্যের সঙ্গে অবস্থান করলে। কিংবা সূর্য দ্বারা দৃষ্ট হলে।

১২। চন্দ্র মঙ্গলের সাথে থাকলে।

১৩। মঙ্গল অষ্টমাধিপতি বা ষষ্ঠাধিপতির সঙ্গে থাকলে বা দৃষ্ট হলে।

১৪। মঙ্গল বক্রী, অস্তগত, বেদযুক্ত হলে।

১৫। মঙ্গল শুভ ভাবের অধিপতি হয়ে শুক্র গ্রহের সঙ্গে স্থিত হলে বা দৃষ্ট হলে।

রোগের ওপর মুঁগার প্রভাব

১। রক্ত সম্বন্ধিত রোগ বা ব্লাড প্রেসার হলে মুঁগা ভস্ম মধুসহ সেবনে উপকার হয়।

২। মন্দাগ্নি রোগে মুঁগা ভস্ম গোলাপ জলসহ সেবনে উপকার হয়।

৩। প্লীহা ও পেটের যন্ত্রণায় মুঁগা ভস্ম দুধের সরের সঙ্গে খেলে উপকার হয়।

৪। দুর্বলতায় মুঁগা ভস্ম অত্যন্ত উপকার করে।

৫। মৃগী, হৃদরোগ, বায়ুরোগ প্রভৃতিতে মুঁগা ভস্ম দুগ্ধসহ সেবনে উপকার হয়।

মুঁগার প্রয়োগ

মঙ্গলবার মেষ অথবা বৃশ্চিক রাশিতে চন্দ্র বা মঙ্গল থাকলে সেই দিন মৃগশিরা, চিত্রা, ধনিষ্ঠা নক্ষত্র হলে, সেইদিন প্রাতে সূর্য্যোদয় থেকে এগারোটার মধ্যে সোনার আংটিতে মুঁগা বসিয়ে নেবে। যদি মঙ্গল মকর রাশিতে থাকে তাহলে সেদিনও আংটি তৈরী করতে পারেন।

মুঁগা যাতে শরীরে স্পর্শ করে থাকে, এইভাবে আংটিতে বসাতে হবে। এই আংটি বাঁ হাতের মধ্যমা অঙ্গুলিতে ধারণ করতে হবে।

প্রাতঃ এগারোটার পর মঙ্গল যজ্ঞ করবে। তামার ত্রিকোণ পাতে তার ওপর মঙ্গল যন্ত্র তৈরী করবে। তার ওপর মুঁগার আংটি রেখে ষোড়শোপচারে পূজা করে ভৌম মন্ত্রে অভিষিক্ত করবে।

মন্ত্র– "ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধাদিব ককুৎপতিঃ পৃথিব্যাহয়ম্।
অপাংধুং রেতাধুংসি জিন্বতি।। ভৌমায় নমঃ।।"

এরপর নিম্নলিখিত লঘু মন্ত্রে ৭০০ (সাত শত) হোম করবে। হোমের পর পূর্ণাহুতি দিয়ে আংটি বা যন্ত্রে মঙ্গলের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে।

বিঃ দ্রঃ– প্রাণ প্রতিষ্ঠা মন্ত্র সূর্য যন্ত্রে দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গল যন্ত্র

জপ মন্ত্র (তন্ত্রোক্ত)– "ওঁ ক্রাং ক্রীং ক্রং সঃ ভৌমায় স্বাহা।"

জপ সংখ্যা– ১০,০০০ (দশ হাজার) বার।

দান– মুঁগা, স্বর্ণ, গম, তাম্র, মসুর কলাই, গুড়, ঘৃত, রক্ত বস্ত্র, কেশর।

মঙ্গল অধিক দূষিত হলে বা পাপ দুষ্ট হলে মুঁগা দান করতে হবে। তামার পাতে ভৌম যন্ত্র খোদাই করে সাতদিন পর্যন্ত ষোড়শোপচারে পূজা করাবে উপরিলিখিত মন্ত্র জপ করবে। অষ্টম দিনে যন্ত্র যোগ্য ব্রাহ্মণকে দান করবে।

মুঁগার ওজন

কমপক্ষে ছয় রতি সোনার আংটিতে আট রতি মুঁগা বসিয়ে আংটি তৈরী করাবে। আট রতির চেয়ে কম হলে, মুঁগা ভালো ফল দেয় না।

মুঁগা ধারণ করার দিন থেকে তিন বছর তিন দিন পর্যন্ত প্রভাব যুক্ত থাকে। তারপর তার শক্তি কমে যায়। তারপর নতুন মুঁগা ধারণ করতে হবে।

মুক্তা (Perl)

মুক্তাকে সংস্কৃতে মৌক্তিক বলা হয়। এর অধিপতি চন্দ্র। এই রত্ন ধারণকরলে চন্দ্রগ্রহ সংক্রান্ত সমস্ত দোষ নষ্ট হয়।

১। গজমুক্তা– এই মুক্তা সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু সহজে পাওয়া যায় না। উত্তরাষণে পুষ্যা ও শ্রবণা নক্ষত্রে চন্দ্র থাকলে এবং রবিবার যুক্ত হলে, সেদিন যে হাতীর জন্ম হয়, সেই হাতীর মাথায় এই মুক্তা পাওয়া যায়। এ

ছাড়া হাতীর দন্তকোষেও মুক্তা পাওয়া যায়। গজমুক্তা সুডৌল, স্নিগ্ধ এবং তেজযুক্ত হয়। এই মুক্তা দেখলে চক্ষু শীতল হয়। এই পবিত্র মুক্তা ধারণে জীবনের সমস্ত ক্লেশ মিটে যায়। মনে আসে অপার শান্তি, সংসারে সুখের অবধি থাকে না।

২। সর্পমুক্তা– শ্রেষ্ঠ বাসুকী জাতীয় নাগের মাথায় এই মুক্তা পাওয়া যায়। এই জাতীয় সর্পের যেমন বয়স বৃদ্ধি হতে থাকে, ততই মুক্তা হালকা নীলবর্ণের তেজযুক্ত ও অত্যন্ত প্রভাবশালী। হয়। এই মুক্তাও দুষ্প্রাপ্য।

৩। বংশ মুক্তা– বাঁশের ওপর স্বাতী, পুষ্যা বা শ্রবণা নক্ষত্রের আগে একটা গুঞ্জন ধ্বনি শোনা যায়। নক্ষত্রগুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই রকম ধ্বনি শোনা যায়। এই সময় সেই বাঁশটি কেটে, তার ভেতর থেকে মুক্তা বার করা হয়। এর বর্ণ হালকা সবুজ এবং আকৃতি গোল হয়। এই মুক্তাও দুষ্প্রাপ্য। এই মুক্তা ভাগ্যক্রমে পাওয়া গেলে, যদি ধারণ করা যায়, তাহলে ভাগ্যোদয় হয়। বিষয়-সম্পত্তি, ধনৈশ্বর্যে গৃহ ভরে যায়।

৪। শঙ্খ মুক্তা– সমুদ্রগর্ভে পাঞ্চজন্য শঙ্খে এই মুক্তা পাওয়া যায়। জোয়ার ভাটায় যখন সমুদ্র উদ্বেলিত হয়, সেই সময় এই মুক্তা সংগ্রহ করা হয়। এর বর্ণ হালকা নীল, সুডৌল এবং সুন্দর। এর ওপর যজ্ঞোপবীতের ন্যায় তিনটি রেখা থাকে। এই মুক্তা উজ্বল হয় না। এই মুক্তা আরোগ্যকারক, লক্ষ্মীপ্রদ এবং সর্বপ্রকার অভাব দূর করতে সমর্থ।

৫। শূকর মুক্তা– বন্য বরাহের যৌবনকালে এই মুক্তা তার মাথায় উৎপন্ন হয়। এটি হয় হরিদ্রাভ ও গোলাকার। বেশ চকচকে এবং উজ্বল হয়। এই মুক্তা বাকসিদ্ধিদায়ক, স্মরণশক্তি বৃদ্ধিকারক, বাকশক্তির নিপুণতা বৃদ্ধি করে। যার শুধু কন্যা হয়, পুত্র হয় না। সেই ব্যক্তির স্ত্রীকে গর্ভাবস্থায় এই মুক্তা ধারণ করালে পুত্রলাভ হয়।

৬। মীন মুক্তা– এই মুক্তা মাছের পেটে পাওয়া যায়। ছোলার ন্যায় এই মুক্তা পাণ্ডুবর্ণ এবং চকচকে হয়। এই মুক্তা ধারণ করে জলে ডুব দিলে, জলের তলার সব কিছু দেখা যায়। ক্ষয়রোগ মুক্ত করে।

৭। আকাশ মুক্তা– পুর্য্যানক্ষত্রে দুর্যোগসময় আকাশ থেকে বৃষ্টির সঙ্গে এই মুক্তা ঝরে পড়ে। ভাগ্যক্রমে এই মুক্তা পাওয়া যায়। এগুলি বিদ্যুতের ন্যায় উজ্বল ও গোলাকার। এই মুক্তা ধারণে তেজবৃদ্ধি ও ভাগ্যবান হয়।

৮। মেঘ মুক্তা– রবিবার পুষ্যা ও শ্রবণা নক্ষত্র হলে, সেই সময় বর্ষা হলে মেঘ থেকে মাঝে মধ্যে ঝরে পড়ে। এর বর্ণ মেঘের ন্যায় এবং উজ্বল। এই মুক্তা ধারণে সমস্ত অভাব দূর হয়।

১। ঝিনুক মুক্তা– অধিকাংশ মুক্তা ঝিনুক থেকেই সংগ্রহ করা হয়। স্বাতী নক্ষত্রের জল ঝিনুকে পড়ে এই মুক্তা জন্মে। এই মুক্তার ওপর চন্দ্রের পূর্ণ প্রভাব পড়ে। এর আকৃতি হয় নানা প্রকার। লম্বা, গোল, সুডৌল, তীক্ষ্ণ বা ছুঁচালো ও চ্যাপটা, সব রকম হয়। পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রেই এই মুক্তা পাওয়া যায়। কিন্তু শ্যাম দেশের এবং বসরার খাঁড়িতে প্রাপ্ত মুক্তা শ্রেষ্ঠ। এদের মধ্যে আবার বসরার খাড়িতে প্রাপ্ত মুক্তা সর্বশ্রেষ্ঠ। এর বর্ণ ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণের। এ মুক্তা ধারণে–অর্থপ্রাপ্তি, স্বাস্থ্যোন্নতি, আনন্দ ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়।

মুক্তার গুণ– মুক্তা ধারণকারী ব্যক্তির পাপবুদ্ধি থাকে না মনে। মুক্তা জ্ঞানবর্দ্ধক এবং ধনদাতা হয়। দুর্বলতা দূর করে দেহের কান্তি বৃদ্ধি হয়।

পরীক্ষা– ১। কাঁচের গেলাসে জল দিয়ে তাতে মুক্তা ফেলে দিলে একটা কিরণ দেখা গেলে, তাকে শ্রেষ্ঠ মুক্তা জানবে।

২। মাটির পাত্রে গোমূত্র নিয়ে তাতে মুক্তা ফেলে দিলে এবং সারারাত ডুবিয়ে রাখলে, প্রাতঃকালে যদি মুক্তা অটুট থাকে, তাকে শুদ্ধ বলে জানবে।

৩। ধানের ভূষিতে মুক্তা দিয়ে ভালভাবে মর্দন করলে যদি চূর্ণ হয়ে যায়, তাকে নকল বলে জানবে, যদি অটুট ও উজ্বল হয়ে ওঠে, তাকে বিশুদ্ধ মুক্তা বলে জানবে।

৪। ঘৃতের মধ্যে মুক্তা ডুবিয়ে রাখলে যদি ঘৃত পিছলে যায়, তাকে শুদ্ধ মুক্তা বলে জানবে।

মুক্তার দোষ– দোষযুক্ত মুক্তা লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী করে।

১। ভাঙ্গা মুক্তা অশুদ্ধ, ব্যর্থ এবং হানিকারক। এই মুক্তা ধারণে দুঃখ-দারিদ্য বৃদ্ধি পায়। মন উদ্বিগ্ন করে তোলে।

২। রেখাযুক্ত মুক্তা শুদ্ধ নয়, এই মুক্তা আর্থিক ক্ষতি ও মন উদ্বিগ্ন হয়।

৩। বৃত্তাকার রেখাযুক্ত মুক্তা অশুদ্ধ। এই মুক্তা ধারণে স্বাস্থ্যহানি ও হৃদয় দৌর্বল্য হয়।

৪। ছাপ যুক্ত মতিও অশুদ্ধ। এতে ছোট ছোট দাগ থাকে কালো বর্ণের। এটি স্বাস্থ্য হানিকারক।

৫। মনসা মুক্তা– যে মুক্তায় নানাপ্রকার রং বা এক রঙের ছোট ছোট বিন্দু দেখা যায় তাকে মনসা মুক্তা বলা হয়। এই মুক্তা ধারণে বল-বুদ্ধি ও বীর্য নষ্ট হয়।

৬। দুর্বল মুক্তা– যে মুক্তা বেডৌল, লম্বা বা দুর্বল দেখায়, এই মুক্তা ধারণে বুদ্ধি নাশ, চিত্ত চাঞ্চল্য দেকা দেয়।

৭। **নিস্তেজ মুক্তা–** ঔজ্জ্বল্যহীন মুক্তা অশুভ। এ মুক্তা দারিদ্রতা বৃদ্ধি করে।

৮। **চঞ্চু মুক্তা–** যাতে চোঁচ থাকে সেই মুক্তা ধারণে কুলনাশ হয়।

৯। **চতুর্ভুজ মুক্তা–** চ্যাপটা ও চারকোণ যুক্ত মুক্তা ধারণে পত্নীর মৃত্যু হয়।

১০। **ত্রিকোণ মুক্তা–** ত্রিকোণযুক্ত মুক্তা ধারণে পুরুষত্ব নাশ করে, বুদ্ধি, বল, বীর্য নাশ করে।

১১। **চ্যাপটা মুক্তা–** চ্যাপটা মুক্তা সুখ ও সৌভাগ্য নাশ করে। চিন্তা বৃদ্ধি করে।

১২। **তাম্রক মুক্তা–** তাম্রবর্ণ মুক্তা কুল নাশ করে।

১৩। **রক্তমুখী মুক্তা–** রক্তবর্ণ মুক্তা দুঃখ বৃদ্ধিকারক ও লক্ষ্মীনাশক।

১৪। **রেখাযুক্ত মুক্তা–** লম্বা রেখাযুক্ত মুক্তা শ্রীহীন ও দুঃখ বৃদ্ধিকারক।

মুক্তার উপরত্ন

যারা মুক্তা ধারণ করতে সমর্থ নন, তাঁরা মুক্তার উপরত্ন ধারণ করবেন, একে 'নিমরত্ন বলা হয়। ঝিনুকের মৃত্যুর পর তার পুচ্ছে একপ্রকার ছোট মুক্তার মতো রত্ন পাওয়া যায়। তাকেই বলা হয়–নিমরত্ন। এটি চন্দ্র থেকে উৎপন্ন বলা হয়। মুক্তার ন্যায় প্রভাবশালী না হলেও, এই উপরত্ন ধারণে অনেক ফল পাওয়া যায়। এর বর্ণ রূপার মতো সাদা এবং উজ্জ্বল।

চন্দ্রমণি

শ্বেত বর্ণের পোখরাজকে চন্দ্রমণি বলা হয়। যে সব জাতকের জন্মপত্রিকায় চন্দ্র দুর্বল, ক্ষীণ, অশুভ হয়, তাদের পক্ষে চন্দ্রমণি ধারণে শুভ ফললাভ হয়। একটি আংটিতে মুক্তা ও চন্দ্রমণি লাগিয়ে ধারণ করলে, খুব তাড়াতাড়ি বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায়।

চন্দ্রমণি - লঙ্কা, নর্দমা, বৈতরনী প্রভৃতির তীরে এবং বিন্ধ্য ও হিমাচল উপকত্যাকায় পাওয়া যায়

চন্দ্রমণির প্রকার ভেদ

১। **শ্বেত সঙ্গ–** এটি শুভ। বেশ চটকদার, স্বচ্ছ। এতে কোনও দাগ থাকে না। লংকা ও রামেশ্বরম্ অঞ্চলে অধিকাংশ পাওয়া যায়। এতে রক্তদোষ, মানসিক চাঞ্চল্য, পুরুষত্বহীনতা, প্রস্রাবের রোগ প্রভৃতি দূর করে।

২। **নীল সঙ্গ–** এর ওপর নীল বর্ণের আভা দেখা যায়। এই রত্ন ধারণে দেহে বিষক্রিয়া হয় না।

৩। **গৌরী সঙ্গ**— এর মধ্যে গৈরিক বর্ণের গৌরীশঙ্কর মূর্তি দেখা যায়। হিমালয়ে খাদে এটি কখনও কখনও পাওয়া যায়। এর দ্বারা সর্বতোমুখী কল্যাণ, ধন-ধান্য বৃদ্ধি এবং ব্যাধিমুক্ত হওয়া যায়।

মুক্তা ধারণের যোগ্য ব্যক্তি

১। জন্ম পত্রিকায় চন্দ্র সূর্যের সঙ্গে থাকলে অথবা সূর্য প্রথম পাঁচটি রাশির আগে আগে থাকলে চন্দ্র ক্ষীণ হয়। এই অবস্থায় মুক্তা ধারণ আবশ্যক।

২। মিথুন লগ্নে ধন-ধান্যাধিপতি হয়ে জন্ম কুণ্ডলীর ৬ষ্ঠ স্থানে চন্দ্র থাকলে মুক্তা ধারণ কর্তব্য।

৩। চন্দ্র কেন্দ্রে হালকা থাকে। অতএব চন্দ্রকে সবল করতে মুক্তা ধারণ কর্তব্য।

৪। চন্দ্র ৫ম স্থানে থেকে ১১শ ভাবে, সপ্তমে থেকে দ্বিতীয় ভাবে, নবমে থেকে চতুর্থ ভাবে, দশমে থেকে পঞ্চম ভাবে ও একাদশে থেকে ষষ্ঠ ভাবে থাকলে সত্বর মুক্তা ধারণ কর্তব্য।

৫। যদি চন্দ্র ধনাধিপতি হয়ে সপ্তম ভাবে, চতুর্থ স্থানে থেকে নবম ভাবে, পঞ্চম স্থানে থেকে রাজ্য ভাবে, সপ্তমে থেকে দ্বাদশ ভাবে, নবম স্থানে থেকে দ্বিতীয় ভাবে, দশম স্থানে থেকে তৃতীয় ভাবে এবং একাদশে থেকে চতুর্থ ভাবে বলে থাকেন তাহলে তৎক্ষণাৎ মুক্তা ধারণ কর্তব্য।

৬। যদি চন্দ্র বৃশ্চিক রাশিস্থ হয়ে যে কোনও স্থানে স্থিত হয়, তাহলে মুক্তা ধারণ করতে হবে।

৭। চন্দ্র ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ ভাবে স্থিত হলে, অবশ্যই মুক্তা ধারণ করতে হবে।

৮। যদি রাহু, কেতু বা শনি এই তিন গ্রহের মধ্যে যে কোনও একটি গ্রহের সঙ্গে চন্দ্র স্থিত হলে মুক্তা ধারণ অবশ্য কর্তব্য।

৯। রাহু, কেতু, মঙ্গল বা শনি এই গ্রহগুলির মধ্যে যে কোনও একটি বা একাধিক গ্রহের সঙ্গে চন্দ্র দৃষ্ট হয়, তাহলে মুক্তা ধারন তৎক্ষণাৎ করতে হবে।

১০। যদি চন্দ্র আপন রাশি থেকে ষষ্ঠ বা অষ্টম ভাবে থাকে, তাহলে মুক্তা ধারণ কর্তব্য।

১১। চন্দ্র মধ্যে, বক্রী অথবা অস্তগত কিংবা রাহুর সঙ্গে গ্রহণযোগ সৃষ্টি করে, তাহলে মুক্তা ধারণ অবশ্যম্ভাবী।

১২। বিংশোত্তরী মতে যে জাতকের চন্দ্রের মহাদশা বা অন্তর্দশা চলছে, সেই জাতকের মুক্তা ধারণ কর্তব্য।

রোগের ওপর মুক্তার প্রভাব

১। পাথুরী রোগে মুক্তা ভস্ম মধুসহ সেবনে উপকার হয়।

২। প্রস্রাবে জ্বালা যন্ত্রণা দেখা দিলে মুক্তা ভস্ম কেওড়া জলসহ সেবনে আরোগ্য হয়।

৩। দেহে বেশী গরম উৎপন্ন হলে শুদ্ধ মুক্তা ধারণে উপকার হয়।

৪। অর্শরোগে ও গ্রন্থি-বেদনায় মুক্তা ভস্ম অত্যন্ত উপকারী।

৫। নারীদের উদর সংক্রান্ত কষ্ট বা ব্যাধিতে শ্রেষ্ঠ মুক্তা ধারণ অত্যন্ত উপকারী।

মুক্তা ধারণ বিধি

প্রথমে শ্রেষ্ঠ মুক্তা ক্রয় করে এনে বৃহস্পতিবার বা রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে প্রাতে দশটার মধ্যে চার রতি বা তার চেয়ে বেশী ওজনের মুক্তা রূপার আংটিতে লাগিয়ে ধারণ করতে হবে। অন্য ধাতু চলবে না। মুক্তাটি যেন দেহে স্পর্শ করে থাকে, এইভাবে আংটিতে বসাতে হবে।

এই আংটি বাঁ হাতের কনিষ্ঠা অঙ্গুলিতে ধারণ করতে হবে। তর্জনীতে ধারণ করাও চলে।

প্রাতে দশটার পর চন্দ্র যজ্ঞ করার নিয়ম, চার তোলা ও ৭ রতি রূপার পাতে চন্দ্রাসন তৈরী করতে হবে। তার ওপর মুক্তা রেখে বা মুক্তা বাঁধানো আংটি রেখে ষোড়শোপচারে আংটি ও চন্দ্রাসনের পূজা করে চন্দ্র মন্ত্রে অভিষিক্ত করতে হবে।

চন্দ্র মন্ত্র

ওঁ ইমন্দ্রেবা অসপত্নধুং সুবধ্বম্মহতে ক্ষত্রায় মহতে জ্যৈষ্ঠায় মহতে জ্ঞান রাজ্যায়েন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায়। ইমমনুষ্য পুত্রমমুষ্যৈ পুত্রমষ্যৈ পুত্রমষ্যৈ বিবশহ এষবো নীরাজাসামা স্মাকং ব্রাহ্মণানাধুং রাজা।"

এরপর নিম্নমন্ত্রে ঘৃত, গুগ্গুল, তিল দ্বারা হোম করবে।

মন্ত্র– "ওঁ সৌঃ সোমায় নমঃ।"

এরপর মুক্তায় ও চন্দ্রমন্ত্রে চন্দ্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে। পূর্ণাহুতির পর অভিষিক্ত আংটি ধারণ করবে এবং চন্দ্রাসন বা যন্ত্রটি ও একটি মুক্তা ব্রাহ্মণকে দান করবে। সেই সঙ্গে চাউল (আতপ), শ্বেত বস্ত্র, চিনি, দধি, রূপা, শঙ্খ, শ্বেত পুষ্প, ঘৃত এবং কর্পূর দান করবে।

চন্দ্র মন্ত্র

চন্দ্র মন্ত্র– চতুরস্রং নিশাকরে।

জপ মন্ত্র– ওঁ শ্রীং শ্রীং শ্রূং সঃ সোমায় স্বাহা।

জপ সংখ্যা– ১১,০০০ (এগারো হাজার) বার।

বিশেষ দ্রষ্টব্য– প্রাণ প্রতিষ্ঠা মন্ত্রাদি সূর্য যন্ত্রের ন্যায়

বিধি– পাঁচ তোলা রূপার পাতে চন্দ্র যন্ত্র খোদাই করতে হবে। ৭ দিন পর্যন্ত যন্ত্রের ষোড়শোপচারে পূজা করবে এবং অষ্টম দিনে উপযুক্ত ব্রাহ্মণকে দান করতে হবে। এই প্রয়োগ দ্বারা লক্ষ্মী স্থায়ী হয়, দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য হয়।

মুক্তার ওজন

১। ৪ রতি ওজনের মুক্তা ধারণ শ্রেষ্ঠ ও শীঘ্র ফলদায়ক।

২। মুক্তা ধারণের দিন থেকে ২ বছর ১ মাস ২৭ দিন পর্যন্ত প্রভাবশালী থাকে। তারপর এর শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য উপরোক্ত সময়ের পরে অন্য একটি মুক্তা ধারণ করতে হবে।

গ্রহ প্রকরণ

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ভবিষ্যৎ জীবন, জীবনের মহত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ এবং ঘাত-প্রতিঘাত জানবার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকেন। এই ভবিষ্যৎ প্রথম থেকেই জেনে নেবার জন্য ভারতীয় ঋষিগণ কিছু সিদ্ধান্ত নির্ণয় করে গেছেন, যার মধ্যে জ্যোতিষ শাস্ত্র মুখ্য। সামুদিক এবং জ্যোতিষ মানবের, প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি। যাকে আর্য ঋষিগণ সভ্যতার প্রথম শুরুতেই প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

ভারতীয় জ্যোতিষ পদ্ধতি অনুযায়ী সাতটি প্রধান গ্রহের নাম দেখা যায়। এ সব গ্রহগুলি সর্বদা আমাদের জীবনকে পরিচালিত করছে। কখন এরা নিয়ে যাচ্ছে সোজা পথে, আবার কখনও নিয়ে যাচ্ছে বাঁকা পথে।

এই গ্রহগুলি হলো (১) সূর্য (২) চন্দ্র (৩) মঙ্গল (৪) বুধ (৫) বৃহস্পতি (৬) শুক্র এবং (৭) শনি।

রাহু এবং কেতু এই দুটি হলো ছায়াগ্রহ। এদেরও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব আমাদের জীবনে দেখা যায়। এই গ্রহগুলির অতিরিক্ত কয়েকটি গ্রহের কথা পাশ্চাত্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলি হলো–(১) হর্সেল (২) প্লুটো এবং (৩) নেপচুন। এই তিনটি গ্রহ নতুন আবিষ্কৃত। তবে এই তিনটি গ্রহের গতি এতো মন্থর যে, মানব জীবনে এদের প্রভাব স্পষ্টতঃ দেখা যায় না। প্রধানতঃ নয়টি গ্রহ এবং এদের মধ্যে প্রথম সাতটি গ্রহ মানব জীবনের বাহ্য ও আন্তরিক ব্যক্তিত্বকে পরিচালনা করে থাকে। সংক্ষেপে গ্রহের রূপ এবং তাদের প্রতীক নিম্নে দেওয়া হলো–

বাহ্য ব্যক্তিত রূপ	গ্রহ	প্রভাব
প্রথম রূপ	বৃহস্পতি	শরীর, ধর্ম, কানুন, সৌন্দর্য, প্রেম, শক্তি, আদির রূপে।
দ্বিতীয় রূপ	মঙ্গল	ইন্দ্রিয় জ্ঞান, আনন্দ, ইচ্ছা, সাহস, দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস প্রভৃতি রূপে।
তৃতীয় রূপ	চন্দ্র	শারীরিক, মস্তিষ্ক-এর পরিবর্তন, সংবেদন-ভাবনা, কল্পনা, লাভেচ্ছা প্রভৃতি প্রতীক রূপে।

আন্তরিক ব্যক্তিত্ব

প্রথম রূপ	শুক্র	নিঃস্বার্থ প্রেম, ভ্রাতৃত্ব-স্নেহ, স্বচ্ছতা, কার্যক্ষমতা, পরখ, বুদ্ধি প্রভৃতির প্রতীক রূপে।
দ্বিতীয় রূপ	বুধ	আধ্যাত্মিক শক্তি, নির্ণয়, বুদ্ধি, স্মরণশক্তি, সূক্ষ্ম কলা প্রেম, তর্ক, খণ্ডন-মণ্ডন প্রভৃতির প্রতীক রূপে।
তৃতীয় রূপ	সূর্য	দেবত্ব, সদাচার, ইচ্ছাশক্তি, প্রভুতা, ঐশ্বর্য, মহত্ত্বাকাঙ্ক্ষা, আত্মবিশ্বাস, সহৃদয়তা প্রভৃতি প্রতীক রূপে।
অন্তঃকরণ	শনি	তাত্ত্বিক জ্ঞান, নায়কত্ব, মননশীলতা, ধৈর্য, দৃঢ়তা, গম্ভীরতা, সতর্কতা, কার্যক্ষমতা প্রভৃতি প্রতীক রূপে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি দেখে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মানব জীবনের বিভিন্ন অবয়বগুলির প্রতীক সৌরমণ্ডলের সাতটি গ্রহ। যাদের প্রভাবে মানব জীবন পরিচালিত হয়।

এছাড়া সূর্য হলো আত্মা, চন্দ্র-মন, মঙ্গল-ধৈর্য, বুধ-বাণী, বৃহস্পতি-জ্ঞান, শুক্র-বীর্য ও শনি-সংবেদনার প্রতিনিধিত্ব করেন।

নবগ্রহের মধ্যে প্রত্যেক গ্রহ সংসারের সমুদয় বস্তু, পাণী এবং পরিস্থিতির কোন না কোনও অংশ আপন আপন প্রভাবের মধ্যে রাখে। অতএব বলা যায়, প্রত্যেক গ্রহ কোনও না কোনও বিশেষ গুণ বা দোষের প্রতিনিধিত্ব করে। পাঠকদের জানার জন্য প্রত্যেক গ্রহ কোন্ কোন্ বস্তু ও স্থিতি সমূহের কারক তার আলোচনা করা হলো।

সূর্য– পিতা, প্রতাপ বা তেজ, আরোগ্য, মানসিক শুদ্ধতা, রুচি, জ্ঞান, আত্মশক্তি, হৃদয়, পৃষ্ঠদেশ, নাড়িসমূহ, রাজ-কৃপা, ঈশ্বরবিশ্বাস, অস্থিসমূহ,

দক্ষিণ চক্ষু, আচার-ব্যবহার, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সুখ, বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয় কার্য, ব্যবস্থাপনা, ইঞ্জিনিয়ারিং, বৃদ্ধত্ব, ন্যায় সম্পর্কিত কার্য, রত্নাদি ব্যবসায়, ঔষধ, ফটোগ্রাফী, উলের কাপড়ের ব্যবসা, রাজদূতাবাস, জুয়াদি কার্য।

চন্দ্র– মাতা, মন, যশ, পুষ্টতা, বুদ্ধি, রাজ-কৃপা, সম্পত্তি, মাতৃচিন্তা, কবিত্র বা কাব্যরচনা, নিদ্রা, কীর্তি, কলাপ্রেম, ব্যাধি, ঔষধ, তরি-তরকারী, ভাড়া ব্যবসা, সূচীশিল্প, জল, লবণ, কাঁচের ব্যবসা, রেলওয়ে, জাহাজ, ডেয়ারী, রক্ত, বামচক্ষু, ফুসফুস, বক্ষ, স্মরণশক্তি, আবেগ, চিন্তা-ভাবনা, শ্বেতবর্ণ, রূপা, মুক্তা প্রভৃতি।

মঙ্গল– বীরতা, ধৈর্য, সাহস, যুদ্ধ, লুণ্ঠন, রক্ত সংক্রান্ত রোগাদি, প্রদোষ, গর্ভ, প্রদর, রজ, পিত্ত বায়ু, কর্ণরোগ, বিসুচিকা, চুলকানি, ছোট ভাই, রক্ষা বিভাগ, বক্ষ, মস্তক, অণ্ডকোষ, চৌর্য, চাতুরী, হাড়ের ব্যাধি, মজ্জা, ডাকাতি, পুলিশ বিভাগ, সৈন্য বিভাগ, স্বদেশ প্রেম, রক্ষা কার্য ইত্যাদি।

বুধ– পরীক্ষা (লিখিত, মৌখিক), বিদ্যার্থী, পেটের রোগ, বায়ু রোগ, কৃমি, অগ্নি-মান্দ্য, ভূতাবেশ, ভূত-প্রেত চিন্তা, আলস্য, মাথার যন্ত্রণা, পাগলামি, মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় রোগ, ব্যর্থ অভিমান, কল্পনাশক্তি, স্মরণশক্তি হীনতা, কর্কশ স্বর, শ্বাস রোগ, হাঁপানী, কফাধিক্য, তোতলামি, গন্ধবিচার, ডাক্তারি বিভাগ, শেয়ার বাজার, ব্যাঙ্ক, বীমা, বাণিজ্যিক কর্মাদি, কোম্পানী পরিচালনা, ফার্মিং ব্যবসা, গণিত, মাতৃভাষা, শ্বাসনালী, মায়া, বুদ্ধি চেতনা, খেলাধূলা, নপুংসকতা, মানসিক বিজ্ঞান, বক্তৃতা কলাবিদ্যা, টাইপিষ্ট, জ্যোতিষ শাস্ত্র, হস্তরেখা বিচার, হিসাব কার্য ইত্যাদি।

বৃহস্পতি– মাঙ্গলিক কার্য, ধর্মানুষ্ঠান, তীর্থ পর্যটন, শিক্ষা, বেদ পাঠ, শাস্ত্রচর্চা, স্বর্ণ, ধান্য, সন্তান, চিন্তা-ভাবনা, জ্ঞান, বিত্ত, দেহ কান্তি, শোক, বাত, পূজা ও যজ্ঞাদি, বন্ধু, সুখ, তন্ত্র-মন্ত্র, গজ, অশ্ব, জীবিকা, আয়-উপার্জন, সিংহাসন, বাকপটুতা, ব্যাখ্যাতা, লেখক, প্রকাশক, কাব্য, রাজকৃপা, মহত্ত্বপূর্ণ পদ, গেজেটেড় অধিকার, মন্ত্রিত্ব, অধ্যাপক, স্মৃতি, উন্নতি, ভক্তি, মোহ, সম্মান, ভাগ্য, কীর্তি, বিধান সভা, লোক সভার সদস্যতা, ওকালতী, বিচারক, ডান পা, ডান কান, সর্ব সুখ, রাজ অধিকার, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ক্ষমতা, বিপদে ধৈর্যশীলতা, সহায়তা করা, বিবেক, নির্ভীকতা, সাধারণ পোষাক-পরিচ্ছেদ প্রভৃতি।

শুক্র– বস্ত্র, রত্নালঙ্কার, অর্থ, সুগন্ধিত দ্রব্য, পুষ্প, আতর, সঙ্গীত, কাব্য, কবি, কোমলতা, যৌবন, বৈভব, সাহিত্য চর্চা, বশীকরণ, ইষ্টসিদ্ধি,

প্রেম কলা, মধুর ভাষা, গান-বাজনা, আসবাবপত্র, স্ত্রী, প্রেমিকা, প্রেমিক, যান-বাহন, দানকার্য, হাসি-ঠাট্টা, সৌন্দর্য, খেলা-ধূলা, নৃত্যকলা, কামবাসনা, বীর্য, নারী-সম্ভোগ, শয্যাস্থান, বিবাহ, ইন্দ্রজাল, চক্ষু, রক্ত, কফ, বাত, স্ত্রী-সুখ, যৌনরোগ, প্রমেহ, মেদবৃদ্ধি, বীর্যবিকার, অংশীদারী, জল, নার্স প্রশিক্ষণ, পুরাতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব অধ্যাপক, পদ, স্বতন্ত্র ব্যবসা, প্রাচীন সংস্কৃতি অভিমান, পশুপালন, স্টেশনারী, কাপড়ের ব্যবসা, প্রসাধন সামগ্রী, সাট্টা, জুয়া, ফিল্মব্যবসায়, রেস, মাদক দ্রব্য, স্ত্রীলোক হইতে লাভ, মিষ্টান্ন, দাস-দাসী, ব্যভিচার, মদ্য ব্যবসায়, দেহস্থ ধমনী সম্বন্ধিত রোগ, অন্ত্রাশয়, টনসিল, স্ত্রীরোগ, পেটের রোগ, মাসিক ধর্ম, কন্যা সন্তান প্রভৃতি।

শনি– শীতলতা, নপুংসকত্ব, প্রস্তর ব্যবসায়, নীচ কার্য, পরিশ্রমী, বাত রোগ, ভগন্দর, গেঁটে বাত, স্নায়ু রোগ, অন্ধকার, ক্লান্তি, স্বতন্ত্রতা, স্বামী-স্ত্রীর মতানৈক্য, মতভেদ, দুষ্টবুদ্ধি বধ, ঠগ, পকেটমার,ধীরগতি, দীর্ঘ প্রভাব, নিম্নশ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিত্রতা, সমাজ কল্যাণ বিভাগ, কর্কশ কথা, সাধুত্ব, সন্ন্যাসী, যোগী, দার্শনিক, লোহার ব্যবসায়, তিলাদির ব্যবসায়, মেসিনারী কার্য, মেসিনারী যন্ত্রাংশের ব্যবসা, পেট্রোল, চামড়া প্রভৃতির ব্যবসাদি।

রাহু– অনিদ্রা, তর্কশক্তি, তার্কিক স্বভাব, ছিদ্রান্বেষণ, স্থানিক সায়ত্ব সংস্থা সমূহ। মিউনিসিপ্যালিটি, জিলা পরিষদ, বিধান সভা, লোক সভা, কমিশন এজেন্ট, বিজ্ঞাপন, রবার, গাঁজা, সিদ্ধি, আফিম, উন্মাদ অবস্থা, হিষ্টীরিয়া, ম্যাসমেরিজম, সার্কাস, উচ্ছৃঙ্খলতা, ভ্রম, ভূত বাধা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্থিতি, প্রচার বিভাগ, জ্যেষ্ঠদের গুণ কীর্তন, আকস্মিকতা, বিলক্ষণতা, অস্পষ্ট ব্যবহার, বিশ্ব বন্ধুত্ব, আধ্যাত্মিক উন্নতি, তাস, ক্যারাম প্রভৃতি খেলা ইত্যাদি।

কেতু– চর্মরোগ, ক্ষুধা, পিশাচ-বাধ, তরঙ্গ, সমুদ্র জীবন, কঠিন কার্য, নিচ ও নিম্নস্তরের কার্য, শোলা বাত, অব্যবহার, কৃশতা দুষ্টতা, পাপ, বলাৎকার ইত্যাদি।

উপরে প্রধান গ্রহগুলি এবং তাদের কারকত্ব বিচার করে বলা হলো। এই সব কারকত্ব জন্য প্রতিনিধি গ্রহও থাকে। সেজন্য জন্মপত্রিকায় যে গ্রহ দুর্বল, নীচ রাশিতে স্থিত বা দুষ্ট স্থানে হয়, তাহলে তৎসম্পর্কীয় পদার্থের উপর কম-বেশী প্রভাব বিস্তার করে। আবার গ্রহ শুভ বা বলবান হলে তার কারকত্বও হয় শুভ।

গ্রহ এবং রত্ন প্রকরণ

মানব জীবন প্রতি পল ও বিপলে গ্রহদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সমস্ত গ্রহ সৌরমণ্ডলে নিরন্তর আপন আপন কক্ষে ঘুরতে ঘুরতে একটা নির্দিষ্ট সময়ে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে আসে।

প্রত্যেক গ্রহেরই নিজস্ব কিরণ বা রশ্মি আছে। পৃথিবীর চারদিকে ঘোরার সময় কম বেশী ভাবে গ্রহগুলির রশ্মি পৃথিবীর ওপর পতিত হয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়– গ্রীষ্মকালে সূর্য ঠিক আমাদের মাথার ওপরে থাকে। সেজন্য তার কিরণও সোজা পৃথিবীর ওপর পতিত হয়। এই সোজাভাবে পতিত কিরণ পৃথিবীর প্রাণীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। মানুষ গরমে আকুল হয় ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আবার বর্ষাকালে যখন সূর্য তেরছা ভাবে কিরণ বিকিরণ করে, তখন পৃথিবীতে তার কিরণ সোজাভাবে না পড়ে তেরছা ভাবেই পড়ে। ফলস্বরূপ সূর্য কিরণের তীব্রতাও প্রাণীদের ওপর কম পড়ে।

এইভাবেই প্রতিটি গ্রহ তাদের নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে তাদের কিরণ ফেলে পৃথিবীর ওপর। যে গ্রহ ঠিক সোজা উঁচুতে থাকে তার কিরণও মানুষের ওপর সোজা পড়ে। আবার যে গ্রহ তেরছা ভাবে থাকে, তার কিরণও তেরছা ভাবে পৃথিবীর ওপর পড়ে।

যখন সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে প্রথম পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে, তখন সে থাকে নির্বিকার অর্থাৎ সমস্ত কিরণমুক্ত। কিন্তু মাটিতে পতিত হলেই অর্থাৎ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করলেই সেই সময় সমস্ত গ্রহের রশ্মি তার দেহের উপর পতিত হয়। সেই যে গ্রহের রশ্মি ঘনীভূত থাকে, সেই গ্রহের প্রভাব সন্তানের ওপর সর্বাধিক রূপে পতিত হয়। যে সব গ্রহের রশ্মি সেই সময় হাল্‌কাভাবে থাকে, সেই সব গ্রহের প্রভাব সেই সদ্যোজাত শিশুর ওপর কম পড়ে। এইভাবে সর্ব প্রথম যে গ্রহের রশ্মি বালকের ওপর তীব্রভাবে পড়ে, সেই গ্রহের প্রভাব শিশুর সারা জীবন থাকে।

জন্মকুণ্ডলী বিচার করেই দেখতে পাওয়া যায় শিশুর ভুমিষ্ঠ হবার সময় তাৎকালিক কোন্ গ্রহের প্রভাব বেশী বা কম ছিল। কোন্ গ্রহ সেই সময় কোন্ স্থানে ছিল। তাদের কোন্ কোন্ গ্রহের রশ্মি কতটা প্রভাব শিশুর ওপর পড়েছে।

যেমন শারীরিক সুস্থতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন– খাদ্য, জল, লবণ, ভিটামিন প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। সেইরকম মানুষের শ্রেষ্ঠতা, এবং

সাফল্যের জন্যও প্রয়োজন হয় তার জীবনে গ্রহগুলির শুভদৃষ্টি ও শুভস্থানে থাকার।

শ্রেষ্ঠ জীবনের জন্য প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন শারীরিক সুস্থতা, ভাগ্যের প্রবল সহায়তা, সন্তান ও পত্নীর পূর্ণ সুখ, আয়-উপার্জন। যাতে গ্রহের অনুকূলতার একান্ত প্রয়োজন।

নিজের শরীর স্বাস্থ্য, পুত্র, পত্নী, বিলাসময় জীবন, উপার্জন, ভাগ্যোদয় প্রভৃতির পৃথক পৃথক কারক গ্রহ আছে। এই সমস্ত গ্রহের উচিত অনুপাতে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতার জন্য পয়োজন হয়। এই সব গ্রহের মধ্যে একটি গ্রহেরও দুর্বলতা মানব জীবনকে অসফলতায় ভরিয়ে তোলে।

এই অবস্থা হলে সেই দুর্বল গ্রহকে সবল করার জন্য সেই গ্রহ সম্বন্ধিত ধাতু, রত্ন ও মূলাদি ধারণ করতে হয় কিংবা তার জন্য শাস্ত্রোল্লিখিত ক্রিয়া কর্ম করতে হয়।

পাঠকদের অবগতির জন্য নিচে গ্রহ এবং তাদের সম্বন্ধিত ধাতু, রত্ন ও মূলাদির বিবরণ দেওয়া হলো–

ক্রমিক	গ্রহ	ধাতু	রত্ন	মূল সংখ্যা
১	সূর্য	স্বর্ণ বা তাম্র	মাণিক্য	বিল্বমূল
২	চন্দ্র	রৌপ্য বা শঙ্খ	মোতি (মুক্তা)	ক্ষীরিকা মূল
৩	মঙ্গল	স্বর্ণ বা প্রবাল	মুঁগা	অনন্ত মূল
৪	বুধ	স্বর্ণ, কাঁসা	পান্না	বৃদ্ধদারক মূল
৫	বৃহস্পতি	রৌপ্য বা মুক্তা	পোখরাজ	ব্রহ্মযষ্টির মূল
৬	শুক্র	রৌপ্য	হীরা	রামবাসকের মূল
৭	শনি	লোহা, সীসা	নীলা	শ্বেত বেড়েলা মূল
৮	রাহু	পঞ্চধাতু (সোনা, রূপা, তামা, সীসা, লোহা)	গোমেদ	শ্বেত চন্দন মূল
৯	কেতু	পঞ্চধাতু	বৈদুর্য (ক্যাটস্ আই)	অশ্বগন্ধার মূল

পঞ্চধাতু– পঞ্চধাতু অর্থে–স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য (মতান্তরে সলী) ও লৌহ। এই পাঁচটি ধাতু সমান ভাগে নিয়ে আংটি তৈরী করতে হয় এবং ধারণ করতে হয়। এবার সমস্ত গ্রহ রত্নের সংস্কৃত নাম ইংরাজী নাম ও ফারসী নাম দেওয়া হলো–

ক্রমিক	রত্ন	সংস্কৃত নাম	ইংরাজী নাম	ফারসী নাম সংখ্যা
১	মাণিক	পদ্মরাগ	রুবী(Ruby)	ইয়াকুত
২	মুক্তা	মৌক্তিক	পার্ল (Perl)	মোতিয়া
৩	মুঁগা	বিদ্রুমমণি	কোর‍্যাল (Coral)	মির্‌জান্
৪	পান্না	মরকত	এমারেল্‌ড (Emerald)	মমুরন্
৫	পোখরাজ	পুষ্পরাগ	টোপে (Topay)	জর্দ ইয়াকুত্
৬	হীরা	বজ্রমণি	ডায়মণ্ড (Diamond)	অলিমাস্
৭	নীলা	ইন্দ্রনীল	সে ফায়ার টারগুয়্যগ (Sapphire Turguese)	নীলাবিল্
৮	গোমেদ	গোমেদক	জিরকন্ (Zircon)	মেদক্
৯	বৈদুর্য হলসনিয়া	বৈদুর্য	ক্যাটস্ আই (Cat's Eye)	বৈদুর্য

জ্যোতিষ শাস্ত্র লিখিত বারোটি রাশি এবং তাদের প্রভাবিত রত্ন

ক্রমিক সংখ্যা	রাশি	সম্বন্ধিত রত্ন ও উপরত্ন
১	মেষ	ত্রিকোণ প্রবাল
২	বৃষ	হীরা বা ষট্‌কোণ পান্না
৩	মিথুন	পঞ্চকোণ পান্না বা মুক্তা
৪	কর্কট	গোলাকৃতি মুক্তা বা নীলা
৫	সিংহ	গোলাকৃতি মাণিক
৬	কন্যা	পান্না
৭	তুলা	শ্বেত পোখরাজ
৮	বৃশ্চিক	প্রবাল
৯	ধনু	হল্‌দে পোখরাজ
১০	মকর	নীলা
১১	কুম্ভ	বৈদুর্য (ফিরোজা)
১২	মীন	গোমেদ

এমন অনেক লোক দেখা যায়, যাদের জন্ম তারিখ এবং সময় জানে না। শুধুমাত্র মাস মনে আছে। তাদের ইংরেজী মাস সম্বন্ধিত রত্ন ধারণ করতে হয় তাদের একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো–

ক্রমিক সংখ্যা	ইংরেজী মাস	রত্নের নাম
১	জানুয়ারী	মুঁগা
২	ফেব্রুয়ারী	এমিথিস্ট (পান্না)
৩	মার্চ	একোয়ারিণ্
৪	এপ্রিল	হীরা
৫	মে	পান্না (এমিথিস্ট)
৬	জুন	সুলেমান
৭	জুলাই	মাণিক্য
৮	আগস্ট	গোমেদ
৯	সেপ্টেম্বর	নীলা
১০	অক্টোবর	চন্দ্রকান্ত মণি
১১	নভেম্বর	পোখরাজ
১২	ডিসেম্বর	বৈদুর্য মণি

উপরোক্ত রত্নগুলি গ্রহসম্বন্ধিত ধাতুর সঙ্গে ব্যবহার করলে বেশী প্রভাবশালী হয়। আংটিতে রত্ন বসাতে হলে নিচের দিকটাতে গর্ত রাখবেন। তাতে রত্ন এমন ভাবে সেট করতে হবে যাতে রত্ন দেহস্পর্শ করে থাকে। তাহলেই রত্নের স্থায়ী প্রভাব পড়বে দেহে।

রত্নের দোষ এবং গুণ

মাণিক (Ruby)

সাধারণতঃ মাণিক কয়েক প্রকার বর্ণের পাওয়া যায়। যেমন–লাল, রক্ত পদ্মের ন্যায়, হরিদ্রাভ ইত্যাদি। কাবুল, লঙ্কা ছাড়াও ভারতে গঙ্গা নদীর তীরে এই রত্ন পাওয়া যায়। বিন্ধ্যাচল এবং হিমাচল অঞ্চলেও এই রত্নখনিতে কিছু কিছু পাওয়া যায়।

মাণিকের গুণ– প্রধানতঃ মাণিকে পাঁচটি গুণ দেখা যায়। এই রত্ন স্নিগ্ধ, কান্তিযুক্ত, স্বচ্ছ জলের ন্যায়, ধার যুক্ত এবং উজ্বল। হাতে পরলে কিছু ভারী বোধ হয়। দেহে সামান্য গরম অনুভূত হয়।

পরীক্ষা– মাণিক পরীক্ষার জন্য চারটি বিধি আছে। যেমন–

১। এই রত্ন গরুর দুধে দিলে গোলাপী দুধ বর্ণ দেখায়।

২। রূপার পাত্রে রেখে সূর্যের আলোয় ধরলে রূপার পাত্রটিও রক্তবর্ণ ধারণ করে।

৩। কাঁচের পাত্রে রাখলে কাচের ভেতর থেকে অল্প অল্প রক্তিম কিরণ বেরুতে থাকে।

৪। পদ্মের কুঁড়িতে রাখলে পদ্ম তাড়াতাড়ি প্রস্ফুটিত হয়।

মাণিকে দোষ– দোষযুক্ত মাণিক প্রভাবশালী হয় না। উপরন্তু দোষযুক্ত মাণিক ধারণ করলে বিপরীত ফল দান করে। মাণিকের মুখ্যতঃ এগারো প্রকার দোষ দেখা যায়।

১। **শূন্য–** যে মাণিকে উজ্জ্বলতা নেই, তাকে শূন্য মাণিক বলা হয়। এই মাণিক ধারণে ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ বা ভ্রাতৃকলহ হয়।

২। **দূষক–** যার বর্ণ দুধের মতো সাদা, তাকে দূষক মাণিক বলা হয়। এই মাণিক ধারণে গ্রহপালিত পশু নাশ পায় এবং চিত্ত-চাঞ্চল্য দেখা দেয়।

৩। **জালক–** যে মাণিকে জাল চিহ্ন দৃষ্ট হয়, আড়ে বা লম্বায় রেখা থাকে তাকে জালক মণি বলা হয়। এই মাণিক ধারণে গৃহ কলহ প্রভৃতি আবহাওয়াব সৃষ্টি হয়।

৪। **দ্বিবর্ণ–** যে মাণিকে দু'রকম বর্ণ দেখা দেয়, তাকে দ্বিবর্ণ মাণিক বলা হয়। এই মাণিক ধারণে পিতা কষ্ট পায়।

৫। **ধূম্রবর্ণ–** যে মাণিকের বর্ণ ধূঁয়ার মতো, তাকে ধূম্রবর্ণ বলা হয়। এই মাণিক ধারণে দৈব প্রকোপ পড়ে ধারণকারী ওপরে।

৬। **চীরিত–** যে মাণিকে ক্রশ দেখা যায় বা চেরা দাগ দেখা যায়, তাকে চীরিত মাণিক বলা হয়। এই মাণিক ধারণে দেহে অস্ত্রাঘাত হয়।

৭। **মলিন–** মলিন-মলিন বর্ণ মাণিক অশুভ। এটি ধারণে উদরবিকার রোগ হয়।

৮। **ত্রিশূল–** যে মাণিকে ত্রিশূল, ত্রিকোণ বা ত্রিশূলের মতো কোনও চিহ্ন থাকে তাকে ত্রিশূল বলা হয়। এটি ধারণে সন্তান উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করে।

৯। **শ্বেত–** শ্বেতবর্ণ বা কালিমাযুক্ত মাণিক ধারণে ধনহানি ও কীর্তিনাশ হয়।

১৯। **গর্ত–** যে মাণিকে গর্ত থাকে, এই রকম মাণিক ধারণে দেহে নানাপ্রকার রোগ দেখা দেয়।

১১। যে মাণিকে উপরোক্ত দোষগুলির মধ্যে একাধিক দোষ থাকে, সেই মাণিক ধারণ করলে মৃত্যুকারক হয়। যে কোনও সময় অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে যায় ধারণকারীর জীবনে।

মাণিক ধারণ করার পূর্বে পূর্বোল্লিখিত গুণযুক্ত মাণিক পরীক্ষা করে ধারণ করলে আশাতীত ফল পাওয়া যায়।

মাণিকের মণি

মাণিকের মণিকে সাধারণ ভাষায় লালড়ী বলা হয়। যারা মাণিক কিনতে অসমর্থ তাঁরা লালড়ী ধারন করবেন। ফারসী ভাষায় একে বলা হয় লাল। এর দাম সস্তা। এর সংখ্যা হলো দশ প্রকার।

১। গেরুয়া বর্ণ
২। সিন্দুর বর্ণ
৩। লাল করবী ফুলের বর্ণ
৪। চৈত্র মাসে ফোটা গোলাপের মতো
৫। ডালিম ফুলের বর্ণ
৬। ঈষৎ লাল আভা যুক্ত
৭। নির্মল রক্তের বর্ণ
৮। জমাট বাঁধা রক্তের মতো
৯। লাল মুক্তার মতো
১০। গোলাপী বর্ণ

পরীক্ষা– শ্রেষ্ঠ সুর্যমণি মাণিক বা লালড়ীকে দুপুরের সময় পরিষ্কার তুলায় রেখে সূর্যের আলোয় ধরলে কিছুক্ষণ পরে তুলায় আগুন ধরে যাবে।

গুণ– এতে দশটি গুণ বর্তমান–

১। হাতে রাখলে গরম বোধ হয়।
২। স্বচ্ছ জলের মতো হয়।
৩। জলে রাখলে রক্তিম কিরণ দেখা যায়।
৪। দেখতে বেশ সুন্দর হয়।
৫। দুধে রাখলে দুধ লাল দেখায়।
৬। এতে উজ্বলতা বর্তমান থাকে।
৭। হাতে নিলে কিছু ভারী বোধ হয়।
৮। এর বর্ণ বেশ শুদ্ধ হয়।
৯। এই রত্ন শীঘ্র ফল দান করে।
১০।এটি বেশ চকচকে হয়।

প্রভাব– তএই রত্ন শীঘ্রই ফল দান করে। এই রত্ন ধারণে দারিদ্র্য নাশ হয়। ধন-ধান্যে ভাণ্ডার পূর্ণ থাকে। মনে ধার্মিক ভাব দেখা যায়, তীর্থযাত্রায় বাসনা জাগে। গৃহে ভূত বাধা প্রভৃতি দেখা দিলে, এই রত্ন ধারণে সমস্ত দোষ নষ্ট হয়। দেহে রোগ-ব্যাধি থাকে না। জন্মপত্রিকায় যদি সূর্য দুর্বল বা দুষ্টস্থান প্রভৃতিতে থাকে, এই রত্ন ধারণে সূর্য বলবান হয়।

দোষ– শ্রেষ্ঠ মাণিক ধারণ করলে যেমন উপকার হয়, সেই রকম দোষযুক্ত মাণিক বা লালড়ি ধারণ করলে অপকার হয়। এর আগে মাণিকের দোষ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, এখানে লালড়ির দোষগুলির কথা বলা হচ্ছে। লালড়িতে ১২টি দোষ দেখা যায়। যেমন–

১। যাতে সোজা কোনও রেখা থাকে, এরকম মণি ধারণ করলে দেহে অস্ত্রাঘাত হয়।

২। যদি ছোট রেখা থাকে, সেই মণি ধারণে স্ত্রীর মৃত্যু হয়।
৩। যদি ছোট ছোট কালো দাগ থাকে, সেই মণি ধারণে অর্থ নাশ হয়।
৪। যদি দু'টি রঙ্‌যুক্ত হয়, তাহলে সেই মণি ধারণে সমাজে শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।
৫। যাতে জাল চিহ্ন থাকে, সেই মণি ধারণে হানি হয়।
৬। যদি গর্ত থাকে, সেই মণি ধারণে গ্রহপালিত পশু নাশ হয়।
৭। যে মণিতে আড়াআড়ি সোজা সরলরেখা থাকে, সেই মণি ধারণে হৃদরোগ হয়।
৮। বিন্দুযুক্ত মণি বা যাতে সাদা বিন্দু থাকে, সেই মণি ধারণে রোগ বৃদ্ধি পায়।
৯। যাতে কালো বিন্দু থাকে, সেই মণি ধারণে রোগ বৃদ্ধি পায়।
১০। মধুর মতো বিন্দু যুক্ত মণি ভ্রাতার মৃত্যুদায়ক।
১১। হালকা হালকা লাল ছিটে থাকলে সন্তান বাধা উৎপন্ন হয়।
১২। মণি ধোঁয়ার ন্যায় বা অস্পষ্ট হলে দুঃখদায়ক ও মৃত্যুকারক হয়।

মাণিক কার পক্ষে ধারণীয়

মাণিক মুখ্যতঃ সূর্যের রত্ন। সূর্যকে কালপুরুষের আত্মা বলা হয়। সূর্য পুরুষ গ্রহ। তাম্র বর্ণের ন্যায় দেদীপ্যমান। পূর্বদিকের অধিপতি এবং পাপগ্রহ। যদি জন্মপত্রিকায় সূর্যের অবস্থিতি ঠিক না থাকে, তাহলে মাণিক ধারণ করতে হয়।

নিজের জন্মপত্রিকায় সূর্যের স্থিতি যদি নিম্নপ্রকার হয়, তাহলে মাণিক ধারণ করা কর্তব্য।

১। যদি লগ্নে সূর্য থাকে, কারণ লগ্নস্থ সূর্য সন্তান বাধা, অল্প সন্তান এবং স্ত্রীর জন্য কষ্টদায়ক। এদের মাণিক ধারণ করা কর্তব্য।
২। ধন স্থান বা দ্বিতীয় স্থানে সূর্য থাকলে অর্থপ্রাপ্তিতে বাধা আসে, চাকুরীস্থলে নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্ন দেখা দেয়। এই স্থিতিতে মাণিক ধারণ কর্তব্য।
৩। যদি জন্মপত্রিকায় সূর্য তৃতীয় স্থানে থাকে, তাহলে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হয়। এই অবস্থায় মাণিক ধারণ কর্তব্য।
৪। চতুর্থ স্থানে স্থিত সূর্য আয়-উপার্জনে বাধা সৃষ্টি করে। বার বার জীবনে বাধা আসে। এই ক্ষেত্রে মাণিক ধারণ কর্তব্য।

৫। যদি সূর্য ভাগ্যাধিপতি, ধনাধিপতি বা রাজ্যাধিপতি হয়ে ৬ষ্ঠ বা ৮ম স্থানে থাকে, তাহলে মাণিক ধারণ কর্তব্য।

৬। যদি সূর্য অষ্টম বা ষষ্ঠ স্থানে থেকে পঞ্চম বা নবম ভাবে পড়ে, তাহলে অবশ্যই মাণিক ধারণ কর্তব্য।

৭। সূর্য সপ্তম ভাবে থাকলে স্বাস্থ্যহানি হয়। এক্ষেত্রে মাণিক ধারণ কর্তব্য।

৮। যদি সূর্য জীব নক্ষত্র অধিপতি হয়, তাহলে সর্ববিধ উন্নতির জন্য মাণিক ধারণ কর্তব্য।

৯। যদি সূর্য যে কোন স্থানে থেকে নিজের নক্ষত্র কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী বা উত্তরাষাঢ়াকে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে, তাহলে সেই জাতকের মাণিক ধারণ কর্তব্য।

১০। দ্বিতীয় অথবা দ্বাদশ ভাবে সূর্য থাকলে, চোখের রোগ দেখা দেয়, এক্ষেত্রে মাণিক ধারন কর্তব্য।

১১। যদি সূর্য একাদশ ভাবে থাকে, তাহলে সন্তান চিন্তা উৎপন্ন হয় ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকে। এই জাতকের মাণিক ধারণ করা কর্তব্য।

১২। যদি সূর্য আপনা ভাবে অষ্টম স্থানে থাকে, তাহলে জাতককে যত শীঘ্র হয় মাণিক ধারণ করতে হবে।

রোগের ওপর মাণিকের প্রভাব

রক্তবিকার রোগ হলে মাণিক ভস্ম সেবনে আশাতীত ফল লাভ হয়।

১। যদি রক্ত পায়খানা হতে থাকে, তাহলে মাণিক ধোয়া জল খাওয়ালে খুব উপকার হয়।

২। গ্রহণী, অতিসার প্রভৃতি রোগে বুড়ো আঙুলে মাণিক বেঁধে রাখলে উপকার হয়।

৩। অজীর্ণ রোগে মাণিক ধোয়া জল বিশেষ উপকার হয়।

৪। নপুংসকতা ও রক্তার্শ রোগে মাণিক ভস্ম অত্যন্ত উপকারী।

৫। মাণিক ঘরে রাখলে তার রশ্মিতে কীটাণু নাশ হয় এবং ঘরের আবহাওয়া বিশুদ্ধ থাকে।

মাণিক প্রয়োগ বিধি

যতক্ষণ পর্যন্ত যে কোনও রত্ন মধ্যে তার সম্বন্ধিত গ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা না করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই রত্ন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সে

জন্য যে ব্যক্তি ধারণ করবে, তাতে নিম্নলিখিত কথাগুলি বেশ সাবধানের সঙ্গে বিচার করে পালন করতে হবে।

১। পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত রবিবারে বা শুধু রবিবারে কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী বা উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে প্রাতে ৬টার মধ্যে আংটি তৈরী করাবে এবং মাণিক জড়াবে।

২। সোনা, তামা ব্যতীত অন্য ধাতুর সঙ্গে মাণিক ব্যবহার নিষিদ্ধ।

৩। আংটিতে মাণিক এমনভাবে রাখতে হবে, যেন দেহে স্পর্শ করে থাকে।

৪। মাণিকের আংটি ডান হাতের অনামিকা অঙ্গুলিতে ধারণ করতে হবে।

৫। প্রাতে দশটার পরে সূর্য যজ্ঞ করতে হবে। সূর্য মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তারপর আংটি ও সূর্যের ষোড়শোপচারে পূজা করে সূর্য মন্ত্রে অভিষেক করবে ; যথা–

"আকৃষ্ণেণ রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্ন মৃত্যুঞ্চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্।।

উপরোক্ত সূর্য মন্ত্র ১০৮ বার জপ করে, ব্রাহ্মণের দ্বারা নিম্নমন্ত্রে আংটি ও যজমানের অভিষেক করবে।

মন্ত্র– "ওঁ হ্রীং হংসঃ সূর্য্যায় নমঃ।"

এরপর রত্নে সূর্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবে। প্রাণপ্রতিষ্ঠা বিধি পরে দেওয়া হয়েছে। এবার আংটি ধারণ করে হোম করবে। তারপর সূর্যাসন, সূর্যমূর্তি এবং অন্য একটি ছোট মাণিকের আংটি ব্রাহ্মণকে দান করবে। এইভাবে রত্ন শোধন করে ধারণ করলে, খুবই প্রভাবশালী হয়।

মাণিক দানবিধি

যদি সূর্য প্রভাবিত ব্যক্তি, অথবা সিংহ লগ্নযুক্ত কিংবা যার জন্মপত্রিকায় সূর্য বাধাকারক হয়ে স্থিত আছে অথবা সন্তান নাশ, বিষম জ্বর, নানা প্রকার ব্যাধি হয়, তাহলে বিধিপূর্বক মাণিক দান করতে হয়। এতে সর্বপ্রকার বাধা দূর হয়।

গম, গুড়, পদ্ম, স্বর্ণপত্র-এর ওপর অঙ্কিত সূর্যমূর্তি, লাল বস্ত্র, রক্ত চন্দন এবং শ্রেষ্ঠ মাণিক নিয়ে সংকল্প পূর্বক কোনও যোগ্য ব্রাহ্মণকে দান করতে হবে। ব্রাহ্মণের দ্বারায় ৭০০০ (সাত হাজার) সূর্য মন্ত্র জপ করিয়ে বিধিবৎ দক্ষিণা দিতে হবে। এই দান রবিবার প্রাতে ১০টার পূর্বে করতে হবে। এর ফলে সমস্ত প্রকার অনিষ্ট নাশ হয়ে জীবনে সুখ এবং সম্পদ বৃদ্ধি করে।

রত্ন ধারণকারী ব্যক্তিকে মনে রাখতে হবে যে, ধারণ করার পূর্বে রত্নের শুভাশুভ পরীক্ষা করে ধারণ করতে হবে।

রত্নের শুভাশুভ পরীক্ষা

ধারণকারীর কোন্ রত্ন শুভ, এবং কোন্ রত্ন অশুভ, তা জেনে ধারণ করা উচিত। এজন্য প্রথমে শুভ তিথি যুক্ত শুভ মুহূর্তে একটি রেশমী কাপড়ে রত্ন জড়িয়ে বাঁ হাতে ধারণ করতে হবে। রত্ন যে বর্ণের হবে, রেশমী কাপড়টিও সেই বর্ণের হওয়া চাই। স্ত্রীলোকগণ বাঁ হাতে বা গলায় ধারণ করবে। যদি এক মাসের মধ্যে কোন সুফল হয়, তাহলে সেই রত্ন শুভ বলে জানতে হবে। এমন আংটিতে জড়িয়ে পূর্ব বর্ণিত নিয়মে ধারণ করবেন। যদি অশুভ ফল দেখা দেয়, তাহলে খুলে ফেলতে হবে সঙ্গে সঙ্গে।

রত্নের শুভাশুভ পরীক্ষা চক্র

৬০	৬	৫৯	১	৫২	৭৩	৪	৭৯	৩৭
৪৩	৩১	৫৭	২৯	৭	৭১	৫৮	২০	৮১
২	৬১	১৮	৪৪	৫১	২৮	৩	৩৬	৫৩
৬৬	২১	৫৬	৫	২৭	৪৫	৫৪	১৬	৭২
৫০	৪২	১৭	২২	৫৫	৮	১৫	৩৫	৪৬
৩২	৯	৪৮	১৪	৪১	১৬	৪৭	১১	৬৪
৭০	৬৩	২৩	৩৭	১০	৪০	১৪	৬৮	৩৮
৪৯	১৩	৭৪	২৫	৯৯	৩৩	৭৭	১২	৭২
৬৫	৭৫	৩৪	৭৮	১৯	৮০	৩৯	৬৭	৭৬

দ্বিতীয় বিধি– কোন্ রত্ন ধারণ করা শুভকারক হবে বা হানিকারক, তা জানার জন্য উপরোক্ত বিধিটি খুবই সরল এবং সহজ। উপরে একটি চক্র দেওয়া হলো। এর কোষ্ঠাগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্ক লেখা আছে। ধারণীয় রত্ন জানতে হলে–ডান হাতের আঙুল উক্ত চক্রের যে কোনও ঘরে রাখুন। সেই কোষ্ঠা বা ঘরের মধ্যে যে অঙ্ক লেখা আছে, তাকে ৬ দ্বারা ভাগ দেবে। শেষ যদি ১ অঙ্ক ভাগশেষ থাকে, তাহলে যে রত্ন ক্রয় করতে ইচ্ছুক সেই রত্ন শুভ ফল দান করবে। ২ ভাগশেষ থাকলে রত্ন মধ্যম ফল দান করবে। তার বেশী সংখ্যা ভাগশেষ থাকলে রত্ন অশুভ ফল দান করবে।

সূর্য যন্ত্র পূজা এবং প্রয়োগ

যদি সূর্য অশুভ হওয়ায় সন্তানাদি উৎপাদনে বাধা বা সন্তান নাশ প্রভৃতি হয়, তাহলে সূর্য যন্ত্র প্রয়োগ করতে হয়। সোনার পাতে সূর্য যন্ত্র খোদাই করে, তা মাঝে মাণিক জড়াবে। তারপর ২৭ দিন পর্যন্ত উক্ত যন্ত্রকে ষোড়শোপচারে পূজা করতে হবে। তৎসহ সূর্যার্ঘ্য দান করে, সেই জলকে চরণামৃতরূপে স্বামী-স্ত্রী গ্রহণ করবে।

দান দ্রব্য– মাণিক্য, স্বর্ণ, তাম্র, গম, ঘৃত, গুড়, রক্ত বস্ত্র, রক্ত পুষ্প, রক্ত চন্দন।

জপ মন্ত্র (তন্ত্রোক্ত)– "ওঁ হ্রাং হ্রীং সঃ সূর্যায় স্বাহা।"

জপ সংখ্যা– ৭০০০ (সাত হাজার)

যন্ত্র পূজা ও প্রয়োগ

রত্ন ধারণেচ্ছু ব্যক্তি স্বয়ং সমর্থ না হলে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা রত্ন ও যন্ত্র পূজা করিয়ে তারপর রত্ন ধারণ করবে। স্নানাদি সমাপন করে পূর্বাভিমুখে বসে কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কারাদি মানসিক ও কার্মিক বিকার মুক্ত হয়ে, অর্থাৎ আন্তরিক, বাহ্যিক শুদ্ধ হয়ে আপন ইষ্টদেবকে স্মরণ পূর্বক পবিত্র আসনে বসবে। পরে ডান হাতে জল, কুশ, অক্ষত, দূর্বা ও দক্ষিণা নিয়ে নিম্ন মন্ত্রে সঙ্কল্প করবে। যথা–

সঙ্কল্প– "ওঁ বিষ্ণুর্বিষ্ণু শ্রীমদ্‌ভগবতো মহাপুরুষস্য বিষ্ণোরাজ্ঞয়া প্রবর্তমানস্য অদ্য শ্রী ব্রহ্মণো দ্বিতীয় পরার্ধে শ্রী শ্বেত বারাহ কল্পে, সপ্তমে বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিমে কলিযুগে কলি প্রথম চরণে ভারতবর্ষে জম্বুদ্বীপে আর্যাবর্তান্তর্গত দেশে কন্যা কুমারিকা ক্ষেত্রে শ্রীমহানদ্রোর্গঙ্গা যমুনয়োঃ পশ্চিমে তটে নর্মদায়াং উত্তর তটে বিক্রমাকে বৌদ্ধাবতারে দেব ব্রাহ্মণানাং সন্নিধৌ প্রভবাদি অমুকং (যে সম্বৎসর তার নাম) সম্বৎসরে অমুকায়নে (সূর্য উত্তরে থাকলে উত্তরায়ণ, দক্ষিণে থাকলে দক্ষিণায়ণ) অমুক নক্ষত্রে (নক্ষত্রের নাম) অমুক রাশিস্থিতে চন্দ্রে (যে রাশিতে চন্দ্রস্থিত) অমুক রাশি স্থিতে দেব গুরৌ শেষেষু (যে রাশিতে দেবগুরু আদি গ্রহ স্থিত তার নাম) যথা যথাস্থানং স্থিতিতেষু সৎস এবং গ্রহগুণ বিশেষণ বিশিষ্টতায়াং পুণ্যাতিথৌ অমুক গোত্রে (যজমানের গোত্র) অমুক শর্মাহং (যজমানের নাম) মমাত্ব শ্রুতি স্মৃতি পুরাণোক্ত ফল বাপ্তয়ে মমকলত্রাদিভিঃ সহ সকলাধি ব্যাধি নিরসন পূর্বক দীর্ঘায়ুষ্য বলপুষ্টি মেরুজ্যাদি অমুক গ্রহ (যন্ত্র সম্বন্ধিত গ্রহের নাম ও যন্ত্রের নমা) সম্বন্ধে অমুক রত্নে (রত্নের নাম) প্রাণসিদ্ধর্থ পূজা জপ হোমাদি কর্মাহং করিষ্যে (পরার্থে-করিষ্যামি)।"

উপরোক্ত সঙ্কল্প মন্ত্র পাঠ করে হাতের দ্রব্যসকল তাম্রপাত্রে দিবে। পুনরায় জল, অক্ষত কুশ ডান হাতে নিয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা মন্ত্র উচ্চারণ করবে।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্র

যন্ত্র এবং রত্ন জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবে। প্রতিমা, যন্ত্র বা রত্ন স্পর্শ করে মন্ত্র পাঠ করবে। যথা–

"অস্য শ্রীপ্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রস্য বিষ্ণু রুদ্রো ঋষিঃ ঋগ্‌যজুঃসামানিচ্ছন্দাংসি প্রাণাখ্যা দেবতা। ওঁ আং বীজম্ হ্রীং শক্তিঃ ক্রোং কীলকং যং রং লং বং শং

সং ষং ওঁ হংসঃ ইতি শক্তয়ঃ মূর্তি (যন্ত্র, রত্ন বা) প্রতিষ্ঠাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং সং ষং হং হংসঃ দেবস্য প্রাণাঃ ইহপ্রাণা পুরুচ্চার্য দেবস্য সর্বেন্দ্রিয়াণিঃ ইহঃ। (পুনরায় আং হ্রীং প্রভৃতি উচ্চার্যঃ) দেবস্য ত্বক পাণি পাদ পায়ুপাস্থানি ইহঃ। (পুনরায় আং হ্রীং প্রভৃতি উচ্চার্য্যঃ) দেবস্য বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্র ঘ্রাণানি ইহাগত্য সুখেন চিরং তিষ্ঠতু স্বাহা।"

এইরূপে প্রাণপ্রতিষ্ঠা পূর্বক ষোড়শোপচারে পূজা, জপ, হোমাদি করে, গ্রহ যন্ত্রাদির অভিষেক করে রত্ন ধারণ করবে।

মতান্তরে– ২৭ দিন পর্যন্ত যন্ত্র ও রত্নের ষোড়শোপচারে পূজা করে, ২৮ দিনের দিন নিম্ন মন্ত্রে ১১০০ আহুতি দিবে। পূর্ণাহুতির পরে যন্ত্র ব্রাহ্মণকে দান করবে, সেই সঙ্গে অন্যান্য দান দ্রব্য যা আগে বলা হয়েছে, সেগুলি দান করবে। হোমের ভস্ম কিঞ্চিৎ স্বামী-স্ত্রী সেবন করলে, গুণবান পুত্র জন্মগ্রহণ করবে।

জপ মন্ত্র– আকষ্ণেণ রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্ন মৃত্যুঞ্চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথে না দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্।।

আহুতি মন্ত্র– "ওঁ হ্রীং হংসঃ সূর্য্যায় নমঃ স্বাহা।"

মাণিকের ওজন

মাণিক যত বড় হবে ততই শ্রেষ্ঠ ফলদায়ক হবে। কিন্তু তিন রতির কম ওজনের মাণিক ধারণ করলে কাজ হয় না। পাঁচ রতি সোনার আংটিতে ধারণ করতে হবে।

মাণিক যেদিন ধারণ করা হয়, সেদিন থেকে চার বছর পর্যন্ত প্রভাবশালী থাকে। তারপর তার প্রভাব শেষ হয়ে যায়। এজন্য চার বছর পরে আবার নতুন রত্ন ধারণ করতে হবে।

পান্না (Emerald)

পান্না বুধ গ্রহের রত্ন। একে সংস্কৃতে মরকত মণি, ফারসীতে জমরন্, হিন্দীতে ও বাংলায় পান্না ও ইংরেজীতে এমারেল্ড্ (Emerald) বলে। এর বর্ণ হয় সবুজ। এই রত্নটি অধিকভাবে দক্ষিণ মহানদী, হিমালয়, গিরনার পর্বত এবং সোমনদীর পাশে পাওয়া যায়। এই রত্ন ধারণে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়।

পান্না প্রধানতঃ পাঁচ বর্ণের পাওয়া যায়।

১। টিয়া পাখীর পালকের ন্যায় বর্ণ।

২। সবুজ রং মিশ্রিত জলের ন্যায়।

৩। সরষে ফুলের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট।

৪। ময়ূর পাখার বর্ণের ন্যায়।

৫। হালকা সোঁদাল ফুলের ন্যায়।

পান্না হৃদয় থেকে কোমল এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নরম হয়।

গুণ– পান্নাতে প্রধানতঃ ছয়টি গুণ দেখা যায়।

১। পান্না বেশ চিক্কণ হয়।

২। এটি পরিষ্কার পারদর্শীর ন্যায় হয়।

৩। এর চমকের মধ্যে তেজস্বিতা দেখা যায়।

৪। এর বর্ণ হয় সবুজ।

৫। এর কোণগুলি উত্তম শ্রেণীর হয়।

৬। অন্যান্য রত্ন অপেক্ষা এটি কোমল হয়।

পরীক্ষা– ১। পান্নাকে জলের গেলাসে ফেলে দিলে জলে সবুজ বর্ণের কিরণ দেখা যায়।

২। সাদা কাপড়ের ওপর পান্না রেখে একটু উঁচুতে তুলে রাখলে, সাদা কাপড় সবুজ দেখায়।

৩। ওজনে অনেকটা হালকা মনে হয়।

পান্না ধারণে লাভ–সমস্ত রত্নের মধ্যে পান্নাকে বেশী মহত্ত্ব দেওয়া হয়েছে। এই রত্ন ধারণে চিত্ত চাঞ্চল্য দূর হয়। শিক্ষার্থীগণের তীক্ষ্ণবুদ্ধি হয়। সরস্বতীর কৃপা হয়। এটি রোগীদের জন্য শক্তিবর্দ্ধক, আরোগ্যদায়ক এবং সুখ দাতা। যার গৃহে পান্না থাকে, সেখানে–ধন-ধান্য বৃদ্ধি, সুযোগ্য সন্তান লাভ, ভূত-প্রেত বাধা শান্তি, সর্প ভয় নাশ। যে-পুরুষ বা নারীর অঙ্গুলীতে পান্না থাকে, তার ওপর কেউ তুক্-তাক্ করতে পারে না। যদি প্রাতঃকালে পান্নাকে পাঁচ মিনিট পরিষ্কার জলে ডুবিয়ে রেখে সেই জল দ্বারা চক্ষে জলের ঝাপটা দিলে, নেত্র রোগ হয় না। আর যদিও হয়, রোগ সেরে যায়। গর্ভবর্তী নারী কোমরে বেঁধে রাখলে সুখ প্রসব হয়।

পান্নার দোষ–

১। **জাল**– জাল চিহ্নযুক্ত পান্না অশুভ। এটি ধারণে অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়।

২। **অনুজ্জ্বল**– যে পান্নায় উজ্জ্বলতা থাকে না, উল্‌টে দেখলে শূন্য মনে হয়, এরূপ পান্না ধনহানি করায়।

৩। **ভগ্ন বা ডোরি চিহ্ন–** যাতে ডুরির ন্যায় চিহ্ন থাকে, বা ভগ্ন দেখা যায়, সেই পান্না ধারণে বংশ নাশ হয়।

৪। **রুক্ষ–** রুক্ষ পান্না, গৃহপালিত পশু ধ্বংস হয়।

৫। **গর্তযুক্ত–** যে পান্নায় গর্ত থাকে সেই পান্না ধারণে শত্রুভয় বৃদ্ধি পায়।

৬। **দাগযুক্ত–** পান্নায় কালো দাগ থাকলে পত্নীর মৃত্যু হয়।

৭। **চীরিত–** যে পান্নায় সোজা রেখা বা কয়েকটা পাতলা রেখা দেখা যায়, তার দ্বারা লক্ষ্মীনাশ হয়।

৮। **দ্বিবর্ণ–** যে পান্নায় দুটি বর্ণ থাকে, সেই পান্না বল, বীর্য, বুদ্ধি ইত্যাদি নষ্ট করে দেয়।

৯। **হরিদ্রা বর্ণের দাগ–** যে পান্নায় হরিদ্রা বর্ণের দাগ দেখা যায়, সেই পান্না ধারণে পুত্র নাশ হয়।

১০। **রক্ত বিন্দু–** যাতে লাল বিন্দু থাকে, সেই পান্না সুখ-সম্পদ নাশ করে।

১১। **মধুক–** মধুর বর্ণ যুক্ত পান্না মাতা-পিতার কষ্টদায়ক।

১২। **স্বর্ণমুখী–** যে পান্না সোনার ন্যায় বা তার মুখ হরিদ্রাভ, সেই পান্না মানবকে সর্বপ্রকার কষ্ট দেয়।

পান্নার উপরত্ন

পান্নার তিনটি উপরত্ন আছে।

১। **সগপন্না–** এটি মোটা হয়, এর ধারের বর্ণ গভীর হয়। মাঝখানটা সাদা মতো হয়।

২। **মরগজ–** এটি বেশ মৃসণ হয় এবং সম্পূর্ণ সাদা হয়। হালকা ওজন হয়।

৩। **পীতপনী–** এটি মসৃণ ও হালকা সবুজ হয়। এর ওপর হলদে অথবা লাল বর্ণের ছিটে দেখা যায়।

যাঁরা পান্না ব্যবহার কতে অসমর্থ, তাঁরা পান্নার উপরত্ন ব্যবহার করবেন। তবে এর প্রভাব পান্না অপেক্ষা কিছু কম।

পান্না ধারণের যোগ্য ব্যক্তি

পান্না রত্ন সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, এই রত্ন যে কেউ ধারণ করুক না কেন; তার ভাল ব্যতীত ক্ষতি হবে না। পান্না যাদের বিশেষ প্রয়োজন, নিম্নে তার বিবরণ দেওয়া হলো।

১। মিথুন লগ্নের জাতক পান্না ধারণ করবেন।

২। কন্যা লগ্নের জাতকের পক্ষে পান্না অত্যন্ত উপকারী

৩। যাদের জন্মপত্রিকায় বুধ ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ ভাবে থাকে।

৪। জন্মপত্রিকায় বুধ মীন রাশিতে থাকলে।

৫। বধু ধনস্থানে থেকে নবম ভাবে শক্তিশালী হয়ে দশম ভাবে থাকে। চতুর্থ স্থানে থেকে উপার্জন স্থানে স্থিত হয়।

৬। বুধ সপ্তম স্থানে থেকে দ্বিতীয় ভাবে, নবম স্থানে থেকে চতুর্থ ভাবে, আয় অধিপতি হয়ে ষষ্ঠ ভাবে থাকে তাহলে পান্না ধারণ কর্তব্য।

৭। বুধ শ্রেষ্ঠ ভাবাধিপতি হয়ে আপন ভাবে অষ্টম স্থানে থাকে, তবে পান্না ধারণ কর্তব্য।

৮। যদি বুধের অন্তর্দশা বা মহাদশা চলতে থাকে, তাহলে পান্না ধারণ কর্তব্য।

৯। যদি জন্মপত্রিকায় বুধ শ্রেষ্ঠ ভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, নবম, দশম, একাদশ স্থানের অধিপতি হয়ে ষষ্ঠ স্থানে স্থিত হয়, তবে পান্না ধারণ করতে হবে।

১০। যদি বুধ, মঙ্গল,শনি, রাহু বা কেতুর সঙ্গে স্থিত হয়, তবে পান্না ধারণ অবশ্য কর্তব্য।

১১। যদি বুধের ওপর রাহুর দৃষ্টি থাকে, তবে পান্না ধারণ করতে হবে।

১২। ব্যবসা, গাণিতিক কার্যাদি (হিসাব-নিকাশ), ব্যাঙ্ক প্রভৃতিতে কেউ কাজ করে, তাদের পান্না ধারণ কর্তব্য।

রোগের ওপর পান্নার প্রভাব

১। পান্নাকে ২১ দিন পর্যন্ত কেওড়া জলে ভিজিয়ে রেখে, তারপর ঘসে দুধের সরের সঙ্গে খেলে–বল, বুদ্ধি, বীর্য প্রবল হয়।

২। মূত্র পাথুরী, বহুমূত্র (ডায়বিটিস) প্রভৃতি রোগে পান্না ভস্ম শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

৩। আধকপালী, অর্শ, জ্বর, ভগন্দর, রক্ত সম্বন্ধিত রোগে পান্না ভস্ম মধুসহ চেটে খেলে শীঘ্র রোগ আরোগ্য হয়।

প্রয়োগ– বুধবার অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা বা রেবতী নক্ষত্র যোগে সূর্যোদয়ের ১০-৩০ মিনিটের মধ্যে সোনার আংটিতে পান্না বসিয়ে নিতে হবে। ছয় রতি সোনা হওয়া চাই, এর কম হলে প্রভাবশালী হয় না। এবার ছয় রতি সোনার আংটিতে তিন রতি পান্না দিয়ে আংটি তৈরী করতে হবে। তিন রতির কম পান্না কাজ দেয় না। এর বেশী হলে আরও ভালো ফল হয়।

এবার দিবা ১১টার পর বুধ যজ্ঞ করতে হবে। বুধ চক্র তৈরী করতে হবে। তার ওপর রূপার কলস রাখবে এবং ঐ কলসে ষোড়শোপচারে পূজা করবে। তার ওপর পান্নার আংটি রাখবে। তারপর নিম্ন মন্ত্রে অভিষেক করবে।

মন্ত্র– "ওঁ হ্বাং হ্রীং বুং গ্রহনাথ বুধায় নমঃ।"

বুধের স্থণ্ডিল বাণের ন্যায় হবে। এর একটি চিত্র দেওয়া হলো। এই স্থণ্ডিল বা যন্ত্রের পূজা করবে। যন্ত্রটি ছয় তোলা রূপার পাতে খোদাই করতে হবে। তারপর স্থণ্ডিলে স্থাপন করে, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে। প্রাণ প্রতিষ্ঠা মন্ত্র পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। তারপর হোম করবে। নিম্ন মন্ত্রে ৪০০০ (চার হাজার) আহুতি দিতে হবে।

মন্ত্র–"**ওঁ** উদ্বুধ্যস্বাগ্নে প্রতিজাগৃহিত্বম্ ইষ্টাপূর্তে সধুংসৃজেথাময়ঞ্চ। অস্মিন্তসধস্থেহ অধ্যুওরস্মিন্ বিশ্বেদেবা যজমানশ্চসীদতঃ।।"

বুধ যন্ত্র

বুধ যন্ত্র– বুধৈ হৌ বাণ সন্নিভম্।

জপ মন্ত্র (তন্ত্রোক্ত)–"ওঁ ব্রাং ব্রীং ব্রং সঃ বুধায় স্বাহা।"

বুধের দান– পান্না, স্বর্ণ, মুঁগা, কাঁসা, ঘৃত, চিনি, হরিদ্রা, হস্তীদন্ত।

জপ সংখ্যা– ৮০০০ (আট হাজার) বার।

পান্নার ওজন

পান্নার সঙ্গে স্বর্ণ প্রভাবশালী হয়। তিন রতির কম পান্নার প্রবাবশালী হয় না। তিন থেকে ছয় রতি পান্না অত্যন্ত প্রভাবশালী। ছয় রতির বেশী পান্না সর্বোত্তম প্রভাবশালী।

ধারণ করার দিন থেকে তিন বছর পর্যন্ত পান্নার প্রভাব বর্তমান থাকে। তারপর এর শক্তি কমে যায়। এজন্য তিন বছর পরে পুনরায় নতুন পান্না ধারণ করতে হয়।

পোখরাজ (Topay)

সংস্কৃতে একে বলা হয় পুষ্পরাগ, হিন্দীতে পুখরাজ বা পুষরাজ, ফারসীতে জর্দ য়াকুত। আর ইংরাজীতে বলা হয় টোপে (Topay)। এই রত্ন মুখ্যতঃ লঙ্কা, উড়িষ্যা ও বাংলাদেশ অঞ্চলে, ব্রহ্মপুত্র নদের আশপাশে এবং বিন্ধ্যাচল ও হিমালয় পাহাড় অঞ্চলে পাওয়া যায়।

এটি সাধারণতঃ পাঁচ বর্ণের পাওয়া যায়–

১। হলুদের বর্ণ।

২। কেশরের ন্যায়।

৩। পাতি লেবু বা কমলা লেবুর ছালের মতো বর্ণ।

৪। স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণ।

৫। সাদা, তার ওপর ছাই বর্ণের আভাযুক্ত।

পোখরাজের গুণ–

১। এই রত্নটি চিক্কণ হয়।

২। পোখরাজ বেশ চমকদার হয়।

৩। এটি বেশ স্বচ্ছ হয়।

৪। ধারগুলিও বেশ স্বচ্ছ থাকে।

৫। এটি বেশ ওজনযুক্ত ও মনোমুগ্ধকর হয়।

পরীক্ষা– পোখরাজ কেনার সময় ভালোভাবে পরীক্ষা করে নিতে হবে। নিম্নভাবে পোখরাজ পরীক্ষা করতে হবে।

১। সাদা কাপড়ে পোখরাজ রেখে সূর্যের আলোয় রাখলে কাপড়ের ওপর হলুদে আভা দেখা যায়।

২। দুধে ২৪ ঘন্টা পোখরাজ ফেলে রাখলে তার উজ্বলতা ক্ষীণ হয় না। এই পোখরাজ আসল বলে জানবে।

৩। বিষাক্ত কীট বা অন্য কিছু কামড়ালে সেখানে পোখরাজ ঘসে, লাগালে সত্বর বিষ নেমে যায়, তাকে আসল পোখরাজ বলে জানতে হবে।

পোখরাজের দোষ– পোখরাজের যে দোষ আছে, সেগুলি বলা হচ্ছে। প্রধানতঃ পোখরাজে নিম্নলিখিত দোষ পাওয়া যায়।

১। **শূন্য–** যে সমস্ত পোখরাজে উজ্বলতা থাকে না, তাকে শূন্য বলা হয়। এই পোখরাজ হানিকারক।

২। **চীরীত–** যে সব পোখরাজে লম্বা রেখা দেখা যায়, সেই পোখরাজ ধারণে বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটায়।

৩। **দূষিত–** সাদা দুধের মত বর্ণের পোখরাজ দেহে শস্ত্রাঘাত করায়।

৪। **জাল চিহ্ন যুক্ত–** পোখরাজে যদি জাল চিহ্ন থাকে, সেই রত্ন সন্তান নাশ করে।

৫। **শ্যাম–** যে পোখরাজ কালো ছাপযুক্ত সেই পোখরাজ ধারণে গ্রহপালিত পশু ধ্বংস করে।

৬। **শ্বেত ব্রিন্দু–** সাদা বিন্দুযুক্ত পোখরাজ মৃত্যুকারক বলা হয়েছে।

৭। **রক্তিম** – লাল ছিটা যুক্ত পোখরাজে ধনধান্য নাশ করে।

৮। **গর্তযুক্ত–** যে পোখরাজ গর্ত থাকে, সেই পোখরাজ দারিদ্র দুঃখ টেনে আনে, তার ঘরে অলক্ষ্মী প্রবেশ করে।

৯। **দ্বিবর্ণ–** দ্বিবর্ণ বিশিষ্ট পোখরাজ রোগবৃদ্ধি করে।

পোখরাজের উপরত্ন

যে সব লোক অর্থাভাব প্রভৃতির জন্য পোখরাজ ক্রয় করতে অসমর্থ, সেই সমস্ত ব্যক্তি পোখরাজের পরিবর্তে উপরত্ন ধারণ করবেন। পোখরাজের উপরত্ন পাঁচটি। **যথা–**

১। সোনালী– এটি চমকদার, সাদা রঙ এবং চিক্কন হয়। তুর্কিস্তান এবং হিমালয় অঞ্চলে এটি পাওয়া যায়।

২। ঘিয়া বর্ণ– এটি ইরানে পাওয়া যায়। এই পোখরাজের বর্ণ হাল্‌কা হরিদ্রাভ হয়। আবার সাদার মধ্যে যেন হরিদ্রাভ বর্ণ চোখে পড়ে।

৩। কৈরু– এটি পাওয়া যায় বর্মা, চীন প্রভৃতি দেশে। এর বর্ণ পিতলের মতো। এতে কর্পূরের মতো গন্ধ ছাড়ে।

৪। মিশ্রিত সুবর্ণ বর্ণ– এটি সাদা বর্ণের সঙ্গে হরিদ্রা বর্ণের আভাযুক্ত হয়। এটি লঙ্কা, কাবুল প্রভৃতি দেশে বেশী পাওয়া যায়।

৫। কেশরী– এর বর্ণ হয় কেশরের মতো। এটা লঙ্কা, এবং গণ্ডক নদীর আশেপাশে পাওয়া যায়। এই রত্নটি ওজনে কিছুটা ভারী বোধ হয়। দেখতে ফিকা রঙের হয়।

পোখরাজ ধারণের যোগ্য ব্যক্তি

যে জাতক গুরু অর্থাৎ বৃহস্পতি দ্বারা পরিচালিত, অথবা যার জন্মপত্রিকায় বৃহস্পতি প্রধান, তাকে পোকরাজ ধারণ করতে হয়। এ ছাড়া নিম্নলিখিত অবস্থাতেও পোখরাজ ধারণ অবশ্য কর্তব্য। যথা–

১। ধনু ও মীন লগ্নের জাতক অবশ্যই এই রত্ন ধারণ করবে।

২। জন্মকুণ্ডলীতে বৃহস্পতি পঞ্চম, ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ স্থানে থাকলে পোখরাজ ধারণ কর্তব্য।

৩। যদি বৃহস্পতি মেষ, বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক, তুলা, কুম্ভ এবং মকর রাশিতে স্থিত থাকে পোখরাজ ধারণ কর্তব্য।

৪। যদি মকর রাশিতে বৃহস্পতি থাকে পোখরাজ ধারণ কর্তব্য।

৫। যদি বৃহস্পতি ধনাধিপতি হয়ে নবমে, চতুর্থস্থানের অধিপতি হয়ে একাদশ স্থানে, সপ্তম অধিপতি হয়ে দ্বিতীয় ভাবে, ভাগ্যাধিপতি হয়ে চতুর্থ ভাবে, রাজা হয়ে পঞ্চম ভাবে স্থিত থাকেন তাহলে পোখরাজ ধারণ কর্তব্য।

৬। বৃহস্পতি যদি উত্তম ভাবে থাকে এবং ষষ্ঠ বা অষ্টম স্থানে থাকে, তবে পোখরাজ ধারণ কর্তব্য।

৭। যে কোন গ্রহের মহাদশায় যদি বৃহস্পতির অন্তর্দশা চলে, তাহলে পোখরাজ ধারণ কর্তব্য।

৮। যদি কন্যার বিবাহ না হয়; অথবা বিবাহে অনাবশ্যক দেরী হয়, পোখরাজ ধারণ করুন।

৯। পোখরাজ ধারণে পাপাদি বিচার, এবং পাপকার্য প্রভৃতিতে ভয় বা দুর্বলতা দেখা দেয়, শুভ কার্যে ও আধ্যাত্মিক বিষযে আগ্রহ জন্মে, চিত্ত শান্ত হয়।

রোগের ওপর পোখরাজের প্রভাব

১। জণ্ডিস, একান্তিক জ্বর প্রভৃতি রোগে পোখরাজ মধুসহ ঘসে খেলে উপকার হয়।

২। হাড়ের যন্ত্রণা, অর্শ, কাশি প্রভৃতিতে পোখরাজ ভস্ম অত্যন্ত উপকারী।

৩। যদি কিছুক্ষণ সময় পোখরাজ মুখে রাখা যায়, তাহলে মুখের দুর্গন্ধ নাশ হয়। দাঁত শক্ত হয়।

পোকরাজ প্রয়োগ

বৃহস্পতিবার পুষ্যানক্ষত্র যুক্ত হলে, সেইদিন প্রাতে সূর্যোদয়ের সময় পোখরাজ নেবে ও এগারোটা বাজার আগেই আংটিতে বসাবে। পোখরাজের সঙ্গে একমাত্র সোনা ফলদায়ী। সোনার আংটিটি সাত রতি বা তার বেশী হলেই ভালো হয়।

চার রতির কম ওজনের পোখরাজ কম শক্তিমান হয়।

বৃহস্পতি যন্ত্র - "গুরৌ চ পঞ্চিশাকার।"

উপরের চিত্র অনযায়ী স্থণ্ডিল প্রস্তুত করে, তার ওপর রূপার পাতে উক্ত যন্ত্র খোদাই করবে, তার মাঝে পোখরাজ রাখবে। তারপর ছোলার ডালের সাহায্যে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করে তার ওপর কলস স্থাপন করে নিম্ন মন্ত্রে অভিসিঞ্চন করবে।

মন্ত্র– "ওঁ বৃহস্পতে অতিনর্য্যো র্হাদ্য মশ্বিভতিক্রতুমজ্জনেষু। যদ্দীদয়চ্ছবস ঋতপ্রজা ততদস্মা শুদ্রবিণং ধেহি চিত্রম্।

অতঃপর নিম্নমন্ত্র জপ করবে।

জপ মন্ত্র– "ওঁ ঐং শ্রীং বৃহস্পতয়ে নমঃ।" মতান্তরে–

জপ মন্ত্র– (তন্ত্রোক্ত) "ওঁ জ্রাং জ্রীং জ্রুং সঃ গুরবে স্বাহা।"

জপ সংখ্যা– ৪৫০০ (সাড়ে চার হাজার)। তন্ত্রমতে– ১৯০০০ (উনিশ হাজার)।

তারপর ৪৫০০ (সাড়ে চার হাজার) হোম করে পরে আংটিতে পূর্বোল্লিখিত প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবে।

এরপর শুভ সময় দেখে আংটি ধারণ করে নিম্নলিখিত দ্রব্য দান করবে।

বৃহস্পতির দান– পোখরাজ, স্বর্ণ, কাংস, ছোলার ডাল, চিনি, ঘৃত, পীতবস্ত্র, হরিদ্রা, বৃহস্পতি যন্ত্র, পীতপুষ্প গ্রহাচার্যকে দান করবে। এই প্রক্রিয়ায় জীবনের সমস্ত মনোবাঞ্ছিত কার্য সুসম্পন্ন হয়। ঘরে ধন-ধান্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। স্থায়ী লক্ষ্মী বিরাজিত থাকেন গৃহে ও নানা পুন্যকার্যের অনুষ্ঠান হয়।

ওজন– চার রতির কম পোখরাজ ফলদায়ী হয় না। যেদিন পোখরাজ ধারণ করা হয়, সেদিন থেকে চার বছর তিন মাস, আটাশ দিন এর প্রভাব বিদ্যমান থাকে। তারপর এর শক্তি কমে যায়। এর পরে শুভ মুহূর্তে পৃথক পোখরাজ ধারণ করতে হয়।

হীরা (Diamond)

সংস্কৃতে একে বজ্রমণি বা ইন্দ্রমণি, হিন্দী ও বাংলায় হীরা, ফারসীতে অলিমাস এবং ইংরেজীতে ডায়মণ্ড (Diamond) বলা হয়। একে রত্নরাজ বলা হয়। কারণ অন্য সমস্ত রত্নের মধ্যে একটি দুর্লভ এবং মূল্যবান। সমস্ত দেবতাগণ এই রত্ন ধারণ করেন। অর্থশালী দেশেরই এর বেশী ব্যবহার দেখা যায়। খুব কম লোকই এই রত্ন ধারণ করতে সমর্থ হন।

হীরার বিভিন্নতা

প্রধানত ঃ হীরায় আট প্রকার ভেদ দেখা যায়।

১। **অধিক সাদাঃ** হাঁসের পালকের সমান শুভ্র হীরাকে হংসপতি হীরা বলে। এটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং শুভ ফলদায়ক।

২। **কমল হীরা–** এই হীরা পদ্মের ন্যায় আভা বিশিষ্ট হয়। এই হীরা অত্যন্ত তেজস্বী হয়। ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং এই হীরা ধারণ করেছেন।

৩। বনস্পতি হীরা–এর বর্ণ হয় শাক-সবজীর মত। এই হীরা অত্যন্ত দুর্লভ।

৪। **বাসন্তী হীরা–** এই হীরার বর্ণ গাঁদা ফুলের মতো হয়। সেজন্য একে বলা হয় বাসন্তী হীরা। শঙ্কর ভগবান স্বয়ং এই হীরা ধারণ করেছেন।

৫। **নীলকণ্ঠ হীরা–** এই হীরা নীলকণ্ঠ পুষ্পের ন্যায়। এটি অত্যন্ত মূল্যবান, শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম শ্রেণীর। দেবরাজ ইন্দ্র এই হীরা কণ্ঠে ধারণ করেছেন।

৬। **শ্যামল হীরা–** কালো অথবা শ্যামবর্ণের এই হীরা ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। যমরাজ এই হীরা ধারণ করেছেন।

৭। **তৈরী হীরা–** এই হীরা তৈলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়। এই হীরা ধারণে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

৮। **পীত হীরা–** এই হীরা বাসন্তী ফুলের পরাগের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়। স্বয়ং কামদেব এই হীরার অধিপতি। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম বৃদ্ধি এবং কেলী ক্রীড়াতে এই হীরাবিমেষ ফলপ্রদ।

হীরার গুণ

হীরার মধ্যে প্রধানতঃ পাঁচটি গুণ আছে।

১। এই রত্নটি বেশ চমকদার হয়।

২। এটি চিক্কন, হাত থেকে পিছ্‌লে যাবার মতো।

৩। এর মধ্যে থেকে একটা রশ্মি দেখা যায়।

৪। অন্ধকারে এই রত্ন জোনাকীর ন্যায় উজ্জ্বল দেখায়।

৫। এটি স্বচ্ছ জলের ন্যায় ও অত্যন্ত সুন্দর কাটাই হয়।

পরীক্ষা– হীরা পরীক্ষার জন্য কতকগুলি বিদি আছে, সেগুলি নিচে উল্লেখ করা হলো।

১। গরম দুধে যদি হীরা ফেলে দেওয়া যায়, এবং তাড়াতাড়ি দুধ ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তাহলে হীরা নির্দোষ বলে জানতে হবে।

২। গরম গলানো ঘিয়ে হীরা ফেলে দিলে, যদি ঘি তাড়াতাড়ি জমতে থাকে তাহলে হীরা নির্দোষ জানতে হবে।

৩। সূর্যের কিরণে হীরা রেখে দিলে, তার ভেতর থেকে ইন্দ্রধনুর ন্যায় কিরণ বিচ্ছুরিত হয়।

৪। যদি তোতলা শিশুর মুখে হীরা রাখা যায়, তাহলে সে ভালোভাবে স্পষ্ট কথা বলতে পারে।

৫। বিপরীত লিঙ্গ হীরা ধারণ করা দেখে বশ হয়।

হীরার বিশেষত্ব

হীরা বেশ চকচকে হয়। সেই সঙ্গে এতে বশীকরণ শক্তিও থাকে প্রবল। হীরা কাছে থাকলে ভূত-প্রেতের ভয় থাকে না। হীরা ধারণ করে যুদ্ধে গেলে বিজয়লাভ হয়। স্ত্রী সহবাস করার সময় দু'জনেই যদি হীরা ধারণ করে থাকে, তাহলে স্তম্ভন কার্য করে এবং কামক্রীড়া অত্যন্ত আনন্দময় হয়।

শত্রু বশ করার ক্ষমতাও হীরার মধ্যে অধিক দেখা যায়। হীরা ধারণে বংশ বৃদ্ধি, ধন-ধান্যবৃদ্ধি এবং লক্ষ্মী অচলা হয়ে থাকে।

হীরা ধারণ করলে বিদ্যুদাহত হবার ভয় থাকে না। কেউ গুণ-তুক্ করতে পারে না। বিষ খেয়ে ফেললেও তার প্রতিক্রিয়া হয় না দেহে। বুদ্ধি, সম্মান, যশ, বল ও দেহের সুস্থতা এবং পুষ্টতা বৃদ্ধি করে।

হীরার দোষ

১। **রক্তমুখী হীরা**– যে হীরার মুখ লালবর্ণ, তাকে রক্তমুখী হীরা বলা হয়। এই হীরা ধন-ধান্য নাশ করে।

২। **পীতমুখী**– হরিদ্রাভ মুখ যুক্ত হীরা বংশ নাশ করে।

৩। **শ্যাম জবী**– যে হীরা শ্যামল যবের ন্যায় আভাযুক্ত বা এই প্রকার চিহ্ন যুক্ত, সেই হীরা বল, বুদ্ধি, বীর্য প্রভৃতি নাশ করে।

৪। **দুর্গন্ধী হীরা**– যে হীরা ধূম্রবর্ণ অর্থাৎ ধোঁয়ার বর্ণ বিশিষ্ট হয়, সেই হীরাগৃহপালিত পশুনাশ করে।

৫। **গর্তযুক্ত হীরা**– যে হীরাতে গর্ত থাকে সেই হীরা রোগ বৃদ্ধি করে।

৬। **শূন্য**– যে হীরা অনুজ্বল তাকে শূন্য হীরা বলে। এই হীরা লক্ষ্মীনাশ করে।

৭। **রেখা যুক্ত**– যে হীরাতে আড়াআড়ি ভাবে রেখা থাকে। সেই হীরা চিত্ত চঞ্চল করে, মনোমালিন্য বৃদ্ধি করে।

৮। **বিন্দুচিহ্ন**– যে হীরাতে যে কোনও বর্ণের ছোট বিন্দু দেখা যায়, সেই হীরা মৃত্যুকারক।

৯। **ধার বা কাটা**– যে হীরা কাটা বা ধারযুক্ত অর্থাৎ মসৃণ নয়, সেই হীরা চৌরভয় বৃদ্ধি করে।

১০। **কাক পাঞ্জা**– যে হীরার মধ্যে কাকের পাঞ্জার ন্যায় চিহ্ন দেখা যায়, সেই হীরা সর্বপ্রকার অনিষ্ট করে।

হীরার উপরত্ন

হীরার উপরত্ন মোট পাঁচটি– ১। দওলা হীরা। ২। তঙ্কু হীরা। ৩। [illegible]লা। ৪। **কুরঙ্গী**। ৫। **স্বিস্মা**।

১। দওলা– এটি হিমালয়, বার্মা, শ্যামদেশে পাওয়া যায়। এটি দেখতে [illegible] এবং শ্বেত বর্ণের হয়।

[illegible] **তঙ্কু**– এটি গোলাপী আভাযুক্ত হয়। কাবেরী এবং গঙ্গার তীরে এটি

৩। কাংসলা– এটি অধিক চিক্কন, কোনীয় হয়। নেপাল রাজ্যের আশপাশে এটি পাওয়া যায়। এটি হাল্কা ধরণের, সবুজ আভা বিশিষ্ট হয়।

৪। কুরঙ্গী– এটি ওজনে ভারী, উজ্বলতা কম ও পীতাভ আভাযুক্ত হয়। গঙ্গার তটে বা গঙ্গার খাড়িতে ও হিমালয়ে এটি পাওয়া যায়।

৫। সিম্মা– এটি সাদা-কালো দাগযুক্ত উজ্বল হয়। ভারতের উত্তরে পাহাড়ী অঞ্চলে পাওয়া যায়।

প্রভাব– যাঁরা হীরা ক্রয় করতে অসমর্থ, হীরা হীরার উপরত্ন ধারণ করবেন। এটি হীঁরার চেয়ে কম শক্তিশালী হয়।

হীরা ধারণের উপযুক্ত ব্যক্তি

১। যে পুরুষ বা নারীর ভূত-প্রেতাদির বাধা থাকে তার শীঘ্র হীরা ধারণ কর্তব্য।

২। বিষক্রিয়া শেষ করতে হীরা প্রবল শক্তিশালী। অতএব যে ব্যক্তিরা বনে-জঙ্গলে কাজ করে অথবা বিষধর জন্তুকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়, তাদের হীরা ধারণ করা কর্তব্য।

৩। তুলা রাশি বা বৃষলগ্নে জাত ব্যক্তিরা হীরা ধারণ করবেন।

৪। কামক্রীড়ায় সাফল্য লাভ করতে পারে না। অর্থাৎ কামক্রীড়ায় যারা স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে পারে না, তারা হীরা ধারণ করবেন।

৫। যাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল নেই, তারা হীরা ধারণ করবেন।

৬। ব্যবসায়িক এজেন্ট, প্রেমিক-প্রেমিকা, যারা একজন অপরজনকে বশ করতে চায়, তাদের হীরা ধারণ করা কর্তব্য।

৭। যাদের জন্মপত্রিকায় শুক্র শুভ ভাবের অধিপতি হয়ে নিজের ভাবে অষ্টম অথবা ষষ্ঠে থাকে তাদের হীরা ধারণ প্রয়োজন।

৮। শুক্র ষষ্ঠ বা অষ্টম ভাবে থাকলে, হীরা ধারণ কর্তব্য।

৯। যদি শুক্রবক্রী, নীচ, অস্তগত, বা পাপ গ্রহের সঙ্গে স্থিত হয়, হীরা ধারণ কর্তব্য।

১০। যে কোনও গ্রহের মহাদশায় শুক্রের অন্তর্দশায় হীরা ধারণ কর্তব্য।

১১। বল, বীর্য কামেচ্ছা বৃদ্ধির জন্য হীরা ধারণ কর্তব্য।

রোগের ওপর হীরার প্রভাব

১। মন্দাগ্নিতে হীরা ভাল মধুসহ সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

২। বীর্য তরল হলে বা তাড়াতাড়ি বীর্যপাত হরে, সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হলে, হীরা ভস্ম দুধের সঙ্গে সেবনে শীঘ্র উপকার হয়।

৩। দুর্বলতা, অশক্ত শরীর, অতিসার, অজীর্ণ, বায়ুপ্রকোপ প্রভৃতি রোগে হীরা ধারণে, আশাতীত ফল দান করে।

৪। প্রয়োগ– বৃষ, তুলা এবং মীন রাশিস্থে শুক্র হলে অথবা শুক্রবার ভরণী, পূর্ব ফল্গুনী বা পূর্বাষাঢ়া হলে শুভ মুহূর্তে হীরা ধারণ কর্তব্য।

শুক্রবার দিনে সূর্যোদয় থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে সোনার আংটিতে হীরা বসিয়ে নিতে হবে। তারপরে যন্ত্র স্থণ্ডিল তৈরী করবে সোনার আংটিতে হীরা বসিয়ে সাত তোলা ওজনের রূপোর পাতে শুক্র যন্ত্র অঙ্কিত করে তার ওপর আংটি রেখে নিম্নমন্ত্রে অভিষেক করবে। যথা–

মন্ত্র– "ওঁ অন্নাত্তরি শ্রুতোরসং ব্রহ্মণাব্যপি তৎক্ষার্থং জয়ঃ সোমং প্রজাপতি পতেন সত্যামিন্দ্রিয়ং বিপনামর্দ্ধং শুক্র সংধহন্দ্রংস্যেন্দ্রিয়মিদং পয়োমৃতং মধু।। এর পরে আংটিতে শুক্রের প্রাণ প্রতিষ্টা করে আংটি পরবে, শুক্র যন্ত্র পূজারি করে আংটি ধারণ করতে হবে।

শুক্র যন্ত্র

শুক্র মন্ত্র– পঞ্চকোর্ণং তু ভার্গবে।"

জপ মন্ত্র– (তন্ত্রোক্ত) "ওঁ আং হং ওঁ সঃ।"

জপ সংখ্যা– ১৬০০০ (ষোলো হাজার) বার।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্র পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। হীরা ধারণ করার পর নিম্নলিখিত বস্তুগুলি গ্রহাচার্যকে দান করবে।

শুক্রের দান– হীরা, রৌপ্য, স্বর্ণ, দুগ্ধ, শ্বেত বস্ত্র, দধি, আতপ চাউল, কর্পূর, ঘৃত, শ্বেত চন্দন, শ্বেত পুষ্প, শ্বেত গাভী সহ শুক্র যন্ত্র।

হীরার ওজন

সাত রতি বা তার চেয়ে বেশী ওজনের সোনার আংটিতে কমপক্ষে এক রতি বা তার বেশী হীরা বসাবে। তাহলে হীরা ফলদায়ক হবে। হীরা ওজনে যত বেশী হবে, তত বেশী ফলদায়ক হবে। হীরাকে সোনার আংটিতে বসাতে হবে।

হীরার ধারণের দিন থেকে সাত বছর পর্যন্ত এর শক্তি অটুট থাকে। তারপরে এর শক্তি কমে যায়। সেজন্য সাত বছর পরে, হীরা পরিবর্তন করে দ্বিতীয় হীরা ধারণ করতে হবে।

নীলা (Sapphire Turguese)

নীলা শনিদেবের প্রধান রত্ন। সংস্কৃতে একে ইন্দ্রনীলমণি, হিন্দীতে নীলম, বাংলায় নীলা, ফারসীতে নীলবিন মাকুত এবং ইংরাজীতে একে সেফায়ার টারগিজ (Sapphire Turguese) বলে।

হিমালয়, বিন্ধ্য, আবু প্রভৃতি পাহাড় অঞ্চলে, লঙ্কা, কাবুল, জাভা প্রভৃতি দেশে নীলা পাওয়া যায়।

নীলার গুণ

নীলার মধ্যে প্রধানতঃ পাঁচটি গুণ দেখা যায়। যেমন–

১। এর বর্ণ হয় নীল, কিন্তু ময়ূরকণ্ঠী বর্ণের নীলা সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।

২। এটি চকচকে নীল কিরণ দেখা যায় এর ভেতরে।

৩। এটি বেশ মসৃণ হয়।

৪। বেশ পরিষ্কার, মসৃণ, উজ্জ্বলতা বিশিষ্ট হয়।

৫। এর কোণ বেশ সুডৌল হয়।

নীলা পরীক্ষা

নীলা আসল অথবা নকল নিম্নভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

১। রৌদ্রে নীলা যেন প্রখর হয়ে ওঠে। প্রখরভাবে এর মধ্যে কিরণ দেখা যায়।

২। একটি কাচের গ্লাসে জল ভর্তি করে, তাতে নীলা ডুবিয়ে রাখলে জলের ভেতর থেকে নীল আভা দেখা যায়।

৩। দুধের মধ্যে নীলা ডুবিয়ে রাখলে, দুধের বর্ণ নীল দেখায়।

সাড়সতী

জন্ম লগ্নে বা চন্দ্রে শনি দ্বাদশে বা দ্বিতীয় থাকেন একে সাড়সতী বলা হয়। শনি এক রাশিতে আড়াই বছর থাকে।

নীলার প্রভাব

সমস্ত রত্নের মধ্যে নীলা এমন একটি রত্ন, যা ধারণ করলে অল্প সময়ের মধ্যেই নিজের প্রভাব দেখাতে পারে। এজন্য নীলা ধারণের পর নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি ঘটতে থাকলে নীলা ধারণ করা উচিত নয়। যেমন–

১। রাত্রে যদি ভয় দেখা যায় বা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখা যায় তাহলে নীলা ধারণ উচিত নয়।

২। নীলা ধারণের পর মুখ মলিন দেখালে বা চোখের রোগে দেখা দিলে নীলা ধারণ উচিত নয়।

৩। যদি কোনও অনিষ্ঠ হয়, তাহলে নীলা ধারণ উচিত নয়।

নীলার দোষ

নীলা ক্রয় করার সময় বেশ দেখে শুনে ক্রয় করতে হয়। এতে সাধারণতঃ নিম্নলিখিতি দোষগুলি দেখা যায়। যেমন–

১। **শ্বেত রেখা যুক্ত–** যদ্নীলার মধ্যে সাদা রেখা, বা সাদা লাইন দেখা যায়, তাহলে সেই নীলায় অস্ত্রাঘাত হয় দেহে।

২। **দুগ্ধবর্ণ–** দুগ্ধ বর্ণের নীলা কুললক্ষ্মী নাশ করে।

৩। **চেরা–** নীলায় চেরা দাগ বা ক্রশ থাকলে দরিদ্রতা বৃদ্ধি করে।

৪। **দ্বিবর্ণ–** দ্বিবর্ণ বিশিষ্ট নীলা সন্তান ও পত্নী নাশক।

৫। **জালযুক্ত–** নীলায় জাল চিহ্ন থাকলে রোগ বৃদ্ধি করে।

৬। **গর্তযুক্ত–** নীলায় গর্ত থাকলে, শত্রু ভয় বৃদ্ধি করে।

৭। **শূন্য–** অনুজ্বল নীলাকে শূণ্য বলা হয়। এই নীলা প্রিয় বন্ধু নাশ করে।

৮। **দাগযুক্ত–** নীলায় ছোট ছোট দাগ থাকলে বিষযুক্ত হয়।

৯। **বিন্দুযুক্ত–** নীলায় ছোট ছোট বিন্দু থাকলে, পুত্রসুখ নষ্ট করে ও রোগ বৃদ্ধি করে।

নীলার উপরত্ন

নীলার প্রধানতঃ দুটি উপরত্ন পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি অর্থাভাব বশতঃ নীলা ক্রয় করতে অসমর্থ, তাঁরা নীলার উপরত্ন ধারণ করবেন। যেমন–

১। **লীলিয়া–** এই রত্নটি নীলবর্ণ এবং হালকা রক্তিম বর্ণ হয়। এটি বেশ স্বচ্ছও উজ্বল হয়। বিন্ধ্যপর্বত, গঙ্গা, যমুনার তটে এটি পাওয়া যায়।

২। **জামুনিয়া–** এই রত্নটির বর্ণ পাতা জামের ন্যায়। একটা হাল্কা গোলাপী আভা দেখা যায়। সাদা রঙেরও পাওয়া যায়। এটি চিক্কন, পরিষ্কার ও উজ্জল হয়। হিমালয় প্রদেশে এটি বেশী পাওয়া যায়।

নীলা ধারণের যোগ্য ব্যক্তি

নীলা ধারণের জন্য বিশেষ বিচার বিবেচনা করা দরকার। নিচে কিছু বিচার পূর্বক নীলা ধারণের কথা বলা হলো। যেমন-

১। মেষ, বৃষ, তুলা, বৃশ্চিত লগ্নের জাতক নীলা ধারণে সৌভাগ্যবান হয়।

২। জন্মপত্রিকায় শনি চতুর্থ স্থানে, পঞ্চমে, দশমে বা একাদশে থাকলে নীলা ধারণ কর্তব্য।

৩। যদি শনি ষষ্ঠাধিপতি বা অষ্টমাধিপতির সঙ্গে অবস্থান করে, তাহলে নীলা ধারণ অবশ্য কর্তব্য।

৪। যদি শনি নিজ ভাবে ষষ্ঠ বা অষ্টম স্থানে স্থিত হয়, নীলা অবশ্যই ধারণ করতে হবে।

৫। শনি মকর বা কুম্ভরাশির অধিপতি হলে, যদি এক রাশি শ্রেষ্ঠ ভাবে থাকে আর দ্বিতীয় রাশি অশুভ ভাবে থাকে তাহলে নীলা ধারণ করবে না। কিন্তু যদি শনি দুটি রাশিতেই শ্রেষ্ঠ ভাবে প্রতিনিধিত্ব করে, তাহলে অবশ্যই নীলা ধারণ করতে হবে।

৬। শনি সাড়সতী চললে নীলা ধারণ করতে হবে।

৭। যে কোনও গ্রহের মহাদশায় শনির অন্তর্দশা চললে, অবশ্যই নীলা ধারণ করতে হবে।

৮। যদি শনি সূর্যের সঙ্গে অবস্থান করে অথবা সূর্য দ্বারা দৃষ্ট হয় তাহলে নীলা ধারণ কর্তব্য।

৯। যদি শনি জন্মকুণ্ডলীতে মেষ রাশিতে অবস্থান করে, তাহলে নীলা ধারণ কর্তব্য।

১০। যদি শনি বক্রী, অস্তগত বা দুর্বল হয় এবং শুভ ভাবের প্রতিনিধিত্ব করে। তাহলে নীলা ধারণ শ্রেষ্ঠ।

১১। শনি প্রধান জাতক-জাতিকার নীলা ধারণ কর্তব্য।

১২। কুটিল কার্য যে ব্যক্তি করে, তার নীলা ধারণ কর্তব্য।

রোগের ওপর নীলার প্রভাব

১। চোখের রোগ, চক্ষু জ্বালা, ক্ষীণ দৃষ্টি, চোখের জল পড়া, ছানি প্রভৃতি রোগে নীলা কেওড়া জলের সঙ্গে ঘষে চোখে দিলে, তাড়াতাড়ি কাজ হয়।

২। পাগলামিতে নীলা ভস্ম শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

৩। নীলা ধারণে চক্ষু রোগ, বমন, কাশি, রক্ত বিকার, বিষম জ্বর প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়।

নীলা প্রয়োগ

শনি মকর বা কুম্ভ রাশিতে থাকলে অথবা উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ, চিত্রা, স্বাতী বা বিশাখা নক্ষত্রযুক্ত শনিবারে শুভ সময় দেখে নীলা ক্রয় করে, পঞ্চধাতু, লোহা বা সোনার আংটিতে বসাবে। আংটির ওজন কমপক্ষে নয় রতি হবে এবং নীলা যেন চার রতির কম না হয়। এমনভাবে ধারণ করতে হবে। চার রতির কম নীলা শক্তিশালী হয় না।

আংটি তৈরী করে তারপর শনি মণ্ডল তৈরী করে, গ্রহ শান্তির সঙ্গে শনি যজ্ঞ করবে। নিম্নলিখিত মন্ত্রে হোম করবে।

হোম মন্ত্র– "ওঁ হ্রীং ঐং শ্রীং শনৈশ্চরায় নমঃ।"

হোম সংখ্যা– ৬০০০ (ছয় হাজার) বার।

এরপর ধনুকাকৃতি শনি মণ্ডল তৈরী করে, তার ওপর নীলার আংটি রাখবে। নয় তোলা রূপার পাতে শনি যন্ত্র উৎকীর্ণ করে স্থাপিত করবে। প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে ষোড়শোপচারে পূজা করবে। তারপর শনি বেদোক্ত নিম্নলিখিত মন্ত্রে ২৩০০০ (তেইশ হাজার) জপ করবে।

মন্ত্র– ওঁ শন্নো দেবী রভিষ্টয়ে আপো (সোম-শন্নো) ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভিস্রবন্তু নঃ।।

তারপর পূর্ণাহুতি দেবার পর শনির আংটি ধারণ করে। শনির দান গ্রহাচার্যকে দেবে।

শনি যন্ত্র

শনি মন্ত্র– "ধনুষাকৃতি মন্দেয়।"

জপ মন্ত্র (তন্ত্রোক্ত)– "ওঁ ষাং ষীং ষূং সঃ শনয়ে স্বাহা।"

জপ সংখ্যা– ২৬০০০ (ছাব্বিশ হাজার) বার।

শনির দান– শনি যন্ত্র, নীলা, লোহা, তিলপাত্র, তিল তেল, মুসুর কলাই, মহিষ, কালো বর্ণের গাভী, কৃষ্ণ বস্ত্র।

সায়ংকালে ভৈরবের পূজা করে দীপ দান করবে।

নীলার ওজন

নীলা চার রতি বা তার চেয়ে বড় হলে বেশী প্রভাবশালী হয়। পঞ্চধাতু বা লোহার আংটি বিশেষ ফলদায়ক। সোনার আংটিতেও নীলা ধারণ করা যায়। ধারণ করার দিন থেকে পাঁচ বছর এটি শক্তিশালী থাকে। তারপর এর শক্তি কমে যায়। সেজন্য পাঁচ বছর পরে আবার নতুন নীলা ধারণ করতে হবে।

গোমেদ (Zircon)

গোমেদ রত্নটি রাহুর রত্ন। সংস্কৃতে একে বলা হয় গোমেদ। ফারসীতে মেদক এবং ইংরাজীতে একে জারকোন (Zircon) বলা হয়। এর বর্ণ কিছুটা পীত এবং গোমূত্রের বর্ণ হয়। সেই সঙ্গে এতে শ্যামলী মধুর ন্যায় আভা দেখা যায়। এটি বেশীর ভাগ চীন, বর্মা, আরব, সিন্ধু নদের কিনারে পাওয়া যায়।

গোমেদের পরীক্ষা

শ্রেষ্ঠ জাতির গোমেদ চমকদার, দেখতে সুন্দর, চিক্কন ও উজ্জ্বল হয়। এটি পেঁচার চোখের মতো দেখতে হয়।

পরীক্ষা– ১। গোমেদ গোমূত্রে চব্বিশ ঘন্টা ডুবিয়ে রাখলে গোমূত্রের রঙ পরিবর্তন হয়ে যায়।

২। গোমেদ কাঠের ওপর ঘষলে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু নকল গোমেদ কাঠের ওপর ঘষলে উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যায়।

গোমেদের গুণ

এই রত্নটি প্রত্যেক বর্ণের জন্য ফলপ্রদ। এই রত্ন ধারণ করে যুদ্ধে গেলে, শত্রু সামনে টিকে থাকতে পারে না। গোমেদ ধারণ করলে অনেক প্রকার রোগ আপনিই আরোগ্য হয়ে যায়।

গোমেদের দোষ

দোষী গোমেদ ক্রয় অহিতকর। গোমেদের মধ্যে নিম্নলিখিত দোষগুলি দেখা যায়।

১। **রক্তিম–** লাল মুখ যুক্ত বা লাল বর্ণযুক্ত গোমেদ দেহে নতুন নতুন ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

২। **রুক্ষ–** রুক্ষ গোমেদ ধারণে সমাজে মানহানি হয়।

৩। **শূন্য–** অমসৃণ ও অনুজ্জ্বল গোমেদ পত্নীর মৃত্যু ঘটায় ও রোগ বৃদ্ধি করে।

৪। **আরবী–** বিবর্ণ বর্ণের গোমেদ অর্থ নাশ করে।

৫। **গর্তযুক্ত–** যে গোমেদে গর্ত ইত্যাদি থাকে, সেই গোমেদ লক্ষ্মীহানি ঘটায়। সেই সঙ্গে অর্থ নাশ, শষ্যাদি নাশ করে।

৬। **ছাপযুক্ত–** যে গোমেদে অন্য কোনও বর্ণ বা বর্ণের ছাপ বা দাগ থাকে, সেই গোমেদ গৃহপালিত পশু নাশ করে।

৮। **ছিট্‌যুক্ত–** যে গোমেদে লাল বা কালো বর্ণের ছিটে থাকে, সেই গোমেদ দর্ঘটনা ঘটায়।

৯। **চিরযুক্ত–** যে গোমেদে চির বা ক্রশ চিহ্ন থাকে, সেই গোমেদ সমাজে বিরোধ ঘটায়।

১০। **দ্বিবর্ণ–** গোমেদে দুটি বর্ণ দেখা গেলে, সেই গোমেদ ধারণে দেশত্যাগী করায়।

১১। শ্বেত বিন্দু– শ্বেতবিন্দু যুক্ত গোমেদ ভাগ্যহীন করায়।

১২। জালচিহ্ন– জাল চিহ্নযুক্ত গোমেদ সর্বপ্রকার সুখ-শান্তি নাশ করে।

গোমেদের উপরত্ন

প্রধানতঃ গোমেদের দু'টি উপরত্ন আছে। যাঁদের পক্ষে গোমেদ ধারণ সম্ভব নয়, তাঁরা উপরত্ন ধারণ করবেন।

১। তুরসা– এটি চিক্কন, হাল্কা হরিদ্রাবর্ণ ও পরিষ্কার উজ্বল হয়। এটি বেশীর ভাগ আরব, ইরাণ, ইরাক, প্রভৃতি দেশে পাওয়া যায়। এর চার প্রকার রঙ্ হয়। যেমন--১। লাল, ২। হালকা হরিদ্রাভ, ৩। সবুজ এবং ৪। শ্যামবর্ণ।

২। সাফী–এটি অল্প মসৃণ ও অল্প চমকদার হয়। ওজনে কিছুটা ভারী হয়। এটি হিমালয়, বিন্ধ্য পাহাড়ী অঞ্চলে পাওয়া যায়।

গোমেদ অপেক্ষা উপরত্নের শক্তি কম হয়। অর্থাৎ দেরীতে ফল দেয়।

গোমেদ প্রয়োগ

স্বাতী, শতভিষা অথবা আর্দ্রা নক্ষত্রের দিন প্রাতে পঞ্চধাতু বা লোহার সাত রতির আংটিতে কমপক্ষে চার রতির বা তার চেয়ে বেশী গোমেদ বসাবে। প্রাতে সাড়ে দশটার পর রাহু যজ্ঞ করবে। সুপ্পাকার রাহু স্থণ্ডিল তৈরী করবে। তার ওপর এগারো তোলার রূপার পাতে রাহু যন্ত্র উৎকীর্ণ করিয়ে স্থণ্ডিলের ওপর রাখবে। তার ওপর গোমেদ রাখবে। তৎপশ্চাৎ তার ওপর আংটি রেখে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে। হোমের সময় নিম্নমন্ত্রে আহুতি দেবে।

আহুতি মন্ত্র– "ওঁ ক্রোং ত্রীং হুং হুং টং টংক ধারিণে রাহবে স্বাহা।"

আহুতি সংখ্যা– ১০০০ (এক হাজার)।

বেদোক্ত রাহুর মন্ত্র– ১৮০০০ (আঠারো হাজার) জপ করাবে।

মন্ত্র– "ওঁ কয়ানাশ্চিত্র আভুবদূতী যদাবৃধঃ সখা।
কয়া শচিষ্ঠয়াবৃতাঃ।।"

রাহু যন্ত্র

গোমেদ ধারণে যোগ্য ব্যক্তি

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ গোমেদ ধারণ অবশ্যই করবেন।

১। যে সব জাতকের রাশি বা লগ্ন মিথুন, তুলা, কুম্ভ বা বৃষ, তাদের গোমেদ ধারণ করা অবশ্য কর্তব্য।

২। লগ্নে, কেন্দ্র স্থানে প্রথম, চতুর্থ, নবম ও দশম বা একাদশে রাহু স্থিত হলে গোমেদ ধারণ কর্তব্য।

৩। তৃতীয়ে, নবমে, একাদশে বা দ্বিতীয়ে রাহু থাকলে অবশ্যই গোমেদ ধারণ করতে হবে।

৪। যদি রাহু আপন রাশিতে ষষ্ঠ বা অষ্টম স্থানে স্থিত হয়, তাহলে গোমেদ ধারণ কর্তব্য।

৫। শুভ ভাবাধিপতি হয়ে আপন ভাবে অষ্টম বা ষষ্ঠ স্থানে রাহু থাকলে, গোমেদ শুভ প্রভাব বিস্তার করে।

৬। যদি রাহু ধনু রাশিতে থাকে, তাহলে গোমেদ ধারণ অবশ্য কর্তব্য।

৭। রাহু মকর রাশির অধিপতি হলে মকর লগ্নযুক্ত জাতকের পক্ষে গোমেদ শ্রেষ্ঠ রত্ন।

৮। রাহু শ্রেষ্ঠ ভাবাধিপতি হয়ে সূর্য কর্তৃক দৃষ্ট হয় বা সূর্যের সঙ্গে স্থিত হয়, অথবা সিংহ রাশিতে স্থিত হয়, তাহলে অবশ্যই গোমেদ ধারণ কর্তব্য।

৯। রাহু রাজনীতির কারক গ্রহ। অতএব যে ব্যক্তি সক্রিয় রূপে রাজনীতিতে যুক্ত বা রাজনীতিতে প্রবেশ করতে চেষ্টা করছেন, তার জন্য গোমেদ রত্ন শ্রেষ্ঠ।

১০। শুক্র এবং বুধের সঙ্গে রাহুস্থিত হলে, গোমেদ ধারণ করতে হবে।

১১। চুরি, জুয়া, স্মাগলিং ইত্যাদি পাপ কাজের হেতু রাহু। অতএব এর জন্যও গোমেদ রত্ন ধারণ করা উচিত।

১২। ওকালতি, ন্যায়, রাজ্যপক্ষ প্রভৃতির উন্নতির জন্য, গোমেদ ধারণ কর্তব্য।

রোগের ওপর গোমেদের প্রভাব

১। গোমেদ ভস্ম নিয়ত সেবন করলে—বল বুদ্ধি এবং বীর্য বৃদ্ধি পায়।

২। মৃগী, মাথাঘোরা, বায়ুবিকার, অর্শ প্রভৃতি রোগে গোমেদ ভস্ম দুধের সঙ্গে সেবনে উপকার হয়।

৩। গোমেদ ধারণ করলে— চুলকানি, খোস, উপদংশ, জ্বর, প্লীহা প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়।

রাহু যন্ত্র— "সুপ্তাকরং তু রাহ'ব।"

জপ মন্ত্র—(তন্ত্রোক্ত) "ওঁ ভ্রাং ভ্রীং ভ্রং সঃ রাহবে স্বাহা।"

জপ সংখ্যা—১৮০০০ (আঠারো হাজার)।

রাহুর দান–রাহু যন্ত্র, গোমেদ, গম, নীল বস্ত্র, কম্বল, তিল, সরিষার তৈল, লৌহ, অভ্রক।

গোমেদের ওজন

চার রতির কম ওজনের গোমেদ এবং সাত রতির কম ওজনের আংটি নিষ্ফল হয়। অতএব গোমেদ ৪ রতির বেশী হলে ভাল ফল দেয় এবং আটিং ৭ রতি ওজনের হওয়া চাই।

গোমেদ ধারণ করার দিন থেকে তিন বছর পর্যন্ত এর শক্তি বজায় থাকে৷৷ তারপর নতুন গোমেদ ধারণ করতে হবে।

ক্যাট্‌স্ আই (Cats Eye)

এই রত্নটিকে হিন্দীতে লহসুনিয়া বা লহসনিয়া, সংস্কৃতে সূত্রমণি বা বৈদূর্য্য, ফারসীতে ব্যায়ড়ুর, ইংরাজীতে একে ক্যাট্‌স্ আই (Casts Eye) বলে। এটি হলো কেতুর রত্ন।

এই মণিটিতে একটি সাদা দাগ দেখা যায়। একাধিক রেখাযুক্ত এই মণি সাধারণ। আড়াইটি রেখাযুক্ত হলে তাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। বিন্ধ্যপর্বত, হিমালয়, মহানদী, এবং কাবুল, লঙ্কা প্রভৃতি দেশে এটি পাওয়া যায়।

এটি রাত্রিকালে বিড়ালের চোখের ন্যায় জ্বলতে থাকে। এজন্যই একে ইংরাজীতে Cats Eye Stone বলা হয়।

এই রত্নটি প্রধানতঃ চার রঙের পাওয়া যায়। যেমন–১। হল্‌দে শুক্‌নো পাতার রঙ, ২। কালো, ৩। সবুজ এবং ৪। সবুজ। কিন্তু সমস্ত প্রকার রত্নেই সাদা রেখা অবশ্যই পাওয়া যায়। কখনও কখনও ধোঁয়ার রঙের রেখাও দেখা যায়। আড়াই সূত্রযুক্ত মণি সব থেকে মূল্যবান এবং শ্রেষ্ঠ।

ক্যাট্‌স্ আই রত্নের গুণ

এই রত্নটি প্রধানতঃ পাঁচ গুণ বিশিষ্ট দেখা যায়।

১। এটি বেশ চমকদার হয়।

২। এটি চিক্কন তথা পিচ্ছিল হয়।

৩। এর ওপর যজ্ঞোপবীতের মতো রেখা থাকে।

৪। এটি শ্রেষ্ঠ ঘাটযুক্ত।

৫। এটি কিছুটা ওজনযুক্ত হয়।

প্রভাব–এই রত্নটি জীবনে উত্তম প্রভাব বিস্তার করে। এই রত্ন ধারণে সন্তান বৃদ্ধি, সম্পত্তি, স্থির লক্ষ্মী এবং আনন্দ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ভূত-প্রেতের ভয় থাকে না। যুদ্ধের সময় এটি প্রবল শত্রু সংহারক।

পরীক্ষা–১। সাদা কাপড়ে ঘষলে এর উজ্বলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই রকম রত্ন শ্রেষ্ট বলে জানবে।

২। হাড়ের ওপর এই রত্নটি রাখলে, হাড়টি এপার ওপার ছেদ করে দেয়।

৩। অন্ধকারে রাখলে, এর ভেতর দিয়ে একটা কিরণ দেখা যায়।

দোষ–**এই** রত্নটির প্রধানত দশটি দোষ দেখা যায়। নিচে তার বিবরণ দেওয়া হলো।

১। **ছাপযুক্ত**–যদি এই রত্নের ওপর অন্য কোনও রঙের ছাপ দেখা যায় তাহলে সেই রত্ন রোগ সৃষ্টি করে।

২। **গর্তযুক্ত**–যদি কণ্ডিত হয় বা তাতে ছেদ থাকে বা গর্ত থাকে তাহলে শত্রু ভয় বৃদ্ধি করে।

৩। **রেখাযুক্ত**–যদি ঢেউ খেলানো রেখা থাকে, তাহলে চক্ষুরোগ হয়।

৪। **চীরযুক্ত**– এই রত্ন চীর যুক্ত হলে বা ক্রশ চিহ্ন থাকলে, শস্ত্রাঘাত করায় দেহে।

৫। **শূন্য**–যাতে উজ্বলতা থাকে না, সেই রত্ন লক্ষী নাশ করে।

৬। **জাল যুক্ত**–যাতে জাল চিহ্ন থাকে, সেই রত্ন পত্নী নাশ করায়।

৭। **রক্তবিন্দু**–যাতে লাল ছিটে থাকে, সেই রত্ন কারাবাস করায়।

৮। **শ্বেতবিন্দু**–যাতে সাদা বিন্দুর মত দাগ থাকে, সেই রত্ন প্রাণে কষ্ট দেয়।

৯। **মধু বিন্দু**–**মধুর** সমান ছিটে দাগ থাকলে, রাজকীয় ব্যাপারে কষ্ট দেয়।

১০। **পঞ্চবিকা**–**যাতে** পাঁচটি বা অধিক রেখা থাকে, সেই রত্ন হানিকারক।

ক্যাট্‌স্ আইয়ের উপরত্ন

যাঁরা ক্যাট্‌স্ আই ক্রয় করতে অসমর্থ, তারা এর উপরত্ন ধারণ করবেন। তবে উপরত্ন কম শক্তিশালী। এর তিনটি উপরত্ন।

১। **সঙ্গী**– এটি লাল, হরিদ্রাবর্ণ, কালো, সবুজ, ময়লা, সাদা, প্রত্যেক রঙের পাওয়া যায়। এগুলি মসৃণ ও উজ্বল হয়। হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদীগুলিতে এগুলি বেশি পাওয়া যায়।

২। **গোদন্ত**–এটি চিক্কন, সাদা ও উজ্বল হয়। এগুলি ওজনে হাল্কা হয়। বিন্ধ্য এবং হিমালয় অঞ্চলে এটি পাওয়া যায়।

৩। **গোদন্তী**–এটি গরুর দাঁতের মতো উজ্বল হয়। গোমতী, গণ্ডক প্রভৃতি নদীতে এটি বেশি পাওয়া যায়।

ক্যাট্‌স্‌ আই ধারণের যোগ্য ব্যক্তি

এটি প্রধানতঃ কেতু গ্রহের রত্ন। অতএব যার জন্মকুণ্ডলীতে কেতু গ্রহ দূষিত, দুর্বল, বা অস্তগত। তারা এই রত্ন ধারণ করবেন।

১। জন্মকুণ্ডলীতে কেতু দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, নবম বা দশম ভাবে স্থিত হয়, তাহলে এই রত্ন ধারণ কর্তব্য।

। যদি কেতু, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শুক্র এক সঙ্গে স্থিত হয়, তাহলে এই রত্ন ধারণ কর্তব্য।

৩। যদি কেতু সূর্যের সঙ্গে থাকে বা সূর্য দ্বারা দৃষ্ট হয়। তাহলে এই রত্ন ধারণ কর্তব্য।

৪। কেতু শুভ ভাবের অধিপতি হয়ে, সেই ভাবে কেতু ষষ্ঠ বা অষ্টম স্থানে স্থিত হলে, এই রত্ন ধারণ করা শ্রেষ্ঠ।

৫। যদি কেতু পঞ্চমাধিপতি অথবা ভাগ্যাধিপতির সঙ্গে হয়, তাহলে এই রত্ন ধারণ কর্তব্য।

৬। ধনাধিপতি, আয়াধিপতি, রাজ্যাধিপতি, ভাগ্যাধিপতি, চতুর্থাধিপতি কেতুর সঙ্গে যুক্ত থাকে বা সম্বন্ধ যুক্ত হয়, তাহলে এই রত্ন ধারণ করতে হবে।

৭। যদি কেতুর মহাদশা বা অন্তর্দশা চলে, তাহলে এই রত্ন ধারণ কর্তব্য।

৮। কেতুর সঙ্গে সম্বন্ধিত যে কারক অথবা যে পদার্থ কেতু গ্রহের কারক। জীবনে সেই সব বস্তুতে উন্নতি করার জন্য এই রত্ন ধারণ করা কর্তব্য।

৯। সৌম্য এবং শুভগ্রহের সঙ্গে কেতু থাকলে, এই রত্ন ধারণ কর্তব্য।

১০। যদি ভূত-প্রেতের বাধা বা ভয় থাকে, তাকে এই রত্ন ধারণ করতে হবে।

১১। কেতু জনিত দোষ নিবৃত্তির জন্য এই রত্ন ধারণ কর্তব্য।

রোগের ওপর এই রত্নের প্রভাব

১। দুধের সঙ্গে এই রত্ন ভস্ম সেবন করালে উপদংশ, প্রমেহ আরোগ্য হয়।

২। ঘিয়ের সঙ্গে এই রত্ন ভস্ম খেলে নপুংসকতা রোগ দুর হয়। বীর্য গাঢ় হয়।

৩। মধুর সঙ্গে এই রত্ন ভস্ম খেলে রক্তবাহ্যে আরোগ্য হয়।

৪। অশ্বত্থ কাঠের ছাইয়েব সঙ্গে এই রত্ন ভস্ম সেবনে নেত্র রোগ আরোগ্য হয়।

৫। এই রত্ন ধারণে অজীর্ণ, আমবাত, মধুমেহ (ডায়াবেটিস) প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

ক্যাট্‌স্ আই প্রয়োগ

মেষ, মীন বা ধনু রাশিতে চন্দ্র থাকলে অথবা অশ্বিনী, মঘা, মূলা নক্ষত্র যুক্ত বুধবার, শুক্রবার, এর যে কোনদিন সন্ধ্যায় পাঁচটা থেকে আটটার মধ্যে লোহা বা পঞ্চ ধাতুর সাত রতি আংটি তৈরি করবে। তার ওপর কমপক্ষে চার রতির এই রত্ন জড়াবে। এই রত্নটি একমাত্র পঞ্চধাতু বা লোহার সঙ্গেই বেশি ফল দেয়। সাত রতির কম আংটি, চার রতির চেয়ে কম রত্ন প্রভাবশালী হয় না।

দ্বিতীয় দিন প্রাতে নটার সময় কেতু মণ্ডল তৈরি করে অর্থাৎ ধ্বজাকার কেতু হুণ্ডিল তৈরি করবে। সাত তোলা রূপার পাতের ওপর কেতু যন্ত্র খোদাই করাবে। তার ওপর রত্ন জড়িত আংটি রেখে-প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে ষোড়শোপচারে কেতুর পূজা করবে।

পূজা শেষে নিম্ন মন্ত্রে হোম করবে। যথা–

মন্ত্র–"ওঁ হ্রীং ক্রীং কুং ক্রূররূপিন্যৈ কেতবে স্বাহা।

আহুতি সংখ্যা–২৭০০ (দু'হাজার সাত শত)।

অতঃপর কেতুর দেবোক্ত মন্ত্র ১৭০০০ (সতের হাজার) জপ করবে।

বেদোক্ত মন্ত্র–"ওঁ কেতু কৃন্নস্বকেতবে পেশোমর্যা অপেশসে।
সমুসদ্ভি রজায়থাঃ।।

অতঃপর আংটি ধারণ করে পূর্ণাহুতি দেবে।

কেতুযন্ত্র

কেতুযন্ত্র–"কেতবে তু ধ্বজাকার।"

জপ মন্ত্র–(তন্ত্রোক্ত) "ওঁ ক্লাং ক্লীং ক্লূং সঃ কেতবে স্বাহা।"

জপ সংখ্যা–১৭০০০ (সতের হাজার) বার।

কেতুর দান–ক্যাট্‌স্ আই, লোহা তিল, কেতু যন্ত্র, তিল, কম্বল, কস্তুরী, অস্ত্র, কৃষ্ণ বস্ত্র, সরষের তেল, কৃষ্ণ পুষ্প।

ওজন

এই রত্নটি ধারণ করার দিন থেকে তিন বছর পর্যন্ত এর শক্তি বর্তমান থাকে। তারপরে এর শক্তি কমে যায়। অতএব তিন বছর পরে নতুন রত্ন ধারণ করতে হবে।

বিঃ দ্রঃ—যন্ত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্র সূর্য গ্রহ পূজায় দেওয়া হয়েছে।

গ্রহদোষে মূল ধারণ

মূলং ধার্য্যং ত্রিশূল্যাং সবিতরি বিগুণে ক্ষীরিকামূলামিন্দৌ,
জিহ্বাগ্রে ভূমিপুত্রে রজনিকারসুতে বৃদ্ধদারস্য মূলম্।
ভার্গ্যা জীবে থ শুক্রে ভবতি শুভকরং সিংহপুচ্ছস্য মূলম,
বাট্যালধ্বার্কপুত্রে তমসি মলয়জং কেতুদোষে শ্বগন্ধম্।।

অনুবাদ—সূর্য বিরুদ্ধ হলে—বিলম্বমূল। চন্দ্রে—ক্ষীরিকামূল। মঙ্গলে—অনন্ত মূল। বুধে—বৃদ্ধদারকের (বিষখড়কে) মূল। শনিতে—শ্বেত বেড়েলার মূল। রাহুতে—শ্বেত চন্দনের মূল। কেতুতে—অশ্বগন্ধার মূল ধারণ করতে হয়।

মূল তোলার নিয়ম

যে গ্রহের যে মূল শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। মূল তোলার পূর্বদিনে সেই গাছের কাছে গিয়ে জল দ্বারা গাছকে স্নান করিয়ে গাছে ধূপ-দীপ দিয়ে প্রণাম ও ৭ বার প্রদক্ষিণ করে আসবে।

পরদিন গাছের কাছে গিয়ে কিছু শ্বেত সরিষা ছড়িয়ে ভূতাপসারণ করবে। মন্ত্র—
যথা—"ওঁ অপসর্পন্তুতে ভূতাঃ যে ভূতা ভুবি সংস্থিতা।
যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্ত শিবাজ্ঞয়া।
বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সবীসৃপাঃ।
অপসর্পন্তুতে সর্বে নারসিংহেন তাড়িতা।।

তারপর গন্ধ-পুষ্প, ধূপ, দীপ অক্ষত দ্বারা বৃক্ষের পূজা করবে।

মন্ত্র—"ওঁ বৃক্ষ দেবতায় নমঃ।"

তারপর করজোড়ে পাঠ করবে—হে বৃক্ষ দেবতা। আমি অমুক গ্রহশান্তির জন্য আপনার মূল গ্রহণ করছি। আপনি আমার গ্রহদোষ শান্তি করুন। এই বলে প্রণাম করে, মুল তুলে আনতে হবে।

মূল শোধন—মূল তুলে এনে এক ইঞ্চি ওপর কেটে পঞ্চগব্যে স্নান করিয়ে তার ওপর বিরুদ্ধ গ্রহের পূজা করে। গ্রহের মন্ত্র তার ওপর সাধ্যমতা জপ করে ধারণ করবে।

মূল তোলার শুভদিন ও সময়

সূর্যের জন্য–বিল্বমূল–পূন্যানক্ষত্রযুক্ত বা কৃত্তিকা, উত্তরফাল্গুনী কিংবা উত্তরাষাড়া যুক্ত রবিবারে প্রাতঃ ৯টার মধ্যে মুল ধারণ করতে হবে। চার থেকে পাঁচ রতি মূল ধারণ করতে হবে। লাল রেশমী সুতায় ধারণ কর্তব্য।

চন্দ্রের–ক্ষীরিকা মূল। পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত বৃহস্পতিবার অথবা রবিবারে প্রাতে সূর্যোদয় থেকে বেলা দশটার মধ্যে পাঁচ রতি ওজনের মূল সাদা সূতায় ধারণ করতে হবে।

মঙ্গলের–অনন্তমূল। মেষ অথবা বৃশ্চিক রাশিতে চন্দ্র অবস্থান করলে বা মঙ্গল স্থিত হলে সেইদিন মৃগশিরা, চিত্রা কিংবা ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে সূর্যোদয় থেকে এগারোটার মধ্যে ছয় থেকে সাত রতি মূল লাল সূতায় ধারণ করতে হবে।

বুধের–বৃদ্ধদারকের মূল। অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা, রেবতী নক্ষত্রযুক্ত বুধবার সূর্যোদয় থেকে বেলা সাড়ে দশটার মধ্যে ৬।৭ রতি মূল নীল সূতায় ধারণ করবে বা সবুজ সূতায় ধারণ করবে।

বৃহস্পতির–ব্রহ্মযষ্টির (বামনহাটির) মূল পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত বৃহস্পতিবারে প্রাতে বেলা এগারোটার মধ্যে ৬ রতি মূল হলদে সূতায় ধারণ করবে।

শুক্রের–সিংহপুচ্ছের (রামবাসক) মূল, বৃষ, তুলা মীন রাশিতে শুক্র থাকলে, অথবা ভরনী, পূর্বফাল্গুনী, পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রযুক্ত শুক্রবার শুভ মুহূর্তে কমপক্ষে ৬ রতি সাদা সূতায় ধারণ করবে।

শনির–শ্বেত বেড়েলা মূল। শনি মকর বা কুম্ভ রাশিতে থাকলে, কিংবা উত্তরাষাঢ়া শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ, চিত্রা, স্বাতী বা বিশাখা নক্ষত্রযুক্ত শনিবারে শুভ সময়ে ১০ রতি মূল কালো সূতায় করে বাঁধবে।

রাহুর–শ্বেত চন্দন মূল। স্বাতী, শতভিষা, আর্দ্রা নক্ষত্রে শুভ সময়ে ৮-১০ রতি মূল নীল সূতায় ধারণ করবে।

কেতুর–অশ্বগন্ধার মূল। মেষ, মীন বা ধনু রাশিতে চন্দ্র থাকলে, অথবা অশ্বিনী, মঘা, মূলা নক্ষত্রযুক্ত বুধবার বা শুক্রবার সন্ধ্যায় পাঁচটা থেকে আটটার মধ্যে ৮/৯ রতি ছাই রঙের সূতায় ধারণ করবে।

গ্রহদোষে ধাতু ধারণ

দোষে না স্যাদ্গ্রহাণামশিশির কিরণে, তাম্রমিন্দ্রৌ চ শঙ্খং,
পৃথ্বীপুত্রে প্রবালং শশধর তনয়ে শাতকৌম্ভং ভুজেন।
দেবাচার্যে চ মুক্তাং মণিময়ুরগুরৌ সীপকং সূর্যশূনৌ,
রাহৌ লৌহং ত্বরিষ্টে মলয়জ তনয়ে রাজপট্টং বিভর্ত্তুঃ।।"

অনুবাদ—সূর্যের তাম্র। চন্দ্রের শঙ্খ। মঙ্গলের—স্বর্ণ। বুধের—স্বর্ণ। বৃহস্পতির—রূপা। শুক্রের—রূপা। শনির—লোহা, সীসা। রাহুর—পঞ্চধাতু। কেতুর—পঞ্চধাতু। মহান্তরে—সূর্যের—স্বর্ণ। চন্দ্রের—রৌপ্য

পঞ্চাধাতু—পঞ্চধাতু অর্থে—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য (মতান্তরে সলী) ও লৌহ।

সূর্যের—স্বর্ণ অথবা তাম্র। পুষ্যা, কৃত্তিকা, উত্তরফাল্গুণী, বা উত্তরাষাঢ়া যুক্ত রবিবারে সকাল ৯ টার মধ্যে সোনা বা তামার আংটি তৈরি করিয়ে, পঞ্চগব্যে স্নান করিয়ে, আংটিতে সাধ্যমত উপচারে সূর্যের পূজা করে এবং সাধ্যমত সূর্যমন্ত্র জপ করে। ডান হাতের অনামিকা অঙ্গুলিতে ধারণ করবে। ৫ রতি সোনার বা তামার আংটি হবে।

চন্দ্রের—শঙ্খ বা রৌপ্য। পুষ্যানক্ষত্র যুক্ত বৃহস্পতিবার, সোমবার বা রবিবারে বেলা দশটার মধ্যে ৫ রতি ওজনের শঙ্খের বা রূপার আংটি তৈরি করে শোধিত পঞ্চগব্যে স্নান করিয়ে, আংটিতে যথাসাধ্য উপচারে চন্দ্রের পূজা করে ও চন্দ্রমন্ত্র সাধ্যমত জপ করে বাঁ হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে ধারণ করবে।

মঙ্গলের—স্বর্ণ। মেষ বা বৃশ্চিক রাশিতে চন্দ্র থাকলে কিংবা মঙ্গল থাকলে, যদি মঙ্গলবারে মৃগশিরা, চিত্রা বা ধনিষ্ঠা নক্ষত্র যোগ হয় সেইদিন বেলা ১১টার মধ্যে সোনার আংটি তৈরি করে শোধিত পঞ্চগব্যে স্নান করিয়ে, আংটির ওপর যথাসাধ্য উপচারের মঙ্গলের পূজা ও জপ করে বাঁ হাতের মধ্যমা অঙ্গুলিতে ধারণ করতে। ৬ রতি সোনার আংটি তৈরি করতে হবে।

বুধের—স্বর্ণ। অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা, রেবতী নক্ষত্রযুক্ত বুধবারে সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে ৬ রতি সোনার আংটি নিয়ে শোধিত পঞ্চগব্যে স্নান করিয়ে আংটিতে সাধ্যমত উপচারে বুধের পূজা ও মন্ত্র জপ করে ডান হাতের কনিষ্ঠা আঙুলের ধারণ করবে।

বৃহস্পতিবার—রৌপ্য। পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত বৃহস্পতিবারে সূর্যোদয় হবার পর ৭/৮ রতির রূপার আংটি তৈরি করে এনে শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করিয়ে তাতে বৃহস্পতির যথাশক্তি পূজা করে ও যথাশক্তি বৃহস্পতি মন্ত্র জপ করে। ডানহাতের তর্জনীতে ধারণ করবে।

শুক্রের—রূপা। বৃষ, তুলা অথবা মীন রাশিতে শুক্র থাকলে অথবা ভরণী, পূর্বফাল্গুনী, বা পূর্বাষাঢ়াযুক্ত শুক্রবারে ৭ রতি রূপার আংটি তৈরি করে শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করিয়ে তার ওপর যথাসাধ্য উপচারে

শুক্রের পূজা করে ও শুক্রমন্ত্র জপ করে উক্ত আংটি ডান হাতের তর্জনীতে ধারণ করবে।

শনির–লোহা বা সীসা। শনি মকর বা কুম্ভ রাশিতে থাকলে অথবা, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ, চিত্রা, স্বাতী বা বিশাখা নক্ষত্রযুক্ত শনিবারে শুভ সময়ে ৭ রতির লোহা বা সীসার আংটি এনে শোধিত পঞ্চগব্যে স্নান করিয়ে, তার ওপর শনিদেবের পূজা ও জপ যথাশক্তি করে ডানহাতের মধ্যমায় ধারণ করবে।

রাহুর–পঞ্চধাতু। স্বাতী, শতভিষা বা আর্দ্রা নক্ষত্রের দিন পঞ্চধাতুর (সোনা, রূপা, তামা, কাসা, ও লোহা) অথবা লোহার আংটি ৭ রতি ওজনের এনে প্রাতে শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা শোধন করিয়ে তার ওপর যথাশক্তি উপচারে রাহুর পূজা ও জপ করে আংটি বাঁ হাতের যে কোন আঙ্গুলে ধারণ করবে।

কেতুর–পঞ্চধাতু। মেষ, মীন বা ধনু রাশিতে চন্দ্রস্থিত হলে কিংবা অশ্বিনী, মঘা, মূলা নক্ষত্রযুক্ত বুধবার বা শুক্রবারে সন্ধ্যার পাঁচ থেকে রাত আটটার মধ্যে শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করিয়ে আংটিতে যথাসাধ্য উপচারে কেতুর পূজা করে এবং জপ করে বাঁ হাতের অঙ্গুলিতে ধারণ করবে।

নবগ্রহের ধ্যান

সূর্যের ধ্যান

ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষ গুণৈক সিন্ধুং
ভানুং সমস্ত জগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈ-
র্মানিক্য মৌনি মরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্।।

পূজা মন্ত্র–"ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায়"।

প্রণাম মন্ত্র– জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতো স্মি দিবাকরম্।।

প্রকারান্তর সূর্যের ধ্যান

"ওঁ ক্ষত্রিয়ং কাশ্যপং রক্তং কালিঙ্গং দ্বাদশাঙ্গুলম্।
পদ্মহস্তদ্বয়ং পূর্বাননং সপ্তাশ্ববাহনম্।
শিবাধিদৈবতং সূর্য্যং বহ্নি প্রত্যাধিদৈবতম্।।"

চন্দ্রের ধ্যান

ওঁ সামুদ্রং বৈশ্যমাত্রেয়ং হস্তমাত্রং সিতাম্বরম্।
শ্বেতং দ্বিবাহুং বরদং দক্ষিণং সগদেতরম্।।
দশাশ্বং শ্বেত পদ্মস্থং বিচিন্ত্যোমাধিদৈবতম্।
জলপ্রত্যধিদৈবঞ্চ সূর্যাস্যমাহ্বয়েত্তথা।।"

পূজা মন্ত্র—"ওঁ ঐং ক্লীং সোমায়।"

প্রণাম মন্ত্র—"**দিব্যশঙ্খ** তুষারাভ্যং খিএরাদার্ণব সম্ভবম্।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুট ভূষণম্।।"

মঙ্গলের ধ্যান

"ওঁ আবন্ত্যং ক্ষত্রিয়ং রক্তং মেষস্থং চতুরঙ্গুলম্
আরক্তমাল্যবসনং ভারদ্বাজং চতুর্ভুজম্।।
দক্ষিণার্দ্ধক্রমাচ্ছক্তি বরাভয় গদাকরম্।
আদিত্যাভিমুখং দেবং তদ্বদেব সমাহ্বয়েৎ।
স্কন্দাধিদৈবতং ভৌমং ক্ষিতি প্রত্যাদিদৈবতম্।।"

পূজা মন্ত্র—"ওঁ হুং শ্রীং মঙ্গলায়।"

প্রণাম মন্ত্র— "ধরণী গর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জ সমপ্রভম্।
কুমারং শক্তি হস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গ নমাম্যহম্।।"

বুধের ধ্যান

"ওঁ মাগধং দ্ব্যঙ্গুলাত্রেয়ং বৈশ্যং পীতং চতুর্ভুজম্।
বামোর্দ্ধক্রমতশ্চর্ম্মগদা বরদ খড়্গিনম্।।
সূর্যাস্যং সিংহগং সৌম্যং পীতবস্ত্রং তথাহ্বয়েৎ।
নারায়ণাধিদৈবঞ্চ বিষ্ণু প্রত্যাধি দৈবতম্।।"

পূজা মন্ত্র—"ওঁ ঐং শ্রীং বুধায়।"

প্রণাম মন্ত্র— "প্রিয়ঙ্গুকলিকা শ্যামং রূপেণা প্রতিমং বুধম্।
সৌম্য সর্বং গুণোপেতং তং বুধং প্রণমাম্যহম্।।"

বৃহস্পতির ধ্যান

"ওঁ দ্বিজমাঙ্গিরসং পীতং সৈন্ধবঞ্চ ষড়ঙ্গুলম্।
ধ্যায়েৎ পীতাম্বরং জীবং সরোজস্থং চতুর্ভুজম্।।
দক্ষোর্দ্ধাদক্ষবরদকারকাদণ্ড মাহ্বয়েৎ।
ব্রহ্মাধি দৈবতং সূর্যাস্যমিন্দ্র প্রত্যধিদৈবতম্।।"

পূজা মন্ত্র–"ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং বৃহস্পতয়ো"

প্রণাম মন্ত্র– "দেবতানামৃষীনাঞ্চ গুরো কনক সন্নিভম্।

বন্দে ভূত ত্রিলোকেশং ত্বং নমামি বৃহস্পতিম্।।"

শুক্রের ধ্যান

"ওঁ শুক্রাং ভোজকটং বিপ্রং ভার্গবঞ্চ নবাঙ্গুলম্।

পদ্মস্থমাহ্বয়েৎ সূর্য্যমুখং শ্বেতং চতুর্ভুজম্।।

সদাক্ষবরকরকাদণ্ড হস্তং সিতাম্বরম্।

শক্রাধিদৈবতং ধ্যায়েৎ শচী প্রত্যধিদৈবতম্।।"

পূজা মন্ত্র–"ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রায়।"

প্রণাম মন্ত্র– "হিমকুন্দ মৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুম্।

সর্বশাস্ত্র প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্।।"

শনির ধ্যান

"ওঁ সৌরাষ্ট্রং কাশ্যপং শূদ্রং সূর্যাস্যং চতুরঙ্গুলম্।

কৃষ্ণ কৃষ্ণাম্বরং গৃধ্রীগতং সৌরিং চতুর্ভুজম্।।

তত্বঘাণবর শূণং ধনুর্হস্তং সমাহ্বয়েৎ।।

যমাধিদৈবতং প্রজাপতি প্রত্যধিদৈবতম্।।"

পূজা মন্ত্র–"ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায়।"

প্রণাম মন্ত্র–"**নীলাঞ্জন** চয় প্রখ্যং রবিশূত মহাগ্রহম্।

ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্।।"

রাহুর ধ্যান

"ওঁ রাহুং মলয়জং শূদ্রং পৈথানং দ্বাদশাঙ্গুলম্।

কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং সিংহাসনং ধ্যাত্ব তথাহ্বয়েৎ।।

চতুর্বাহুং খড়্গ-বর-শূল-চর্ম-করস্তথা।

কামাধিদৈবতং সূর্য্যাস্যং সর্প প্রত্যধি দৈবতম্।।"

পূজা মন্ত্র–"ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে।"

প্রণাম মন্ত্র–"**অর্ধকায়ং** মহাঘোরং চন্দ্রাদ্রিত্য বিমর্দকম্।

সিংহিকায়ং সূতং রৌদ্রং ত্বং রাহু প্রণমাম্যহম্।।"

কেতুর ধ্যান

"ওঁ কৌশদ্বীপং কেতুগণং জৈমিণীয়ং ষড়ঙ্গুলম্।

ধূম্র গৃধ্রগতং শূদ্রমাহ্বয়েদ্, বিকৃতাননম্।।

সূর্য্যাস্যং ধূম্র বসনং বরদং গদিনং তথা।
চিত্রগুপ্তাধি দৈবঞ্চ ব্রহ্ম প্রত্যধিদৈবতম্।।"

পূজা মন্ত্র–"ওঁ হ্রীং ঐং কেতবে।

প্রণাম মন্ত্র–"পলাল ধূম সঙ্কাশং তারাগ্রহবিমর্দকম্।
রৌদ্রং রৌদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্।।"

তৃতীয় পর্ব

কবচমালা

প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় নবগ্রহ কবচ অথবা, যে গ্রহ বিরুদ্ধ সেই গ্রহের কবচ পাঠ করলে গ্রহদোষ উপশম হয়।

নবগ্রহ কবচম্

(ওঁ) শিরে মে পাতু মার্ত্তণ্ডঃ কপালং রোহিনীপতিঃ।
মুখমঙ্গারবাং পাতু কণ্ঠঞ্চ শশিনন্দনঃ ।।১।।
বুদ্ধিং জীবঃ সদা পাতু হৃদয়ং ভৃগুনন্দনঃ।
জঠরঞ্চ শনিঃ পাতু জিহ্বাং মে দিতিনন্দনঃ ।।২।।
পাদৌ কেতুঃ সদাপাতু করাঃ সর্বাঙ্গমেব চ।
তিথয়োহষ্টৌ দিশঃ পান্তু নক্ষত্রানি বপুঃ সদা ।।৩।।
অংশৌ রাশিঃ সদা পাতু যোগাশ্চ স্থৈর্য্যমেব চ।
গুহ্যং লিঙ্গং সদা পান্তু সর্বে গ্রহাঃ শুভপ্রদাঃ ।।৪।।
অণিমাদীনি সর্বাণি লভয়ে যঃ পঠেদ্ ধ্রুবম্।
এতাং রক্ষাং পঠেদ্ যস্ত্র ভক্ত্যা সুপ্রযতঃ সুধীঃ ।।৫।।
স চিরায়ুঃ সুখী পুত্রী রণে চ বিজয়ী ভবেৎ।
অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ ।।৬।।
ধারার্থী লভতে ভার্য্যাং সুরূপাং সুমনোহরাম্।
রোগী রোগাৎ প্রমচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ।।৭।।
জলে স্থলে চাণ্ডরীক্ষে কারাগারে বিশেষতঃ।
যঃ করে ধারয়েন্নিত্যং ভয়ং তস্য ন বিদ্যতে ।।৮।।
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্বঙ্গনাগমঃ।
সর্বপাপ প্রমুচ্যেত কবচস্য চ ধারণাৎ ।।(৯)
নারী বামভুজে ধৃত্বা সুখৈশ্বর্য সমন্বিতা।
কাকবন্ধ্যা জন্মবন্ধ্যা মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ।
বহ্বপত্যা জীববৎসা কবচস্য প্রসাদতঃ ।।১০।।
– ইতি শ্রীগ্রহযামলে নবগ্রহ কবচম্ সম্পূর্ণম্–

সূর্য কবচম্

শ্রীসূর্য উবাচ

ওঁ শাম্ব শাম্ব মহাবাহো শৃণু মে কবচং শুভম্।
ত্রৈলোক্য মঙ্গলং নামং কবচং পরমাদ্ভুতম্।।
যজ্জ্ঞাত্বা মন্ত্রবিদ্ সম্যক্ ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
যদ্ধৃত্বা চ মহাদেবো গণানামধিপো ভবেৎ।।
পঠনাদ্ ধারণাৎ বিষ্ণুঃ সর্বেষাং পালকঃ সদা।
এবমিন্দ্রাদয়ঃ সর্বে সবৈশ্বর্য মবাপ্নুয়ু।।
কবচস্য ঋষির্ব্রহ্মা ছন্দোনুষ্টু বুদাহৃতম্।
শ্রীসূর্যো দেবতা চাত্র সর্বদেব নমস্কৃতঃ।।
যশ আরোগ্য মোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ।
ওঁ প্রণবং মে শিরঃ পাতু ঘৃণির্মে পাতু ভালকম্।।
সূর্য্যোহব্যান্নয়নুস্বন্দু মদিতাঃ কর্ণ যুগ্মকম্।
অষ্টোক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্বাভীষ্ট ফলপ্রদঃ।।
হ্রীং বীজং মে মুখং পাতু হৃদয়ং ভুবনেশ্বরী।
চন্দ্রবীজং বিসর্গাঢ্যং পাতু মে গুহ্য দেশকম্।।
ত্রক্ষরোহসৌ মহামন্ত্রঃ সর্বতন্ত্রেষু গোপিতঃ।
শিরো বহ্নি সমাযুক্তো বামাক্ষিবিন্দু ভূষিতঃ।।
একাক্ষরো মহামন্ত্রঃ শ্রীসূর্য্যস্য প্রকীর্তিতঃ।
গুহ্যাদ্গুহ্যতরো মন্ত্রো বাঞ্ছাচিন্তামণিঃ স্মৃতঃ।।
শীর্ষাদি পাদ পর্যন্তং সদা পাতু মনুত্তমঃ।
ইতি তে কথিতং দিব্যং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্।।
শ্রীপদং কান্তিদং নিত্যং ধনারোগ্য বিবর্ধনম্।
কুষ্ঠাদি রোগ শমনং মহাব্যাধি বিনাশনম্।
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং অরোগী বলবান্ ভবেৎ।
বহুনাং কিং ময়োক্তেন যদ্ মনসি বর্তইতে।।
তত্তৎ সর্বং ভবেৎ তস্য কবচস্য চ ধারণাৎ।
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ যক্ষগন্ধর্বরাক্ষসাঃ।
ব্রহ্মরাক্ষসবেতালাঃ ন দ্রষ্টুমপি তৎক্ষণাৎ।।
দূরাদেব পলায়ন্তে তস্য সংকীর্তনাদপি।

ভূর্জপত্রে সমালিখ্য রোচনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ।।
রবিবারে চ সংক্রান্ত্যাং সপ্তম্যাং চ বিশেষতঃ।
ধারয়েদ্ সাধক শ্রেষ্ঠঃ শ্রীসূর্যস্য প্রিয়ো ভবেৎ।।
ত্রিলৌহ মধ্যগং কৃত্বা ধারয়েদ্দক্ষিণে করে।
শিখায়ামথবা কণ্ঠে সোহপি সূর্যো ন সংশয়ঃ।।
ইতি তে কথিতং শাম্ব ত্রৈলোক্য মঙ্গলাভিধম্।
কবচং দুর্লভং লোকে তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্।।
অজ্ঞাত্বা কবচং দিব্যং যো জপেৎ সূর্যমন্ত্রকম্।
সিদ্ধির্ণ জায়তে তস্য কল্পকোটি শতৈরাপিঃ।।
– ইতি ব্রহ্মযামলে ত্রৈলোক্য মঙ্গলং নাম শ্রীসূর্য কবচম্ সমাপ্তম্।

চন্দ্র কবচম্

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু দেবী মহাতত্বং সোমস্য কবচং শুভম্।
যস্য প্রপঠনাদ্দেবি সোমরিষ্টং প্রণশ্যতি।।
অস্য শ্রীচন্দ্রমসঃ কবচস্য অত্রি ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ ছন্দঃ
শ্রীসোমো দেবতা সোমরিষ্টি শান্তর্থ্যং জপে বিনিয়োগঃ
কং খং গং ঘং ঙং পাতু হৃদয়ং যামিনী পতিঃ।
চং ছং জং ঝং ঞং পাতু মস্তকং মেহত্রি গোত্রজঃ।।
টং ঠং ডং ঢং ণং পাতুশিখাঞ্চ তাপহা মম।
তং থং দং ধং নং কবচং মে মৃগাঙ্কঃ শ্বেতপদ্মভৃৎ।।
পং ফং বং ভং মং পাতু নেত্রে মে রোহিণীপতিঃ।
যং রং লং বং শং ষং সং হং সর্বাঙ্গে পাতু চন্দ্রমাঃ।
কবচং দ্বিজরাজস্য কথিতং বীরবন্দিতে।
যস্য প্রপঠনাদ্দেবি সর্বারিষ্টং বিনশ্যতি।।
কর্পূরচন্দনৈর্যুক্তং কৃত্বা ভূর্জে বরাননে।
ক্ষীরিকামূল সংযুক্তং রৌপ্যস্থং ধারয়েদ যদি।।
সর্বব্যাধি প্রশমনং পুত্রদং ধনদং ভবেৎ।
সোমবারে মহেশানি কত্বাপবসনং মুদা।।
ভক্তিতঃ সোমর্ভ্যর্চ কবচঃ ত্রিঃ পঠেত্তু যঃ।
মাসমধ্যে মহেশানি পুত্রবান্ স ভবেদধ্রুবম্।।
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা সোমযোগং করোতি যঃ।
নিষ্ফলা সা ক্রিয়া তস্য জপপূজাদিকং তথা।।
– ইতি শ্রীসাধুসঙ্কলিনীতন্ত্রে সোমস্য কবচং সমাপ্তম্।–

মঙ্গল কবচম্
ঈশ্বর উবাচ

শৃণু দেবি মহেশানি ভৌমস্য কবচং মৃদা।
পঠনাদ্ ধারণাদ্ যস্য ধারণাদ্ যস্য বৌমরিষ্টং প্রণশ্যাতি।

অস্য শ্রীমঙ্গলমহাগ্রহ কবচস্য ভরদ্বাজঋষিঃ ষড়ষ্টকা পংক্তিশ্ছন্দঃ শ্রীমঙ্গলো দেবতা মঙ্গলগ্রহ প্রীত্যর্থং পাঠে বিনিযোগঃ

ওঁ অং আং মে শিরঃ পাতু ইং ঈং পাতু কপোলকম্।
উং উং কর্ণৌ সদা পাতু ঋং ঋং মে পাতু ভালকম্।।
ঌং ৡং পাতু সদা ঌ ন্তৌ ঐং পাতু শ্রুতি মম।
ওং ঔং পাতু সদা নেত্রদ্বয়ং মে ধরণীসুতঃ।।
অং পাতু মম হৃদয়ং অঃ সর্বাঙ্গং মমাবতু।
ইদং ভৈমস্য কবচং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।।
সর্বব্যাধিবিনির্মুক্তো গ্রহপীড়া না দারুণঃ।
ভৌমবারে নিশাভাগে উপবাসং করোতি যঃ।
ঋণগ্রস্তং ঋণং রেখাঙ্গারেণৈব কারয়েৎ।
প্রোঞ্ছয়েৎ বামপাদেন ঋণংত্যক্ত্বা ধনং লভেৎ।
কবচং ত্রিঃ পঠেদ্দেবি নিশামধ্যে বরাননে।।
প্রাতঃ স্নাত্বা দ্বিজোহর্ভর্চ্য পারণঞ্চ স্বয়ং করেৎ।
এবং সমাপ্তং দেবেশি যঃ কুর্য্যাদ্ ভক্তিভাবতঃ।।
ঋণমুক্তো মহেশানি ধনমাপ্নোতি পুষ্কলম্।
ভূর্জপত্রে ত্বিমাং বিদ্যাং রক্তচন্দন মিশ্রিতে।।
সিংহমুলান্বিতাং কৃত্বা তাম্রস্থাং ধারয়েদ্ যদি।
ক্ষতব্রনাদ্যা যাবন্তো দোষা নশ্যন্তি পার্বতি।।

– ইতি শ্রীসাধুশঙ্কলিনী তন্ত্রে হর পার্বতী সংবাদে ঋণমোচক মঙ্গল কবচম্ সমাপ্তম্–।

বুধ কবচম্
ঈশ্বর উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি বুধস্য কবচং প্রিয়ে।
যস্য বিজ্ঞান মাত্রেণ নরঃ শুদ্ধত্বমাপ্নুয়াৎ।।

অস্য শ্রীবুধগ্রহ কবচস্য শর্তিঋষিরনুষ্টুপ ছন্দঃ শ্রীবুধো দেবতা বুদগ্রহারিষ্ট শান্তর্থ্যং জপে বিনিয়োগঃ

ওঁ হ্রীং বীজং মে শিরঃ পাতু হ্রীং হ্রীং পাতু মমোদরম্।
হূং হূং পাতু সদা কণ্ঠং ঋং ঋং পাতু কটিস্থলম্।।
ঐং হ্রীং পাতু সদা স্কন্ধৌ হূং ফট্ পাতু স্তনদ্বয়ম্।
হ্রীং হ্রীং করঞ্চ মে পাতু হ্রীং ফট্ স্বাহা পদদ্বয়ম্।।
আং নাভিং মে বুধঃ পাতু হ্রীং ফট্ স্বাহা পদদ্বয়ম্।।
আং নাভিং মে বুধঃ পাতু হ্রীং হ্রীং সৌম্য গুদং তথা।
অকারাদি ঋকারান্তং সর্বাঙ্গং পাতু সোমজঃ।।
ইতি তে কথিতং দেবি কবচং শশিজস্য চ।
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেদ্দেবি সৌন্দযং স সমাপ্নুয়াৎ।।
লিখিত্বা ভূর্জপত্রে তু কুঙ্কুমেন বরাননে।
বাট্যালমূল সংযুক্তং স্বর্ণস্থং ধারয়েত্তু যঃ।।
বামে চ দক্ষিণে চৈব স্ত্রিয়াশ্চ পুরুষস্য চ।
পুংসঃ স্ত্রী বশমাপ্নোতি স্ত্রিয়াঃ পুমান্ ন সংশয়ঃ।।
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো জপেদ্ চন্দ্রমা সৃতম্।
জপপূজাদিকং তস্য স্মরণ মেঘস্য গর্জনম্।।
—ইতি শ্রীসাধুসঙ্কলিনী তন্ত্রে বুধ কবচম্ সমাপ্তম্—

বৃহস্পতি কবচম্

শ্রীপার্বত্যুবাচ

দেবেদেব মহাদেব লোকানাং হিতকারক।
গুরোশ্চ কবচং দেব কৃপয়া মে প্রকাশয়।।

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কবচং ব্রহ্মরূপিনম্।
যস্য প্রসাদাদ্দেবেশি সর্ববিদ্যানিধি ভবেৎ।
কবীনাং জ্ঞানজননং সাধুনাং সুখদায়কম্।।
অজ্ঞানাঞ্চ বুদ্ধিকরাৎ ব্যাধিভীতি জ্বরাপহম্।।
অস্য শ্রীবৃহস্পতি কবচস্য আঙ্গিরসঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবৃহস্পতির্দেবতা সর্বাভীষ্ট সিদ্ধর্থং জপে বিনিযোগঃ।
ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং শিরঃ পাতু গুরু সদা।
ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং কণ্ঠং পাতু বৃহস্পতি।।
উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং নাভিং পাতু সদা গুরুঃ।
এং তং থং দং ধং নং ঐং গুরুং পাতুদরং মম।

ওঁ পং ফং বং ভং মং ঔং পাতু লিঙ্গং বাচস্পতির্মম।
অং য়ং রং লং বং শং ষং সং হং অঃ পাতু সর্বাঙ্গ দেবপূজিতঃ।।
নাসাদিচক্ষুর্বদনং হস্ত পাদৌ ত্বচং কটিম্।
পাদাধঃ কেশ পর্যন্তং পাতু সদৈব এব চ।।
ইতি তে কথিতং দেবি কবচং গীষ্পতে শুভম্।
অস্য প্রপঠনাদ্দেবি কবিজ্ঞানী চ সাধকঃ।।
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা বীজমন্ত্রং জপেত্তু যঃ।
শতলক্ষ জপে নাপি তস্য কার্য্যং ন সিদ্ধিদম্।।
যস্ত্রিসন্ধ্যং মহেশানি বিদ্যার্থী কবচং পঠেৎ।
পঠনাদ্ বর্ষমধ্যে হি বিদ্যা চ বিপুলা ভবেৎ।।
ভূর্জপত্রে রোচনয়া লিখিত্বা যস্তু ধারয়েৎ।
ত্রিরাত্রমধ্যে দেবেশি বন্ধনান্মোচনং ভবেৎ।।
–ইতি শ্রীসাধুসঙ্কলিনী তন্ত্রে বৃহস্পতেঃ কবচম্ সম্পূর্ণম্।

শুক্র কবচম্

শ্রীপার্বত্যুবাচ

মহাদেব বিরূপাক্ষ সর্বতন্ত্র প্রকাশকৃৎ।
কথয়স্ব মহাদেব কবচং ভার্গবস্য চ।।

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি শুক্রস্য কবচং মুদা।
যস্য প্রপঠনাদ্দেবি পুত্রপৌত্রান্বিতো ভবেৎ।।
কবচস্য প্রসাদেন বন্ধ্যা চ পুত্রিনী ভবেৎ।
অস্য শ্রীশুক্র কবচস্য ভার্গব ঋষিঃ পঙক্তিশ্ছন্দঃ শ্রীশুক্রো দেবতা সর্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।
ওঁ হ্রীং বীজং মে শিরঃ পাতু হ্রীং হৃদয়ং পাতু মে সদা।
হ্রং বীজং মে শিখাং পাতু হ্রৈং বীজং কবচং মম।।
হ্রৌং নেত্রে মে সদা পাতু হ্রঃ সর্বাঙ্গং সুলোচনে।
অকারাদি ক্ষকারান্তং বর্ণং পঞ্চাশদেবতু।।
ঊর্ধ্বমধুশ্চতুর্দিক্ষু সর্বত্র পাতু ভার্গবঃ
ইদং হি কবচং বিদ্যাং ভৃগুরিষ্ট বিনাশনম্।।
শতধা পঠনাদ্দেবি পুরশ্চর্য্যা ফলং লভেৎ।
সূর্যে তৌলিগতে দেবি ভৃগুবারে নিশামুখে।।

শতধা পঠনাদ্দেবি শুক্র বৃদ্ধিঃপ্রজায়তে।
ধ্বজভঙ্গাদি রোগশ্চ ক্ষিপ্রং নশ্যন্তি পার্বতি।।
ইদং কচমমজ্ঞাত্বা ভৃগুমন্ত্রং জপেৎ তু যঃ।
নিষ্ফলা জপপূজা চ মৃতে চ নরকং ব্রজেৎ।।
–ইতি শ্রীসাধুসঙ্কলিনী তন্ত্রে শুক্র কবচম্ সম্পূর্ণম্।

শনি কবচম্

শ্রীপার্বত্যুবাচ

বিরূপাক্ষ মহাভাগ মহাদেব জগদ্গুরো।
শনৈশ্চরস্য কবচং কৃপয়া মে প্রকাশয়।।

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু দেবি জগন্মাতর্বিশ্বচৈতন্যরূপিনী।
শনৈশ্চরস্য কবচং ত্রৈলোক্য মঙ্গল প্রদম্।।
পঠিত্ব ধারয়িত্বা চ শনেঃ পীড়ানিবারণম্।
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী ধনবান ভবেৎ।।
শত্রুনাশ করশ্চৈব সর্বাভীষ্ট ফলপ্রদম্।
অস্য শ্রীশনৈশ্চর কবচস্য কালাগ্নিঋষির্বিরাড় গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীশনৈশ্বরো, দেবতা সর্বাপচ্ছান্তৌ জপে বিনিয়োগ ঃ
ওঁ হূং হূং হূং মে শিরঃ পাতু হ্রীং হ্রীং পাতু মুখং মম।
আং হ্রীং কটিং সদা পাতু ঐং হ্রীং সৌরিঃ ককুৎস্থলম্।।
কীং লং কণ্ঠং সদা পাতু ওঁ গ্লৌং পাতু স্তনদ্বয়ম্।
হূং ফট্ মধ্যে সদা পাতু হ্রীং ফঠ্ স্বাহা কটিং মম।।
আং হ্রীং ক্রোং রসনাং পাতু হং ক্ষং পাতু ভ্রূবৌ মম।
অকারাদি ক্ষকারান্তং সর্বাঙ্গং পাতু মে সদা।।
পূর্বে শনৈশ্চং পাতু য়াম্যাং কালঃ সদাবতু।
পশ্চিমে সূর্য্যপুত্রশ্চ উদীচ্যাং ভাস্করাত্মজঃ।।
ঈশানে পাতু মে সৌরিরাগ্নেয্যাং কাল এব চ।
নৈর্ঋত্যান্তু যমঃ পাতুর্বায়ব্যাংক পাতু ভাস্করিঃ।।
রক্ষাহীনন্তু যৎ স্থানং কবচের বরাননে।
তৎসর্বং পাতু দেবেশি ছায়াপুত্রো ন সংশয়ঃ।।
এতত্তে কথিতং দেরি কবচং রিষ্টনাশনং।
যস্য প্রপঠনাদ্দেবি শনিরিষ্টং প্রশাম্যতি।।

শুক্লাষ্টম্যাং শনের্বারে পঞ্চানন গতে রবৌ।
এতদ্‌যোগং মহেশানি যদি ভাগ্যবশাল্লভেৎ।।
আয়স পতিমাং কৃত্বা নিশামধ্যে প্রপূজয়েৎ।
কৃষ্ণপুষ্পৈশ্চ নৈবেদ্যঃ কৃষ্ণবস্ত্রৈশ্চ সাধকঃ।।
পূজয়িত্বা নিশামধ্যে কবচং দশধা পঠেৎ।
প্রতিশ্লোকং মহেশানি স্বাহা প্রণব পুটিতম্‌।।
জুহুয়াৎ কটুতৈলেন কালকুটেন বা যুতম্‌।
তদা শত্রুবিনাশঃ স্যাৎ সপ্তাহান্নাত্র সংশয়ঃ।।

–ইতি শ্রীসাধুসঙ্কলিনী তন্ত্রে হরপার্বতী সংবাদে শনৈশ্চর কবচং সম্পূর্ণম্‌।

রাহু কবচম্‌

দেব্যুবাচ

দেবদেব মহাদেব সৃষ্টিস্থিতি বিনাশকৃৎ।
কথয়স্ব মহাদেব স্বর্ভানোঃ কবচং প্রভো।।

ঈশ্বর উবাচ

শৃনুস্ব দেবি চার্বঙ্গি ত্বং মে সর্বস্বরূপিনী।
স্বর্ভানুকবচং দেবি মহাতেজঃ প্রদং ভবেৎ।।
সর্বগ্রহাণাং তেজস্বী সবিতা বীরবন্দিতে।
শক্তস্তমচ্ছাদায়িতুং যঃ স রাহুর্মহাবল।।
স্বর্ভানোঃ সুরপীতস্য পূজা দেবৈঃ স্বভাবতঃ।
দস্যুভয়হরো রাহুস্তেজস্বিত্ব প্রদায়কঃ।।
সৈংহিকেয়স্য কবচ ধারণাদ্‌ বরবর্ণিনি।
মহাবী রাহুতিবলবান্‌ মল্লবিদ্যাবিশারদঃ।।
করিকুম্ভাদারনায় শক্তো ভবিত পার্বতি।

অস্য শ্রীমদ্রাহু কবচস্য বিরূপাক্ষ ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দো রাং বীজম্‌ উং শক্তিঃ স্বর্ভানুর্দেবতা রাহুগ্রহরিষ্ট শান্ত্যর্থ্যং কবচপাঠে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ওঁ আং আং শিরঃ পাতু হ্রীং আং ক্রোং পাতু ভালকম্‌।
ক্ষাং ক্ষীং ক্ষুং চরণং পাতু আং ঈং উং বাহু যুগ্মকম্‌।।
গ্লাং গ্লীং গ্লুং মুরুং পাতু হ্রীং স্বাহা ক্লীং কটিং মম।
মহাগ্রহঃ পাতু মে বক্ষঃ যায় যীং যুং লিঙ্গমূলকম্‌।
ওঁ হ্রীং ক্লীং মে গুদং পাতু ক্লীং স্বাহা জানু যুগ্মকম্‌।

ক্লীং হংসঃ কর্ণজিহ্বে চ ওঁ ক্লীং নাভিং সদাবতু।।
আদাপদমস্তকং পাতু সর্বাঙ্গং সৈংহিকেয়কঃ।
এতত্তে কথিতং দেবি স্বর্ভানু কবচং প্রিয়ে।।
কবচেনাবৃতো যো হি রণমধ্যে বিশেণ্মদা।
বায়ু বহ্নি সমঃ শত্রুস্তদা জিতো না সংশয়ঃ।।
মন্দাহে রাহু বেলায়াং কবচং ত্রিঃ পঠেদ্ যদি।
সর্মচাং যঃ প্রকুর্বীত তস্য রিষ্টং বিনশ্যতি।।
অমাবস্যান্তে মন্দাহে যা বেলা রাহুরূপিনী।
তস্যাং পঠিত্বা নবধা সর্বশত্রু বিনাশকৃৎ।।
অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি রাহুমর্চয়তে বিনাশকৃৎ।।
পূজাজপাদিকং যত্তু সর্বং নিষ্ফলকং ভবেৎ।
–ইতি শ্রীসাধুসঙ্কলিনী তন্ত্রে হরপার্বতী সংবাদে রাহু কবচং সম্পূর্ণম।

কেতু কবচম্

শ্রীপার্বত্যুবাচ

দেব দেব মহাদেব সর্বতত্ত্ব বিশারদ।
কথায়াম্ব মহাদেব শিখিনঃ কবচং ময়ি।
ঈশ্বর উবাচ
শৃণু দেবি মহামায়ে কবচং দেবদুর্লভম্।
পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ সর্বান্ রোগান্ বিনা শয়েৎ।।
জ্বরাদীনাং মহেশানি শীঘ্রমেব প্রণাশনম্।
কুষ্ঠী শূলী জ্বরী দুঃখী মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।।
ধ্বজভঙ্গাদি রোগানাং নাশনং সুখবৃদ্ধিদম্।।

অস্য শ্রীকেতুকবচস্য যৈমিনীঋষিঃ পঙক্তিচ্ছন্দঃ শিখী দেবতা সর্বরোগপশমনার্থং পাঠে বিনিয়োগ ঃ

- ওঁ ওঁ ওঁ শিখি মহাগ্রহ শিরোবদন কেশান্,
রসনোষ্ঠাধরান্ পাতু।

হ্রীং হ্রীং আং আং ক্রোং ক্রোং ফট্ স্বাহা আং হ্রীং ক্রোং বক্ষ উদর কটি বস্তি, পার্শ্বৌ ধ্বজগুহ্যজঙ্ঘৌ পাতু শিখিনোহপি,

হূং হূং হ্রীং হ্রীং ফট্ ফট্ স্বাহা।
ঐং ক্লীং গ্লৌং করচরণৌ তয়োরঙ্গুলানি,
ত্বক্-রস-মাংস মজ্জাস্থি শুক্রানি রং রং রক্ষ রক্ষ ক্রুং ক্রুং স্বাহা।

পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিমোত্তরেশানাগ্নির্ঋৈত বায়ব্যধঊর্ধ্বাদি-
দশদিক্ষু সর্ববর্ণানি, কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং
ঞং টং ঠং ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং
পং ফং বং ভং মং যং রং লং বং শং ষং সং
হং লং ক্ষং অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৯৯ং
এং ঐং ওং ঔং অং অঃ সর্বত্র মাং রক্ষং স্বাহা।
ইতি তে কথিতং দেবি শিখিনঃ কবচং মুদা।
যস্য প্রপঠনাদ্দেবি জ্বরাদিব্যাধিনাশনম্।
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ এ্যাহিকঞ্চ তুরীয়কম্।
গুল্ম প্লীহাদি কুষ্ঠানাং নাশনং ধনদং ভবেৎ।
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা পুরশ্চর্যাং করোতি যঃ।।
ন তস্য সিদ্ধিমাপ্নোতি মৃতে চ নরকং ব্রজেৎ।

– ইতি শ্রীসাধুসঙ্কলিনী তন্ত্রে হরপার্বতী সংবাদে কেতোঃ কবচং সম্পূর্ণম্–

সূর্য মন্ত্র–ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্যায়।
চন্দ্র মন্ত্র–ওঁ ঐং ক্লীং সোমায়।
মঙ্গল মন্ত্র–ওঁ হূংশ্রীং মঙ্গলায়।
বুধ মন্ত্র–ওঁ ঐং স্ত্রীং শ্রীং বুধায়।
বৃহস্পতি মন্ত্র–ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং বৃহস্পতয়ে।
শুক্র মন্ত্র–ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রায়।
শনি মন্ত্র–ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায়।
রাহু মন্ত্র–ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে।
কেতু মন্ত্র–ওঁ হ্রীং ঐং কেতবে।

গ্রহগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও প্রত্যধি দেবতা

গ্রহ	অধিষ্ঠাতৃ দেবতা	অধি দেবতা	প্রত্যধি দেবতা
রবির	মাতঙ্গী	শিব	বহ্নি
চন্দ্রের	কমলা	উমা	জল
মঙ্গলের	বগলামুখী	স্কন্দ	ক্ষিতি
বুধের	ত্রিপুরাসুন্দরী	নারায়ণ	বিষ্ণু
বৃহস্পতির	তারা	ব্রহ্মা	ইন্দ্র
শুক্রের	ভুবনেশ্বরী	ইন্দ্র	শচী
শনির	দক্ষিণাকালী	[illegible]	প্রজাপতি

রাহুর	ছিন্নমস্তা	কাল	সর্প
কেতুর	ধূমাবতী	চিত্রগুপ্ত	ব্রহ্মা

গ্রহগণের জপ সংখ্যা

গ্রহ	জপসংখ্যা	গ্রহ	জপসংখ্যা
রবি	৬০০০০ (ছয় হাজার)	শুক্র	২১,০০০ (একুশ হাজার)
চন্দ্র	১৫,০০০ (পনেরো হাজার)	শনি	১০,০০০ (দশ হাজার)
মঙ্গল	৮০০০ (আট হাজার)	রাহু	১২,০০০ (বারো হাজার)
বুধ	০১৭,০০০ (সতেরো হাজার)	কেতু	১২,০০০ (বারো হাজার)
বৃহস্পতি	১৯,০০০ (উনিশ হাজার)		

গ্রহহোমে সমিধ

অর্কঃ পলাশঃ খদিরস্ত্বপামার্গহথ পিপ্পলঃ।
উড়ম্বর শর্মী দুর্বা কুশাশ্চ সমিধ ক্রমাৎ।।

অনুবাদ—রবির—আকন্দ। চন্দ্রের—পলাশ। মঙ্গলের—খদির। বুধের—আপাং (অপামার্গ)। বৃহস্পতির—অশ্বথ। শুক্রের—যজ্ঞডুমুর। শনির—সাঁই। রাহুর—দুর্বা (তিনটি করিয়া একত্রে) কেতুর—কুশত্রিপত্র।

গ্রহাণাং নৈবেদ্যানি

গুড়ভক্ত সঘৃত পায়স হরিষ্য পক্ষীর দধি ঘৃতান্নানি।
তিলপিষ্টমমাংসং চিত্রৌদনকর্মতোদদ্যাৎ।।

সূর্যের—গুড়মিশ্রিত অন্ন। চন্দ্রের—ঘৃত পায়স। মঙ্গলের—হবিষ্যান্ন। বুধের—সদুগ্ধতি অন্ন। বৃহস্পতির—দধিযুক্ত অন্ন। শুক্রের—সঘৃত অন্ন। শনির—তিন পিষ্টক। রাহুর—কাঁচা ছাগ মাংস। কেতুর—বিচিত্র অন্ন। ছাগীর দুগ্ধের যব, তিল ও তণ্ডুল সিদ্ধ করিয়া ছাগের কর্ণরক্তে রঞ্জিত অন্ন ভোগ দিবে।

গ্রহণের পূজাদ্রব্য

গ্রহ	পূজাদ্রব্য
সূর্যের	রক্তচন্দন, রক্তপুষ্প
চন্দ্রের	শ্বেতপুষ্প, শ্বেতচন্দন, সুগন্ধি দ্রব্য
মঙ্গলের	রক্তচন্দন, রক্তপুষ্প।

বুধের	বকুল পুষ্প, মসুর, তিল, শানিচনক নৈবেদ্য।
বৃহস্পতির	পীতপুষ্প, পীত অনুলেপন।
শুক্রের	মৃগমদযুক্ত চন্দন, সুরভিত শ্বেত পুষ্প।
শনির	কৃষ্ণপুষ্প, কালাগুরু, মৃগনাভি যুক্ত গন্ধ।
রাহুর	কৃষ্ণপুষ্প কালাগুরু, মৃগনাভিযুক্ত গন্ধ।
কেতুর	ধূম্রবর্ণ দ্রব্য, সমাংস অন্ন।

কালিকা সাধন

এখানে দেবী কালিকার সাধনা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে। বিভিন্ন তন্ত্র গ্রন্থে কালিকার সাধন সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার মন্ত্র ও বিভিন্ন বিধির নির্দেশ আছে। এখানে তার সম্ভব মতো বর্ণনা করছি, সাধকের যেটি রুচিকর হবে, তিনি সেইভাবে সাধনা করবেন।

দেবী কালিকার সাধনায় অধিক শ্রম করার বা অধিক ব্যয় করার আবশ্যক হয় না। শরীরকেও অধিক কষ্ট দিতে হয় না। কালিকা দেবীর মন্ত্র গ্রহণ করার জন্য মন্ত্রশুদ্ধির বিচার এবং অরি মিত্রাদি দোষের বিচারও করতে হয় না। সামান্য পরিশ্রম এবং বিধিতে এই মন্ত্র সিদ্ধ হয়ে সাধকের অভিলষিত ফল দান করে।

কালী যন্ত্রের প্রমাণ

আদৌ ত্রিকোণমালিখ্য ত্রিকোণন্তদ্‌বহিলিংখেৎ।
ততো বৈ বিলিখেদমন্ত্র ত্রিকোণত্রয়মৃত্তমম্।।
ততস্ত্রিবৃত্তমালিখ্য লিখেদষ্টদলং ততঃ।
বৃত্তং বিলিখ্য বিধিবল্লিখেদ্‌ভূপুরমেককম্।।

প্রথমে একটি উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ অঙ্কন করবে, তাহার বাহিরে আর একটি ও তাহার বাহিরে আর একটি ত্রিকোণ অঙ্কন করবে, এইভাবে তিনটি উর্ধ্বমুখ ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন করে, তাহার বাহিরে তিনটি বৃত্ত অঙ্কন করবে, তদুপরি চতুর্দ্বার যুক্ত চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কন করবে। নিম্নে এইরূপ যন্ত্রের একটি চিত্র দেওয়া হলো, এই চিত্র অনুসারে যন্ত্র অঙ্কন করবে।

পূজা যন্ত্র

মন্ত্র– "ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।"

যতগুলি কালী মন্ত্র আছে তার মধ্যে উপরোক্ত মন্ত্রটি সর্বশ্রেষ্ঠ। মন্ত্রের অর্থ নিম্নে দেওয়া হলো–

জলরূপী 'ক-কার মোক্ষদাত্রী। অগ্নিরূপী 'রেফ্" অর্থাৎ 'র-ফলা সর্বতেজোময়ী। 'ক্রীং ক্রীং ক্রীং' এই তিনটি বীজ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারী। 'বিন্দু' নিষ্কল ব্রহ্মরূপ। অতএব কৈবল্য প্রদানকারী। 'হুং হুং' এই দুটি বীজ শব্দজ্ঞান প্রদায়ক। হ্রীং হ্রীং' শব্দে শক্তি। এই দুটি বীজও সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী। 'দক্ষিণ কালিকে' এই সম্বোধনে দেবীর সামীপ্য লাভ করা যায়। 'স্বাহা' মন্ত্রটি ত্রিসংসারের মাতৃস্বরূপা ও সমস্ত পাপ নাশকারী।

তারা যন্ত্র

তারা যন্ত্রটি রূপা অথবা তামার পাত্রে খোদাই করে অথবা চন্দন কাঠের লেখনীর সাহায্যে রক্ত চন্দন দ্বারা ভূর্জপত্রে লিখে যন্ত্রোদ্ধার করতে হয়।

যন্ত্রোদ্ধার–মূলমন্ত্র যন্ত্রের উপর দু'বার উচ্চারণ করলে যন্ত্রোদ্ধার হয়।

তারা মন্ত্র–"ঐং ওঁ হ্রীং ক্রীং হূং ফট্।"

মন্ত্রোদ্ধার–প্রথমে বাগ্বীজ উচ্চারণ করবে, যথা–ঐং। মধ্যে ওঁ উচ্চারণ করতে হবে। পরে লজ্জা বীজ 'হ্রীং' উচ্চারণ করে 'হূং ফট্' উচ্চারণ করবে।

ধ্যানম্

প্রত্যালীঢ় পদার্পিতাংঘ্রি শবহৃদ্,
ঘোরাট্টহাসা পরা।
খড়্গন্দীবরকর্ত্রী খর্পরভুজা,
হূংকারো বীজোদ্ভবা।।
খর্ব্বা নীল বিশাল পিঙ্গল জটাজুটৈক,
নাগৈর্যুতা।
জাড্যন্যস্ত কপালক্ ত্রিজগতাং
হন্ত্যুগ্রতারা স্বয়ম্।।

বিঃ দ্রঃ–অন্যান্য পূজাদি দক্ষিণ কালিকা পূজার ন্যায়।

বিধি–১,২৫,০০০ (সওয়া লক্ষ) জপে তারা মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

ষোড়শী মন্ত্র

জীবনে পূর্ণ সফলতা প্রাপ্ত করার জন্য এবং আর্থিক দিক থেকে উচ্চস্তরের সাফল্য লাভের জন্য ষোড়শী মন্ত্রের বিধান আছে তন্ত্রে।

ধ্যানম্

বালার্ক মণ্ডলাভাসাং চতুর্বাহু ত্রিলোচনাম্।
পাশাঙ্কুশ শরং চাপ ধারয়ন্তীং শিবাম্ভজে।।

ষোড়শী যন্ত্র

যন্ত্রোদ্ধার–সোড়শী যন্ত্র প্রস্তুত করে, যন্ত্রটিতে ষোড়শী দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা করলেই যন্ত্র উদ্ধার হয়।

মন্ত্রোদ্ধার–প্রথমে লজ্জাবীজ উচ্চারণ করে তারপর'কে এ ঈ ল' উচ্চারণ করতে হবে। তারপর লজ্জা বীজ উচ্চারণ করে, 'হ স ক হ ল' শব্দ উচ্চারণ করতে হবে, শেষে লজ্জা বীজ সম্পুট দিয়ে ষোড়শাক্ষর ষোড়শী মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে।

এইভাবে ষোড়শী মন্ত্র উদ্ধার হয়।

মন্ত্র–"হ্রীং ক এ ঈ ল হ্রীং হ স ক হ ল হ্রীং স ক ল হ্রীং।"

ভুবনেশ্বরী মন্ত্র

বশীকরণ, সম্মোহন প্রভৃতি কার্যে এই মন্ত্র ও এর সম্বন্ধিত তন্ত্র সবচেয়ে অধিক অনুকুল তথা সহায়ক বলে উল্লেখ করেছে।

ধ্যানম্

উদ্যদ্দিনদ্যুতিমিন্দুকিরীটাং তুঙ্গকুচাং,
নয়নত্রয় যুক্তাম্।
স্মেরমুখীং বরদাঙ্কুশপাশাম্,
ভীতিকরাং প্রভজে ভুবণেশীম্।।

যন্ত্রোদ্ধার–প্রথমে ভুবনেশ্বরী যন্ত্র তৈরি করে, তাকে ষোড়শোপচারে পূজা করলেই যন্ত্রোদ্ধার হয়।

মন্ত্রোদ্ধার–এজন্য মূলমন্ত্র ১০৮ বার উচ্চারণ করলে মন্ত্র উদ্ধার হয়।

মন্ত্র–'হ্রীং'

ভুবনেশ্বরী মন্ত্র ফল

য পঠেদ্ শৃণুয়াৎ বাপি একচিত্তেন সর্বদা।
স দীর্ঘায়ুঃ সুখী বাগ্মী বাণী তস্য ন সংশয়ঃ ।।১।।
গুরুপাদরতো ভূত্বা কামিনীনাম্ভবেৎ প্রিয়ঃ।
ধনবান্ গুণবান্ শ্রীমান্ ধীমান্নি শ্রী গুরু প্রিয়ে ।।২।।
সর্বেযান্ত প্রিয়ো ভুত্বা পূজয়েৎ সর্বদা স্তবম্।
মন্ত্র সিদ্ধি করস্থৈব তস্য দেবি ন সংশয় ।।৩।।
কুবেরত্বম্ভবেত্তস্য তস্যাধীনা হি সিদ্ধয়ঃ।
মৃতপুত্রা চ যা নারী দৌর্ভাগ্য পরিপীড়িতা ।।৪।।
বন্ধ্যা বা কাকবন্ধ্যা বা মৃতবৎসা চ যাত্রঙ্গনা।
ধনধান্য বিহীনা চ রোগশোকাকুলা চ যা ।।৫।।

অভিরেতন্মহাদেবি ভূর্জপত্রে বিলেখয়েৎ।
সব্যে ভুজে চ বগ্নীয়াৎ সর্বসৌখ্যবতী ভবেৎ ।।৬।।

ছিন্নমস্তা মন্ত্র

বিদ্যালাভ, অর্থলাভ, শত্রনাশ, মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভ, শত্রুজয় প্রভৃতি অন্যান্য সর্বপ্রকার সিদ্ধির জন্য ছিন্নমস্তা সাধনা অত্যন্ত প্রমাণ স্বরূপ এবং ফলপ্রদ।

ধ্যানম্

প্রত্যালীঢ় পদাং সদৈব দধতীং চ্ছিন্নং শিরঃ কর্তৃকা,
দিগ্‌বস্ত্রাং স্বকবন্ধ শোণিতসুধাধারামিপবন্তীন্মুদা।
নাগাবদ্ধশিরোমণিস্ত্রিনয়নাং হৃদ্যুৎপলালঙ্কৃতাম্,
রত্যাসক্ত মনোভবোপরিদৃঢ়া ধ্যায়েদ্ জবা সন্নিভাম্।
বক্ষে চাতিসিতাবিমুক্ত চিকুরা কত্রর্ন্তিতা খপ্পরং,
হস্তাভ্যাং দধতী রজোগুণভবা নাম্নাপি সা বর্ণিনী ।।
দেব্যাশ্ছিন্ন কবন্ধত পতদ্‌সৃগ্‌ধারাম্পিবন্তী মুদা।
নাগাবদ্ধশিরোমণির্ন্মনুবিদা ধ্যেয়া সদা সা সুরৈঃ ।।
প্রত্যালীঢ় পদা কবন্ধ বিগলদ্রক্তম্পিবন্তী মুদা।
সৈষা যা প্রলয়ে সমস্ত ভুবনং ভোক্তুং ক্ষমা তামসী ।।
শক্তিঃ সাপি পরাৎপরা ভগবতী নাম্না পরা ডাকিনী।
ধ্যেয়া ধ্যানপরৈঃ সদা সবিনয়ং ভক্তেষ্টভূতিপ্রদা।।

ছিন্নমস্তা যন্ত্র

মন্ত্রোদ্ধার–প্রথমে লক্ষ্মীবীজ, পরে লজ্জাবীজ উচ্চারণ করতে হবে। এইভাবে ৩ বার উচ্চারণ করলে ছিন্নমস্তা মন্ত্রোদ্ধার হয়।

যন্ত্রোদ্ধার–ছিন্নমস্তা যন্ত্র তৈরি করে যন্ত্রটির ওপর ধ্যান আবাহনাদি করে ষোড়শোপচারে পূজা করলে যন্ত্রোদ্ধার হয়।

মন্ত্র–"শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং বজ্র বৈরোচনীয়ে হূং হূং ফট্ স্বাহা।"

বিধি–অর্ধ রাত্রিতে প্রত্যহ উক্ত মন্ত্র জপ করলে সরস্বতী সিদ্ধি হয়। সেই সঙ্গেই সাধকের বাক্‌সিদ্ধি হয়। উপরোক্ত মন্ত্র ১,২৫,০০০ (সওয়া লক্ষ) জপে স্তম্ভন সিদ্ধি হয়। যার ফলে সাধক সব কিছু স্তম্ভন করতে পারে। শুধুমাত্র যদি উক্ত মন্ত্র নিত্য ১০৮ বার করে জপ করা যায়, তাহলে জপকারীর সর্বপাপ ধ্বংস হয়।

ছিন্নমস্তা মন্ত্র অত্যন্ত গোপনীয় যোগ্য পাত্র ব্যতীত এই মন্ত্র যাকে তাকে দেওয়া যায় না।

ত্রিপুর ভৈরবী মন্ত্র

আর্থিক উন্নতি, রোগ শান্তি, ঐশ্বর্য প্রাপ্তি এবং ত্রৈলোক্য বিজয় জন্য ত্রিপুর ভৈরবীর সাধনা করতে হয়। প্রকৃত পক্ষে এই মন্ত্রটি অত্যন্ত প্রভাবশালী।

ত্রিপুর ভৈরবী যন্ত্র

ধ্যানম্

উদ্যদ্ভানুসহস্র কান্তিমরুণক্ষৌমাং শিরোমালিকাম্।
রক্তালিপ্তপয়োধরাং জপবটীং বিদ্যামভীতিং বরদাম্।।
হস্তাজৈর্দধতী ত্রিনেত্রবিলসদ্বক্ত্রার বিন্দশ্রিয়ম্।
দেবীমদ্ধহিমাংশুরত্ন মুকুটাং বন্দে সমন্দস্মিতাম্।।

যন্ত্রোদ্ধার–ত্রিপুর ভৈরবী যন্ত্র প্রস্তুত করে, যন্ত্রে আবাহনাদি পূর্বক দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা করলে, ত্রিপুর ভৈরবী যন্ত্রোদ্ধার হয়।

মন্ত্রোদ্ধার–প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করে 'হস করী' মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে হবে, তারপর সম্পূর্ণ মন্ত্র উচ্চারণ করলেই মন্ত্রোদ্ধার হয়।

মন্ত্র–হ সৈং হ স করীং হ সৈং।

মন্ত্র ফল

ব্যরমেকং পাঠেন্মন্ত্রো মুচ্যতে সর্বসঙ্কটাৎ।
কিমন্যদ্ বহুনা দেবি সর্বাভীষ্ট ফলং লভেৎ।।
অপুত্রো লভতে পুত্রোনির্ধনী ধনবান্ ভবেৎ।
দীর্ঘরোগাৎ প্রমুচ্যেত পঞ্চমে কবিরাড্ ভবেৎ।।

অবার্থ–ত্রিপুর ভৈরবী মন্ত্র একবার মাত্র পাঠে সর্ব সঙ্কটের হাত থেকে ত্রাণ পাওয়া যায়। হে দেবী! বেশি বলা বাহুল্য, এই মন্ত্র জপকারী সর্ব অভীষ্ট ফল লাভ করে। এই মন্ত্র প্রভাবে অপুত্রের পুত্র হয়, নির্ধনের ধনলাভ হয়। দীর্ঘরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি এই মন্ত্র প্রভাবে রোগমুক্ত হয়, এবং কবি ও বাগ্মী হয়।

উপরোক্ত মন্ত্র ১,২৫,০০০ (সওয়া লক্ষ) জপে সিদ্ধ হয়।

ধূমাবতী মন্ত্র

পুত্র লাভ, ধন-সম্পত্তি রক্ষা এবং শত্রুদের ওপর বিজয় লাভ করার জন্য এই মন্ত্র ব্যবহার করা যায়। এই মন্ত্র খুব শীঘ্রই ফলদান করে।

ধ্যানম্

বিবর্ণা চঞ্চলা দুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা।
বিমুক্ত কুন্তলা রুক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা।।

কাকধ্বজ রথারূঢ়া বিলম্বিত পয়োধরা।
সূর্পহস্তাতিরুক্ষাক্ষা ধৃপহস্তা বরান্তিকা।।
প্রবৃদ্ধঘোণা তু ভৃশং কুটিলা কুটলেক্ষণা।
ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতা নিত্যম্ভয়দা কলহাস্পদা।।

ধূমাবতী যন্ত্র

মন্ত্রোদ্ধার- ধূমাবতী মন্ত্র ৮ বার উচ্চারণ করলে ধূমাবতী মন্ত্রোদ্ধার হয়।

যন্ত্রোদ্ধার-লেখনী দ্বারা অথবা চন্দন কাষ্ঠের লেখনী দ্বারা আলতা সহযোগে উক্ত যন্ত্র উৎকীর্ণ করলে যন্ত্রোদ্ধার হয়।

মন্ত্র-ধুং ধূং ধূমাবতী ঠঃ ঠঃ।

ধূমাবতী মন্ত্র ফল

ধনহৃষ্টা ধনপুষ্টা দানাধ্যয়নকারিণী।
ধনরক্ষা ধনপ্রাণা ধনানন্দকরী সদা।।
শত্রুগ্রীবাচ্ছিদাছায়া শত্রুপদ্ধতি খণ্ডিনী।
শত্রুপ্রাণহরাহার্য্যা শত্রুন্মূলনকারিণী।।
মদিরামোদ্‌যুক্তো বৈ দেবীধ্যান পরায়ণঃ।
তস্য শত্রু ক্ষয়ং যাতি যদি শক্রসমোপি বৈ।।

ভাবার্থ-দেবী ধূমাবতী অর্থানন্দদায়িনী, ধনবৃদ্ধিকারিনী, তিনি ধন ও বিদ্যা দান করেন। দেবী সাধকের ধন রক্ষা করেন ও প্রাণ রক্ষা করেন। অর্থানন্দ দান করেন সাধককে। শত্রুবিনাশ করেন। শত্রুর ষড়যন্ত্র নাশ করেন। শত্রুবধ করে ভক্তকে রক্ষা করেন। শত্রুকে সমূলে উচ্ছেদ করেন।যে সাধক দেবীকে মদ্যাদি দান করে ও নিজেও সেই প্রসাদ গ্রহণ করে দেবীর ধ্যানে নিরত হন, তার শত্রু যদি ইন্দ্রও হন, তথাপি সেই শত্রুর বিনাশ হয়।

১,২৫,০০০ (সওয়া লক্ষ) জপে মন্ত্র সিদ্ধ হয়। অর্ধরাত্রিতে এই মন্ত্র জপ করার প্রশস্ত সময়।

বগলামুখী মন্ত্র

বগলামুখী প্রয়োগ এবং বগলামুখী পূজাদি অনুষ্ঠান বিশ্ববিখ্যাত, কিন্তু এই প্রয়োগ খুব সাবধানতার সঙ্গে করতে হয়। কারণ সামান্য মাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে, বিপরীত প্রভাব দেখা যায়।

বগলামুখী যন্ত্র

ধ্যানম্

মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদি,
সিংহাসন পরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাভরণ মাল্য বিভুষিতাঙ্গী,
দেবী নমামি ধৃতমুদ্‌গরবৈরিজিহ্বাম্।।
জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং,
বামেন শত্রুপরিপীড়য়ন্তীম্।
গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন,
পীতাম্বরাঢ্যাদ্বিভূজাং নমামি।।

মন্ত্রোদ্ধার– প্রণবং স্থিরমায়াঞ্চ ততশ্চ বগলামুখি।
তদন্তে সর্বদুষ্টানাং ততো বাচন্মুখসম্পদম্।
স্তম্ভয়েতি ততো জিহ্বাং কীলয়েতি পদদ্বয়ম্।
বুদ্ধিন্নাশয় পশ্চাৎ স্থির মায়াং সমালিখেৎ।।
লিখেচ্চ পুনরোঙ্কারং স্বাহেতি পদমন্ততঃ।
ষড়ত্রিংশদক্ষরী বিদ্যা সর্বসম্পৎকরী মতা।।

ভাবার্থ–প্রথমে 'প্রণব' উচ্চারণ করে পুরে মায়াবীজ 'হ্লীং' উচ্চারণ করে, তারপর বগলামুখী উচ্চারণ করবে। এরপর 'সর্বদুষ্টানাং' শব্দ উচ্চারণ করবে পরে 'বাচ মুখং' উচ্চারণ করবে। এরপর 'স্তম্ভয়' শব্দ উচ্চারণ করে পরে 'জিহ্বাং কীলয় কীলয়' উচ্চারণ করে বুদ্ধিনাশয় মন্ত্রটি উচ্চারণ করে স্থির মায়াবীজ 'হ্লীং' বলবে। এর পরে পুনরায় 'প্রণব' উচ্চারণ করে, শেষে স্বাহা উচ্চারণ করবে। এইরূপে ষট্‌ত্রিংশৎ অক্ষরী মন্ত্র ১০ বার জপ করলে মন্ত্রোদ্ধার হয়।

যন্ত্রোদ্ধার–বগলামুখী যন্ত্র তাম্রপাত্রে, রৌপ্য পাত্রে, যন্ত্র উৎকীর্ণ করলে অথবা অষ্টগন্ধ দ্বারা ভূর্জপত্রে যন্ত্র অঙ্কন করলেই যন্ত্র সিদ্ধ হয়।

মন্ত্র–"ওঁ হ্লীং বগলামুখী সর্বদুষ্টানাং চামম্মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধি নাশয় হ্লীং ওঁ স্বাহা।

মন্ত্র ফল–বগলামুখী মন্ত্র অত্যন্ত গোপনীয় এবং মহত্ত্বপূর্ণ বলে তন্ত্রে প্রমাণ আছে।

তন্ত্রে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি একচিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে মাত্র একবার মন্ত্র উচ্চারণ করে, তার সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়। দু'বার পড়লে সর্বপ্রকার বাধা-বিঘ্ন নাশ হয়। তিন বার পড়লে সর্বপ্রকার কার্য সহজেই সম্পন্ন হয়।

এই মন্ত্র প্রত্যহ ১০৮ বার যন্ত্রের সামনে বসে, হলুদ বর্ণের বস্ত্র পরে, হলুদ বর্ণের বস্ত্রের ওপর যন্ত্র রেখে, হলুদবর্ণের পুষ্প বা চাঁপা ফুল দিয়ে

ধূপ-দীপ জ্বেলে হলুদ গাঁটের মালা দ্বারা ১০৮ বার উক্ত মন্ত্র জপ করলে, জপকারী অবশ্যই শত্রু জয় করতে সমর্থ হয়। মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভ করে।

বিদ্যালাভের জন্য, স্মরণ শক্তি বৃদ্ধির জন্য, আর্থিক উন্নতির জন্যও এই মন্ত্র জপ করা উচিত। এই মন্ত্র জপ করলে জপকারীর সর্বপ্রকার মনোবাসনা পূর্ণ হয়।

মাতঙ্গী মন্ত্র

দেহ সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য, শীঘ্র বিবাহের জন্য, গৃহস্থ জীবন পূর্ণভাবে সুখময় করার জন্য তন্ত্রে এই মন্ত্রানুষ্ঠান করার বিধান আছে।

মাতঙ্গী যন্ত্র

ধ্যানম্

শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাস্ত্রিনয়নাং
রত্ন সিংহাসনস্থিতাম্।
বেদৈ র্বাহুদণ্ডৈরসি খেটক
পাশাঙ্কুশধরাম্।।

যন্ত্রোদ্ধার–মাতঙ্গী যন্ত্রটি তাম্র পাত্র, রৌপ্য পাত্র বা স্বর্ণ পাত্রে খোদাই করে, অথবা অষ্টগন্ধ দ্বারা ভূর্জপত্রে লিখে জবা পুষ্পের দ্বারা বিধি বিধান সহ দেবীর পূজা করলে, যন্ত্রোদ্ধার হয়।

মন্ত্রোদ্ধার–প্রথমে প্রণব। পরে মায়াবীজ ও কামবীজ যুক্ত করে মাতঙ্গী মন্ত্র পাঠ করলে মন্ত্রোদ্ধার হয়।

মন্ত্র–"ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং মাতঙ্গে ফট্ স্বাহা।

মাতঙ্গী মন্ত্র ফল–জীবনে পরিপূর্ণভাবে সংসার সুখ ও দাম্পত্য সুখের জন্য এই মন্ত্রের বিধান দেওয়া হয়েছে তন্ত্রে। এই সঙ্গে যদি কন্যার বিবাহ না হয়, কিংবা বিবাহে বাধা বিঘ্ন আসে অথবা মনোবাঞ্ছিত স্থানে বিবাহ না হয়, তাহলে এই মন্ত্র প্রয়োগ করলে পূর্ণ সফলতা লাভ হয়ে থাকে।

কমলা মন্ত্র

দশ মহাবিদ্যার শেষ বিদ্যাকে কেউ বলেন কমলা আবার কেউ বলেন কমলাত্মিকা। দশ মহাবিদ্যার শ্লোকে কমলাত্মিকার নামই দেখা যায়। যাই হোক, ইনি লক্ষ্মীরই রূপ। জীবনে শ্রেষ্ঠতম ধনপ্রাপ্তির জন্য এই অনুষ্ঠান করা হয়।

প্রকৃত পক্ষে এই অনুষ্ঠান ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য, আর্থিক উন্নতির জন্য, ভৌতিক সুখ প্রাপ্তির জন্য এবং জীবনে সর্বপ্রকার সুখোপভোগের জন্য এই অনুষ্ঠান মহত্ত্বপূর্ণ বলা হয়েছে।

কমলা যন্ত্র

এখানে কমলাম্বিকা সাধনের মন্ত্র, যন্ত্র, পূজা-প্রয়োগ স্তোত্র কবচ প্রভৃতির কথা বলা হলো।

কমলাম্বিকা পূজন মন্ত্র

উপরে যে যন্ত্রটি দেওয়া হয়েছে, সেই যন্ত্রটি অষ্টগন্ধ দ্বারা ভূর্জপত্রে লিখে কমলাম্বিকা দেবীর পূজা করতে হবে।

কমলাম্বিকা মন্ত্র—ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং হসৌ জগৎ প্রসূত্যৈ নমঃ।

মন্ত্রোদ্ধার—**প্রথমে** মন্ত্র লিখে, প্রণব ও বাগ্‌বীজ (ওঁ ঐং) লিখে পরে লজ্জাবীজ (হ্রীং) পরে লক্ষ্মী বীজ (শ্রীং) পরে কামবীজ (ক্লীং) লিখে শেষে হসৌ জগৎ প্রসূত্যৈ নমঃ' লিখবে। তারপর সম্পূর্ণ মন্ত্রটি ১০ বার জপ করলেই মন্ত্রোদ্ধার হয়।

যন্ত্রোদ্ধার—**যন্ত্রটি** উপরোক্ত নিয়মে লিখে, সেই যন্ত্রে কমলাম্বিকা দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা করলেই যন্ত্রোদ্ধার হয়।

বিঃ দ্রঃ— উক্ত যন্ত্রটি সোনার পাতে, রূপার পাতে, তামার পাতে, অভাবে ভূর্জপত্রে লিখেও পূজা করা যায়।

মন্ত্র ফল—**তন্ত্রে** উল্লেখ আছে, উপরোক্ত কমলাম্বিকা মন্ত্রটির চেয়ে উচ্চ ও ফলপ্রদ যন্ত্র আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য নেই। এই মন্ত্র বা পূজানুষ্ঠান মানুষের জীবনে আর্থিক ক্ষেত্রে এবং বিষয়-সম্পত্তির দিক থেকে উচ্চতর শিখরে পৌঁছে দেয়। দরিদ্রতা নিবারণ, ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি, আর্থিক উন্নতির জন্য এই মন্ত্র প্রয়োগ সর্বশ্রেষ্ঠ।

বাস্তবিক পক্ষে বলা যায়, এই মন্ত্র লক্ষ্মী মন্ত্র ও কনকধারা মন্ত্র থেকেও সিদ্ধিপ্রদ। যদি এই অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ বিধি-বিধান অনুযায়ী করা যায়, তাহলে শ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যায়।

পূজা বিধি

প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্বক পীঠন্যাসাদি কর্মগুলি শেষ করবে। তারপর হৃৎপদ্মের বা যন্ত্রের পূর্বাদি কেশবের মধ্যভাগে পীঠশক্তির ধ্যান করবে। যথা—

"ওঁ বিভূত্যৈ নমঃ। ওঁ উন্নত্যৈ নমঃ। ওঁ কান্ত্যৈ নমঃ। ওঁ সৃষ্ট্যৈ নমঃ। ওঁ কীর্ত্যৈ নমঃ। ওঁ সন্নত্যৈ নমঃ। ওঁ ব্যুষ্ট্যৈ নমঃ। ওঁ উৎকৃষ্ট্যৈ নমঃ। ওঁ ঋদ্ধ্যৈ নমঃ। ওঁ শ্রী কমলাসনায় নমঃ।

এবার ঋষ্যাদিন্যাস করবে।

ঋষ্যাদিন্যাস–শিরসি-ভৃগু ঋষয়ে নমঃ। মুখে–নিবৃচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি–শ্রিয়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

এবার নিম্নলিখিত প্রকারে করাঙ্গন্যাস করবে।

করন্যাস–"ওঁ শ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ শ্রীংতর্জণীভ্যাং স্বাহা ওঁ শ্রুং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ শ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ শ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ শ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।"

অঙ্গন্যাস–"ওঁ শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ শ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ শ্রুং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ শ্রৈং কবচায় হুং। ওঁ শ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ শ্রঃ করতল পৃষ্ঠ্যাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

এবার ধ্যান করবে–

ধ্যানম্

ওঁ কান্ত্যাকাঞ্চন সন্নিভাং হিমগিরি
প্রখ্যৈশ্চতুর্ভিগজৈ,
র্হস্তোৎক্ষিপ্তহিরন্ময়ামৃত ঘটে।
রাসিচ্যমানাংশ্রিয়ম্।
বিভ্রাণাং বরমজ যুগ্মভয়ং হস্তৈঃ
কিরীটোজ্জ্বলাং,
ক্ষৌমাবদ্ধ নিতম্ব লোল ললিতাং
বন্দেরবিন্দ স্থিতাম্।।

ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা করে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করবে। তারপর পীঠপূজা করে, কেশবের মধ্যভাগে বিভূত্যাদি পীঠপূজা সমাপ্ত করে পুনর্বার ধ্যান করে আহ্বান করবে।

আবাহনব মন্ত্র–

"ওঁ দেবেশি ভক্তি সুলভে পরিবার সমন্বিতে।
যাবত্বং পূজয়িস্যামি তাবত্বং সুস্থিরা ভব।"

"ওঁ ভূভুর্বঃ স্বর্ভগবতী কমলাম্বিকে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, হই সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যাস্বধ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।"

এইভাবে পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করবে। তারপর যন্ত্র মধ্যে দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা করবে। প্রত্যেক দ্রব্যের অর্চনা করে দেবীকে নিবেদন করবে "এতদ্রজতাসনং ওঁ শ্রীং কমলাম্বিকায়ৈ নমঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্ভগবতী কমলাম্বিকে স্বাগতম্ স্বাগতম্ সুস্বাগতম্, কুশলং তে। এতৎ পাদ্যং ওঁ শ্রীং কমলাম্বিকায়ৈ নমঃ। ইদমর্ঘ্যম্ ওঁ শ্রীং কমলাম্বিকায়ৈ নমঃ। ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ

শ্রীংকমলারিকায়ৈ নমঃ। এষঃ মধুপর্ক ওঁ শ্রীং কমলারিকায়ৈ নমঃ। এতৎ পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ শ্রীং কমলারিকায়ৈ নমঃ। এতৎ স্নানীয়ম্ ওঁ শ্রীং কমলারিতকায়ৈ নমঃ। এতৎ সিন্দূরম্ ওঁ শ্রীং কমলারিকায়ৈ নমঃ এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীং কমলারিকায়ৈ নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ শ্রীং কমলারিকায়ৈ নমঃ। এষঃ ধুপঃ ওঁ শ্রীং কমলারিকায়ৈ নমঃ। এষঃ দীপঃ ওঁ শ্রীং কমলারিকায়ৈ নমঃ। এতৎ পুষ্পমাল্যং ওঁ শ্রীং কমলারিকায়ৈ নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ শ্রীং কমলারিকায়ৈ নমঃ। এতৎ পানার্থোদকম ওঁ শ্রীং কমারিকায়ৈ নমঃ। এতৎ পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ শ্রীং কমলারিকায়ৈ নমঃ। এতৎ তাম্বুলম্ ওঁ শ্রীং কমলারিকায়ৈ নমঃ। এতৎ সাধার ভোজ্যং ওঁ শ্রীং কমলারিকায়ৈ নমঃ।

অতঃপর "এষ গন্ধ পুষ্প বিল্বপত্রাঞ্জলি ওঁ শ্রীং কমলারিকায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে, আবরণ পূজা করবে।

আবরণ পূজা

অগ্ন্যাদি কোণস্থ কেশরে– "শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ, শ্রীং শিরসে স্বাহা নমঃ। শ্রূং শিখায়ৈ বষট্ নমঃ। শ্রৈং কবচায় হুং নমঃ। শ্রৌং নেত্রত্রযায় বৌষট্ নমঃ। শ্রঃ অস্ত্রায় ফট্ নমঃ।

পূর্বাদি কেশরে– ওঁ বাসুদেবায় নমঃ। ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ। ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ। ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ।

বিদিশাদি দলে–ওঁ দমকায় নমঃ। ওঁ সলিলায় নমঃ। ওঁ গুগ্‌গুলায় নমঃ। ওঁ কুরন্টকায় নমঃ।

দেবীর দক্ষিণে– ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ। ওঁ বসুধায়ৈ নমঃ।

দেবীর বামে– ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ। ওঁ বসুমত্যৈ নমঃ।

অগ্রভাগে পূর্বাদি দিকে– ওঁ বলাকায়ৈ নমঃ। ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ। ওঁ বনমালিকায়ৈ নমঃ। ওঁ বিভীষিকায়ৈ নমঃ।

অতঃপর ইন্দ্রাদি দিকপাল, বজ্রাদি অস্ত্রসমূহ, আদিত্যাদি নবগ্রহ প্রভৃতির পূজা সমাপন করে, বিসর্জনান্ত কর্ম সমাধান করবে।

পুরশ্চরণ

পুরশ্চরণের জন্য "ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং হসৌঃ জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ।" এই মন্ত্র ১২,০০,০০০ (বারো লক্ষ) জপ করবে। জপ শেষে ১২,০০০ (বারো সহস্র) ঘৃত মধু সংযুক্ত পদ্ম দ্বারা হোম করবে। এছাড়া ঘৃত, মধু ও তিল দ্বারা হোমেরও বিধি আছে।

হোমের মন্ত্র– "ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং হসৌঃ জগৎ প্রষূত্যৈ নমঃ স্বাহা।"

কমলাত্মিকা স্তোত্রম্

ত্রৈলোক্য পূজিতে দেবি কমলে বিষ্ণুবল্লভে।
যথাত্বমচলা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা।।১।।
ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মীশ্চলাভূতির্হরিপ্রিয়া।
পদ্মা পদ্মালয়া সম্পৎপ্রদা শ্রী পদ্মধারিণী।।২।।
দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মী সম্পূজ্য যঃ পঠেৎ।
স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবেত্তস্য পুত্রদারাদিভিঃ সহ।।৩।।

–ইতি শ্রীকমলাত্মিকা স্তোত্রম্–

উপরোক্ত স্তোত্র পাঠ করলে সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। দেবী স্তোত্র পাঠকের উপর তুষ্ট হয়ে থাকেন।

কমলাত্মিকা কবচ

ঈশ্বর উবাচ

অথ বক্ষ্যে মহেশানি কবচং সর্বকামদম।
যস্য বিজ্ঞান মাত্রেণ ভবেৎ সাক্ষাৎ সদাশিবঃ।।১।।
নার্চনন্তস্য দেবেশি মন্ত্র মাত্রঞ্জপেন্নরঃ।
স ভবেৎ পার্বতী পুত্রঃ সর্বশাস্ত্র বিশারদঃ।।২।।
বিদ্যার্থিনাং সদা বিদ্যা ধনদাতৃ বিশেষতঃ।
ধনার্থীভি সদাসেব্যা কমলা বিষ্ণুবল্লভা।।৩।।

অস্যাশ্চরক্ষরী বিষ্ণু বল্লভায়াঃ কবচস্য ভগবান ঋষি অনুষ্টুপ্ ছন্দো বাগ্‌ভবী শক্তির্দেবতা বাগ্‌ভবং বীজং লজ্জা রমা কীলকং কামবীজাত্মকঙ্কবচং মম সুপাণ্ডিত্য কবিত্ব সর্বসিদ্ধি সমৃদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ।

ঐংকারো মস্তকে পাতু বাগ্‌ভবী সর্ব সিদ্ধিদা।
হ্রীং পাতু চক্ষুষোমধ্যে চক্ষুর্যুগ্মে চ শঙ্করী।। ৪।।
জিহ্বায়াং মুখবৃত্তে চ কর্ণযোর্দন্তয়োর্নসি।
ওষ্ঠাধরে দন্তপংক্তৌ তালুমূলে হনৌ পুনঃ।।৫।।
পাতু মাং বিষ্ণুবনিতা লক্ষ্মীঃ শ্রী বিষ্ণুরূপিণী।।৬।।
কর্ণযুগ্মে ভুজদ্বন্দ্বে স্তনদ্বন্দ্বে চ পার্বতী।
হৃদয়ে মনিবন্ধে চ গ্রীবায়াং পার্শ্বয়োঃ পুনঃ।।৭।।
পৃষ্ঠদেশে তথা গুহ্যে বামে চ দক্ষিণে তথা।
উপস্থে চ নিতম্বে চ নাভৌ জঙ্ঘাদ্বয়ে পুনঃ।।৮।।

জানুচক্রে পদদ্বন্দ্বে ঘুটিকেঙ্গুলিমূলকে।
স্বাধাতুপ্রাণশক্ত্যার সীমন্তে মস্তকে পুনঃ।।৯।।
বিজয়া পাতু ভবনে জয়া পাতু সদা মম।
সর্বাঙ্গে পাতুকামেশী মহাদেবী সরস্বতী।।১০।।
তুষ্টিঃ পাতু মহামায়া উৎকৃষ্টিঃ সর্বদাবতু।
ঋদ্ধিঃ পাতু মহাদেবী সর্বত্র শম্ভুবল্লভা।।১১।।
বাগ্‌ভবী সর্বদা পাতু পাতু মাং হরগেহিনী।
রমা পাতু মহাদেবী পাতু মায়া স্বরাট্ স্বয়ম্।।১২।।
সর্বাঙ্গে পাতু মাং লক্ষ্মী র্বিষ্ণুমায়া সুরেশ্বরী।
শিবদূতী সদা পাতু সুন্দরী পাতু সর্বদা।।১৩।।
ভৈরবী পাতু সর্বত্র ভেরুণ্ডা সর্বদাবতু।
ত্বৃদিতা পাতুমান্নিত্য মুগ্রতারা সদাবতু।।১৪।।
পাতু মাং কালিকা নিত্যম্ কালরাত্রিঃ সদাবতু।
নবদুর্গা সদা পাতু কামাক্ষী সর্বদাবতু।।১৫।।
যোগিন্য সর্বদা পান্তু মুদ্রাঃ পান্তু সদা মম।
মাত্রাঃ পান্তু সদা দৈব্যশ্চক্রস্থা যোগিনীগণাঃ।।১৬।।
সর্বত্র সর্ব কার্য্যেষু সর্ব কর্মসু সর্বদা।
পাতু মাং দেব দেবী চ লক্ষ্মী সর্বসমৃদ্ধিদা।।১৭।।
ইতি তে কথিতং দিব্যঙ্কবচং সর্ব সিদ্ধয়ে।
যত্র তত্র ন বক্তব্যং যদিচ্ছোদারনোহিতম্।।১৮।।
শঠায় ভক্তিহীনায় নিন্দকায় মহেশ্বরী।
ন্যূনাঙ্গেচাতিরিক্তাঙ্গে দর্শয়ে ন্ন কদাচন।।১৯।।
নস্তবন্দর্শয়েদ্দিব্যং সন্দর্শ্য শিবহা ভবেৎ।
কুলীনায় মহেচ্ছায় দুর্গাভক্তি পয়ায়ণ।।২০।।
বৈষ্ণবায় বিশুদ্ধায় দদ্যাৎ কবচ মত্তমম্।
নিজশিষ্যায় শান্তায় ধনিনে জ্ঞানিনে তথা।।২১।।
দদ্যাৎ কবচ মিত্যুক্তং সর্বতন্ত্র সমন্বিতম্।
শনৌ মঙ্গলবারে চ রক্তচন্দনকৈ স্তথা।।২২।।
যাবকেন লিখেন্মন্ত্রং সর্ব তন্ত্র সমন্বিতম্।
বিলিখ্য কবচদ্দিব্যং স্বয়ম্ভু কুসুমৈ শুভৈঃ।।২৩।।

স্বশুক্রঃ পর শুক্রৈর্বা নানাগন্ধ সমন্বিতৈঃ।
গোরোচনা কুঙ্কুমেন রক্তচন্দন কেন বা।।২৪।।
সুতিথৌ শুভযোগে বা শ্রবণায়ং রবের্দিনে।
অশ্বিন্যাং কৃর্ত্তিকায়াং বা ফল্গুন্যাং বা মঘা সূ চ।।২৫।।
পূর্বভাদ্র পদা যোগে স্বাত্যা মঙ্গলবাসরে।
বিলিক্ষেৎ প্রপঠেৎ স্তোত্রং শুভযোগে সুরালয়ে।।২৬।।
আয়ুস্মৎ প্রীতিযোগে চ ব্রহ্মযোগে বিশেষতঃ।
ইন্দ্রযোগে শুভের্যোগে শুক্রযোগে তথৈব চ।।২৭।।
কৌলবে বালবে চৈব বণিজে চৈব সত্তমঃ।
শূন্যাগারে শ্মশানে চ বিজনে চ বিশেষতঃ।।২৮।।
কুমারীং পূজয়িত্বাদৌ যজেদ্দেবীং সনাতনীম্।
মৎস্যৈর্মাংসৈঃ মাক সূপঃ পূজয়েৎপর দেবতাম্।।২৯।।
ঘৃতাদ্যৈঃ সোপকরণৈঃ পূপসূপৈর্বিশেষতঃ।
ব্রাহ্মণাম্ ভোজয়িত্বা চ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।।৩০।।
অখেটকমুপাখ্যানং তত্র কার্যাদ্দিন ত্রয়ম্।
তদাধরেন্মহাবিদ্যাং শঙ্করেণ প্রভাষিতাম্।।৩১।।
মারণ দ্বেষণাদীনি লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
স ভবেৎ পার্বতী পুত্রঃ সর্বশাস্ত্র পুরস্কৃতঃ।।৩২।।
গুরুর্দ্দেবো হরঃ সাক্ষাৎপত্নী তস্য হরপ্রিয়া।
অভেদেন ভজেদ্যস্তু তস্য সিদ্ধির্ রদৃতঃ।।৩৩।।
পঠনীয় ইহমর্ত্যোনিত্যমাদদ্রম্ভিরাৎমা।
জপ ফল মনুমেয়ং লুপস্যতে যদ্ধিধেয়ম্।।৩৪।।
স ভবতি পদমুচ্চৈ সম্পদাম্ পাদনম্র।
ক্ষিতিপ মুকুট লক্ষী লক্ষ নানাঞ্চিরায়।।৩৫।।
–ইতি বিশ্বসার তন্ত্রে কমলাম্বিকা কবচম্ সমাপ্তম্।–

পাঠফল– উক্ত কবচ পাঠ না করলে মন্ত্র সিদ্ধি হয় না। এই কবচ চতুর্বর্গ ফলদায়ক এবং সর্ব সময় সর্বস্থানে রক্ষাকর্তা। এই কবচ অষ্টগন্ধ দ্বারা ভূর্জপত্রে লিখে ধারণ করলে বিদ্যা, ধন, যশ, বিজয় এবং সৌভাগ্য প্রাপ্তি হয়।

ধ্যানম্

ওঁ সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্ভুজৈঃ।
শঙ্খথঞ্চক্রধনুঃ শরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভি শোভিতা।।
আমুক্তাঙ্গদ হারকঙ্কণরণৎ কাঞ্চীক্বন নতুপুরান্।

দুর্গা দুর্দতিহারিনী ভবতুনো রত্নোল্লসং কুণ্ডলা।।

ধ্যানপূর্বক মানস পূজা করে, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করে পীঠপূজা করবে।

পীঠপূজা—আং প্রভায়ৈ নমঃ। ঈং মায়ায়ৈ নমঃ। উং জয়ায়ৈ নমঃ। ঋং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ। ৯ং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ। ঐং নন্দিন্যৈ নমঃ। ঔং সুপ্রভায়ৈ নমঃ। ঔং সুপ্রভায়ৈ নমঃ। অং বিজয়ায়ৈ নমঃ অঃ সর্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ। ওঁ বজ্রনখদ্রংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ।

এবার মূলমন্ত্র দ্বারা দেবীর মূর্তি কল্পনা করে, পুনরায় দেবীর ধ্যান করে বাহনাদির পূজা পূর্বক পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দিয়ে আবরণ পূজা করবে।

আবরণ পূজা—অগ্নি, নৈঋতি, বায়ু, ঈশাণ কোণ সমূহে সর্বতোভদ্রমণ্ডলে প্রথমে অ "ওঁ হ্রাং হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ। ইত্যাদি ষড়ঙ্গন্যাস ক্রমে পূজা করে তারপর নিম্নলিখিত ক্রমে পূজা করবে। যথা—

জং জয়ায়ৈ নমঃ, বিং বিজয়ায়ৈ নমঃ। কিং কীর্ত্যৈ নমঃ। প্রীং প্রীত্যৈ নমঃ। পং প্রভায়ৈ নমঃ। শুং শুদ্ধায়ৈ নমঃ। মং মেধায়ৈ নমঃ। শং শ্রুত্যৈ নমঃ।"

এবার কেশরে পূজা করবে। যথা—

লং খগড়ায় নমঃ। বং খেটকায় নমঃ। শং বাণায় নমঃ। যং ধনুষে নমঃ। সং শূলায় নমঃ। হং তর্জন্যৈ নমঃ।"

পরে ইন্দ্রাদি লোকপাল, বজ্রাদি অস্ত্র প্রভৃতির পূজা সমাপণ করে বিসর্জনান্ত কর্ম সমাধান করবে।

বলি মন্ত্র—"এহি এহি মহীয়ঞ্চ বলিন্দেবী ললায়ক লুলায়ক সাধয় সাধয় খাদয় খাদয় সর্বসিদ্ধিং দেহি স্বাহা।

দুর্গা স্তোত্রম্

নমন্ত্রন্নোযন্ত্রন্তদপি চ ন জানে স্তুতিমহো।
ন চাহ্বান ধ্যানন্তদপি চ ন জানে স্তুতি কথাঃ।।
ন জানে মুদ্রাস্তেতদপি চ ন জানে বিলেপনম্।
পরঞ্জানে মাতস্তবদু শরণং ক্লেশহরণম্ ।।১।।
বিধেরজ্ঞানেনে দ্রবিণ বিরহণাংলসতয়া,
বিধেয়া শক্যত্বাত্তবচরণয়ো র্যা চ্যাতর ভূত।
তদেতৎক্ষন্তব্যজ্জননি সকলোদ্ধারিণি শিবে,
কপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ।।২।।

পৃথিব্যামপুত্রাস্তে জননি বহবঃ সন্তি সরলাঃ,
পরন্তেষাম্মধ্যে বিরলতরলোহস্ত বসুতঃ।
মদীয়োয়ন্ত্যাগ সমুচিতমিদন্নোতব শিবে,
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ।।৩।।
জগন্মাতম্মতি স্তব চরণ সেবা ন রচিতা,
নবাদত্তন্দেবিদ্রাবিণমপিভূয়স্তর ময়া।
তথাহপি ত্বং স্নেহং ময়িনিরূয়মযাৎ প্রকুরুষে,
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ।।৪।।
পরিত্যক্তা দেবান্বিবিধবিধি সেবাকুলতয়া,
ময়া পঞ্চাশীতে রধিকমুপনীতে তুবয়শি।
ইদানীঞ্চেন্মাত স্তব যদি কৃপানাহপি ভবিতা,
নিরালম্বো লম্বোদর জননি কব্যামি শরণম্ ।।৫।।
শ্বপাকো জল্পাকো ভবতি মধুপাকোপমগিরা,
নিরাতঙ্কোরঙ্ক বিহরতি চিরঙ্কোটি কনকৈঃ।
তবাপর্ণে কর্ণে বিশতি মনুষণ্ন ফলমিদ,
জনঃ কো জানিতে জননি জপনীয়ঞ্জপ বেধৌ ।।৬।।
চিতাভস্মালেপোগরলমশনন্দিক্ পটধরো,
জটাধারী কণ্ঠে ভূজগপতিহারী পশুপতিঃ।
কপালীভূতেশোভজতি জগদীশৈক পদবী,
ভবানিত্বৎপাণিগ্রহণ পরিপাটি ফলমিদম্ ।।৭।।
নমোক্ষস্যা কাঙ্ক্ষা ন চ বিভব বাঞ্ছাপি চ নমে,
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি সুখেচ্ছাপিন পুনঃ।
অতস্ত্বাং সংযাচে জর্নানি জননং যাতু মম বৈ,
মৃড়ানী রুদ্রাণী শিবশিবভবানীতি জপতঃ ।।৮।।
নারাধিতাসি বিধিনা বিবিধোপচারৈ।
কিং রুক্ষচিন্তন পরৈর্ন্নকৃতব্বচোভিঃ।
শ্যামেত্বমেবয়দিকিঞ্চন ময্য নাথে।
ধৎসেক কৃপামুচিতমন্বপরস্তবৈব ।।৯।।
আপৎসু মগ্নঃ স্মরণ স্ত্বদীয়ঙ্করোমি দুর্গে করুণার্নবেশি।
নৈতচ্ছঠত্বম্মমভাবয়েথাঃ ক্ষুধাতৃষ্ণার্তা জননীং স্মরন্তি ।।১০।।
জগদম্ব বিচিত্রমত্র কিম্ পরিপূর্ণা করুণাস্তিচেন্ময়ি।
অপরাধ পরম্পরাবৃতন্নহি মাতা সমুপেক্ষতে সুতম্ ।।১১।।

মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপঘ্নী তৎসমা ন হি।
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথাযোগ্যন্তথা কুরু ।।১২।।

ইতি দুর্গা স্তোত্রম্

দুর্গা কবচ পাঠ না করা পর্যন্ত মন্ত্র জপ নিষ্ফল হয়। সেজন্য প্রত্যেক সাধককে কবচ পাঠ অবশ্য করতে হবে।

এতে দুর্গা কবচ পাঠক সাধকের সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়। এর দ্বারা সাধক ত্রিলোকে নানা বাধা বিপদ থেকে রক্ষা পায়। এই কবচকে অষ্টগন্ধ দ্বারা ভূর্জপত্রে লিখে যথাবিধি পূজা করে কণ্ঠে অথবা বাহুতে ধারণ করলে–ভূত-প্রেত, পিশাচ, গ্রহ, রাক্ষস প্রভৃতির দোষ নাশ হয়, হিংস্র জন্তু, শত্রু, সঙ্কট প্রভৃতির হাত থেকে রক্ষা পায়।

দুর্গা কবচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্ব সিদ্ধিদম্।
পঠিত্বা পাঠয়িত্বা চ নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ।।
অজ্ঞাত্বা কবচন্দেবি দুর্গা মন্ত্রঞ্চ যো জপেৎ।
সনাপ্নোতি ফলন্তস্য পরঞ্চ নরকমৱজেৎ।।
উমাদেবী শিরঃ পাতু ললাটে শূলধারিনী।
চক্ষুষী খেচরী পাতু কর্ণৌ চত্বরবাসিনী।।
সুগন্ধ নাসিকে পাতু বদনং সর্বধারিনী।
জিহ্বাঞ্চ চণ্ডিকা দেবি গ্রীবাংসৌ ভদ্রিকা তথা।।
অশোকবাসিনী দেবী দ্বৌ বাহু বজ্রধারিনী।
হৃদয়ং ললিতা দেবী উদরং সিংহবাহিনী।।
কটিম্ভগবতী দেবী দ্বাবুরু বিন্ধ্যবাসিনী।
মহাবলা চ জঙ্ঘে দ্বে পাদৌ ভূতলবাসিনী।।
এবং স্থিতাসি দেবি ত্বং ত্রৈলোক্যরক্ষণাত্মিকা।
রক্ষ মাং সর্বগাত্রেষু দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে।। – ইতি দুর্গা কবচম্ –

দুর্গা নবার্ণ মন্ত্র

এই নবার্ণ মন্ত্র দেবীর প্রসিদ্ধ মন্ত্র। এই মন্ত্র পাঠ ব্যতীত দেবী মাহাত্ম্য পাঠ ও দেবী সম্বন্ধিত কোনও অনুষ্ঠান সফল এবং সিদ্ধ হয় না।

বিনিয়োগ–"ওঁ অস্য শ্রীনবার্ণ মন্ত্রস্য ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরা ঋষয়ঃ, গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ ছন্দাংসি, মহাকালি মহালক্ষ্মী মহাসরস্বত্যঃ দেবতাঃ, নন্দজা শাকম্ভরী ভীমাঃ শক্তয়ঃ, রক্তদন্তিকা দুর্গা ভ্রামর্যো বীজানিং হ্রীং কলীকম্, অগ্নিবায়ু সূর্যাস্তত্বানিং কার্য নির্দেশ জপে বিনিয়োগ ঃ।

মন্ত্র– "ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে।" অথবা–
"ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং হ্রীং হ্রীং ক্রীং নমঃ।"

নবার্ণ মন্ত্র নিজেই অত্যন্ত প্রভাবশালী মন্ত্র এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই মন্ত্র বৈদিক ও তান্ত্রিক মতে সমানভাবে প্রয়োগ করা যায়। নিচে এর তান্ত্রিক প্রয়োগ সম্বন্ধে বলা হলো। সাধক বেশ সাবধান হয়ে এই প্রকার মন্ত্র প্রয়োগ করবেন।

নবার্ণ মারণ মন্ত্র

মারণ কার্যে নবার্ণ মন্ত্র ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) জপের বিধান আছে। কার্য আরম্ভ করার আগে ৮টি কুঁয়া, ৮টি পুকুরের জল তাম্র কলসে ভরে নিতে হবে। তার ওপর বটের ডাল দিতে হবে। নিত্য এইরূপ জলে সাধককে স্নান করতে হবে। এই প্রয়োগ ২০ দিনে সমাপ্ত কবতে হবে।

কপালে রক্তচন্দনের তিলক ও কালো কম্বল আসনে বসতে হবে। সাধককে দক্ষিণ মুখে বসতে হবে। মারণ কার্যে সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। এই কার্যে বীরাসনে বসতে হবে।

মন্ত্র–"ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে (অমুকং) রং রং খে খে মারয় মারয় রং রং শীঘ্রং ভস্মী কুরু কুরু স্বাহা।

নবার্ণ মোহন মন্ত্র

মন্ত্র–"ওঁ ক্লীং ক্লীং ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে (অমুকং) ক্লীং ক্লীং মোহনম্ কুরু কুরু ক্লীং ক্লীং স্বাহা।"

এই প্রয়োগ করতে হলে ৭ কুঁয়া অথবা ৭ নদীর জল তাম্র কলসে নিয়ে তাতে আম্র পল্লব দিয়ে নিত্য সেই জলে স্নান করতে হবে। কপালে হরিদ্রাবর্ণের চন্দন দ্বারা তিলক পরতে হবে। হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্র পরিধান করতে হবে। হরিদ্রাবর্ণের আসনে পশ্চিম মুখে বসতে হবে।

১২,০০,০০০ (বারো লক্ষ) উক্ত মন্ত্র জপ করলে এই কার্য সিদ্ধ হয়। সুখাসনে বসে সাধককে এই মন্ত্র জপ করতে হবে।

নবার্ণ উচ্চাটন মন্ত্র

এই মন্ত্র ২৪,০০০,০০ (চব্বিশ লক্ষ) জপে সিদ্ধ হয়, এই কার্য পূর্ব মুখে বসে জপ করতে হয়। রক্তবর্ণের আসন ব্যবহার করতে হবে। সাধককেও রক্তবস্ত্র ধারণ করতে হবে।

এটি সম্পূর্ণ ২০ দিনের প্রয়োগ। ২০ দিনের মধ্যে ২৪,০০,০০০ (চব্বিশ লক্ষ) জপ শেষ করতে হবে। এতে ৩ কুঁয়া বা ৩ নদীর জল তাম্র কলসে ভরে রাখতে হবে। সাধককে নিত্য সেই জলে স্নান করতে হবে।

মন্ত্র– "ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ে বিচ্চে (অমুকং) ফট্ উচ্চাটনং কুরু কুরু স্বাহা।"

নবার্ণ বশীকরণ মন্ত্র

এটিও ২০ দিনের প্রয়োগ। নদী, কুঁয়া অথবা পুকুরের জলে স্নান করে, সাধককে দক্ষিণ দিকে মুখ করে বসে কার্য করতে হবে। এতে সাদা আসন ব্যবহার করতে হবে ও সাধককে শ্বেত বস্ত্র ধারণ করতে হবে।

২০,০০,০০০ (কুড়ি লক্ষ) মন্ত্র জপে কার্য সিদ্ধি লাভ হয়।

মন্ত্র– "বষট্ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ে বিচ্চে (অমুকং) বষট্ মে বশ্যং কুরু কুরু স্বাহা।"

নবার্ণ স্তম্ভন মন্ত্র

এই মন্ত্র ১৬,০০,০০০ (ষোল লক্ষ) জপে কার্য সিদ্ধ হয়। এতে পূর্ব মুখে বসে জপ করতে হয়। ছাই রঙের আসন, ছাই রঙের বস্ত্র ব্যবহার করতে হবে সাধককে, পদ্মাসনে বসে এই কার্য করবে।

মন্ত্র–"ওঁ ঠং ঠং ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ে বিচ্চে (অমুকং) হ্রীং বাচং মুখং পদং স্তম্ভয় হ্রীং জিহ্বাং কলীয় হ্রীং বুদ্ধিং বিনাশয় হ্রীং ওঁ ঠং ঠং স্বাহা।"

নবার্ণ বিদ্বেষণ মন্ত্র

এই মন্ত্র ১৩,০০,০০০ (তের লক্ষ) জপ করলে কার্য সিদ্ধ হয়। সাধককে উত্তর মুখে বসতে হবে। কালো বর্ণের আসন ও কালো বর্ণের বস্ত্র ব্যবহার করতে হবে সাধককে। এতে পৃষ্ঠ পাদক আসনে বসে কাজ করতে হবে। এটি ২০ দিনের প্রয়োগ। নদী, কুঁয়া বা পুকুরের জল তাম্র কলসে নিয়ে ৩টি মিশিয়ে স্নান করতে হবে।

মন্ত্র–"ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ে (অমুকং) বিদ্বেষণং কুরু কুরু স্বাহা।"

নবার্ণ মহামন্ত্র

এটি সম্পূর্ণ এবং নবার্ণ মহামন্ত্র। এর উচ্চারণেই দেবী সাধকের প্রতি প্রসন্না হন।

মন্ত্র–"ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং মহাদূর্গে নবাক্ষরী নবদুর্গে নবাত্মিকে নবচণ্ডী মহামায়ে মহামোহে মহায়োগনিদ্রে জয়ে মধুকৈটভ বিদ্রাবিনি মহিষাসুর মর্দিনী ধূম্রলোচন সংহন্ত্রী চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনী রক্তবীজান্তকে নিশুম্ভ ধ্বংসিনি শুম্ভ দর্পঘ্নি দেবি অষ্টাদশ বাহুকে কপাল খট্বাঙ্গ শূল খড়গ খেটক ধারিনী ছিন্ন মস্ত ক ধারিনী রুধির মাংস ভোজিনী সমস্ত ভূত-প্রেতাদি যোগ ধ্বংসিনি ব্রহ্মেন্দ্রাদি স্তুতে দেবি মাং রক্ষ রক্ষ মম শত্রূন্ নাশয় হ্রীং ফট্ হ্রুং ফট্ ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ে বিচ্চে।"

দুর্গে স্মৃতা মন্ত্র

এই মন্ত্র সাধকগণের অতি প্রিয়। দেবীর সাক্ষাৎ দর্শন করার জন্য এই মন্ত্র সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই সঙ্গে অখণ্ড লক্ষ্মী লাভের জন্যও এই মন্ত্র সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।

বিনিয়োগ–"দুর্গে স্মৃতা ইতি মন্ত্রস্য হিরণ্যগর্ভ ঋষিঃ, উষ্ণিক ছন্দঃ, শ্রীমহামায়া দেবতা, শাকম্ভরী শক্তি, দুর্গা বীজম্ শ্রীবায়ুস্তত্বম্, মম চতুর্বিধ পুরুষার্থ সিদ্ধয়ে জপে বিনিয়োগঃ।"

মন্ত্র–"ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ে বিচ্চে ওঁ হ্রীং ক্লীং কাংসোস্মিতাং হিরণ্যপ্রাকারা মাদ্রজ্বিলা ন্তীং তৃপ্তাং তর্পয়ন্তীং, পদ্মেস্থিতাং পদ্মবর্ণা তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্, ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং দুর্গেস্মৃতা হরসি ভীতিমশেষ জন্তোঃ স্বস্থৈঃ স্মৃতামতি মতীব শুভাং দদাসি, যদস্তি যচ্চ দৃষ্টকে ভয়ং বিদতি মামিহ, পবমান বিতজ্জহি, দারিদ্র্য দুঃখ ভয়হারিনী কা ত্বদন্যা, সর্বোপকার করণায় সদার্দ্র চিত্তা, ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং কাংসোস্মিতাং হিরণ্য প্রাকারা মর্দ্রাজ্বলন্তীং তৃপ্তাং তর্পয়ন্তীং, পদ্মেস্থিতাং পদ্মবর্ণা তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্, ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ে বিচ্চে।"

বিধি–১,০০০,০০ (এক লক্ষ) জপ করলে এই মন্ত্র সিদ্ধ হয়। জপের পর দশাংশ ক্ষীর হোম, হোমের দশাংশ তর্পণ, তর্পণের দশাংশ অভিষেক করলে মন্ত্র সিদ্ধ হবে। মন্ত্র সিদ্ধ হলে জীবনে সমস্ত কার্যে পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সাধক সর্বদেশে সর্বকার্যে পূজা পায়।

নবদুর্গার নাম

১) জয়া (২) বিজয়া ৩) ভদ্রা (৪) ভুবনেশ্বরী ৫) বৈরবী ৬) ছিন্নমস্তা ৭) ধূমাবতী ৮) বগলা ৯) মাতঙ্গী ১০) কমলা।

দশ মহাবিদ্যা

১) কালী ২) তারা ৩) ষোড়শী ৪) ভুবনেশ্বরী ৫) ভৈরবী ৬) ছিন্নমস্তা ৭) ধুমাবতী ৮) বগলা ৯) মাতঙ্গী ১০) কমলা।

পূজা প্রণালী

প্রথমে প্রাতঃকৃত্যাদি বা সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করে, মন্ত্রাচমন করবে–'ক্রীং' এই মন্ত্রে ৩ বার আচমন করবে। তারপর নিম্ন মন্ত্রে মার্জন করবে।

ওঁ কাল্যৈ নমঃ, ওঁ কপালিন্যৈ নমঃ। (ওষ্ঠদ্বয়), 'ওঁ কুল্লায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে প্রক্ষালন। 'ওঁ কুরুকুল্লায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে মুখ মার্জন। ওঁ বিরোধিন্যৈ নমঃ মন্ত্রে দক্ষিণ নাসা। 'ওঁ বিপ্রচিত্তায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে মন্ত্রে বাম নাসা, 'ওঁ উগ্রায়ৈ নমঃ'

মন্ত্রে দক্ষিণ চক্ষু। ওঁ উগ্রপ্রভায়ৈ নমঃ মন্ত্রে বামনেত্র, 'ওঁ দীপ্তায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে দক্ষিণ কর্ণ, 'ওঁ নালয়ৈ নমঃ' মন্ত্রে বামকর্ণ, ওঁ ঘণায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে নাভি। 'ওঁ কলাকায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে বক্ষ 'ওঁ মাত্রায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে মস্তক, 'ওঁ মুদ্রায়ৈ নমঃ মন্ত্রে দক্ষিণ স্কন্ধ। 'ওঁ নিত্যায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে বাম স্কন্ধ স্পর্শ করবে।

উপরোক্ত বিধিতে আচমন করে সাধারণ পূজাবিধি অনুসারে ভূতশুদ্ধি পর্যন্ত সমস্ত কাজ সমাপ্ত করে 'হ্রীং' এই মন্ত্রে যথাশক্তি প্রাণায়াম করবে। অতঃপর ঋষ্যাদিন্যাস করবে।

ঋষ্যাদিন্যাস–'অস্য মন্ত্রস্য ভৈরব ঋষিরুষ্ণিকছন্দো দক্ষিণ কালিকা দেবতা হ্রীং বীজং হুং শক্তিঃ ক্রীং কীলকং পুরুষার্থ সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ।' (শিরসি) ভৈরব ঋষয়ে নমঃ। (মুখে) উষ্ণিক ছন্দসে নমঃ। (হৃদি) দক্ষিণ কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। (গুহ্যে) হ্রীং বীজায় নমঃ। (পাদয়ো) হুং শক্তয়ে নমঃ। (সর্বাঙ্গে) ক্রীং কীলকায় নমঃ।"

এবার করাঙ্গন্যাস করতে হবে। কালী তন্ত্রে করাঙ্গন্যাস সম্পর্কে বলা হয়েছে–

"অঙ্গন্যাস করন্যাসৌ যথাবদভিধীয়তে।
ভৈরবীহস্য ঋষিঃ প্রোক্ত উষ্ণিকছন্দ উদাহৃতম্।।
দেবতা কালিকা প্রোক্ত লজ্জাবীজং তু বীজকম্।
কীলকং চাদ্য বীজং স্যাচ্চতুর্বর্গ ফলপ্রদম্।।
শক্তিশ্চ কূর্চবীজস্যাদ্ নিরুদধা সরাবতী।
কবিত্বার্থে বিনিয়োগঃ স্রাদিত্যাদি।
তেন মায়য়া ষড়ঙ্গন্যাস, ষড়দীর্ঘভাজা।
বীজেন প্রণবায্যে কল্পয়েৎ।।"

করন্যাস–"ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।"

অঙ্গন্যাস–"ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা। ওঁ হ্রূং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ হ্রৈং কবচায় হুং। ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্। অথবা "ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ। ক্রীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদি এবং ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ক্রীং তর্জ্জণীভ্যাং স্বাহা।" ইত্যাদি মন্ত্রেও করাঙ্গন্যাস করতে পারেন।

বর্ণন্যাস– অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৯ং ৯৯ং নমঃ হৃদয়ে।
এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং নমঃ দক্ষিণ বাহৌ।
ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং নমঃ বাম বাহৌ।

ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং নমঃ দক্ষিণ পাদে।

মং যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং নমঃ বাম পাদে।

বিরুপাক্ষের মতে বর্ণে অনুস্বার যোগ করে উপরোক্ত ভাবে বর্ণন্যাসের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কালী তন্ত্রে 'ং' বাদ দিয়ে শুধু 'অ আ ই ঈ' এইভাবে ন্যাস করতে বলা হয়েছে। সাধকের রুচি অনুযায়ী যে কোন ভাবেই বর্ণন্যাস করতে পারেন।

ষোঢ়ান্যাস–বীরতন্ত্রে বলা হয়েছে, প্রথমে শুধু মাতৃকান্যাস করবে। যেমন–অং নমঃ ললাটে, আং নমঃ মুখে ইত্যাদি।

এরপর প্রণব পুটিত করে মাতৃকান্যাস করবে যেমন–

ললাটে–অং ওঁ অং নম। মুখে–আং ওঁ আং নমঃ ইত্যাদি।

এরপর 'শ্রী' বীজ দ্বারা সমস্ত মাতৃকা বর্ণ পুটিত করে ন্যাস করবে।

যেমন–ললাটে–শ্রীং অং শ্রীং নমঃ। মুখে–শ্রীং আং শ্রীং নমঃ। ইত্যাদি।

পরে মাতৃকা পুটিত 'শ্রী' বীজন্যাস করবে। যেমন–

ললাটে–অং শ্রীং অং নম। মুখে–আং শ্রীং আং নমঃ। ইত্যাদি।

এরপর কামবীজ (ক্লীং) পুটিত মাতৃকান্যাস করবে। যেমন–ললাটে–ক্লীং অং ক্লীং নমঃ। মুখে–ক্লী আং ক্লীং নমঃ। ইত্যাদি। এবার বিপরীতক্রমে মাতৃকাপুটিত কামবীজন্যাস করবে। যেমন–অং ক্লীং অং নমঃ ললাটে। আং ক্লীং আং নমঃ মুখে ইত্যাদি।

এবার শক্তি বীজপুটিত মাতৃকান্যাস করবে। যেমন– ললাটে–হ্রীং অং হ্রীং নমঃ। মুখে–হ্রীং আং হ্রীং নমঃ।

এবার ক্রীং ক্রীং ঋং, ঋং ৯ং ৯৯ং ক্রীং ক্রীং নমঃ ললাটে। ক্রীং ক্রীং ঋং ঋৃং ৯ং ৯৯ং ক্রীং ক্রীং নমঃ, মুখে। ইত্যাদি ক্রমে মাতৃকা স্থানে ন্যাস করবে।

এবার মূলমন্ত্র দ্বারা পুটিত করে মাতৃকান্যাস করবে। যেমন–ক্রীং অং ক্রীং ললাটে। ক্রীং আং ক্রীং মুখে ইত্যাদি।

এবার মূল মন্ত্র দ্বারা ৫ বার অথবা ৭ বার ব্যাপকন্যাস করবে।

এইভাবে সম্পূর্ণ ষোঢ়ান্যাস করলে সাধকের সমস্ত পাপরাশি ধ্বংস হয়। ষোড়ান্যাসের পর তত্ত্বন্যাস করবে।

তত্ত্বন্যাস–'ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা" পা থেকে নাভি পর্যন্ত। 'দক্ষিণ কালিকে ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা।' নাভি থেকে হৃদয় পর্যন্ত। 'ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা' এই মন্ত্রে হৃদয় থেকে মস্তক পর্যন্ত ন্যাস করতে হবে। তারপর বীজন্যাস করবে। যথা–

ব্রহ্মরন্ধ্রে—ক্রীং নমঃ। ভ্রূমধ্যে—ক্রীং নমঃ। ললাটে—ক্রীং নমঃ। নাভৌ—হুং নমঃ। গুহ্যে—হুং নমঃ। মুখে—হ্রীং নমঃ। সর্বাঙ্গে—হ্রীং নমঃ।

বিঃ দ্রঃ—পূর্বোক্ত ষোঢ়ান্যাস, তত্ত্বন্যাস ও বীজন্যাস, এই তিনটি ন্যাস বিশেষ পূজায় কাম্য। কিন্তু নিত্যপূজায় উক্ত তিনটি ন্যাস ভিন্নও পূজা অঙ্গহীন হয় না।

এরপর মূলমন্ত্র দ্বারা ৭ বার ব্যাপক ন্যাস করে যথাবিধি মুদ্রাদি প্রদর্শন করে ধ্যান করবে।

কালী তন্ত্রোক্ত ধ্যানম্

ওঁ করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশী চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্।।
সদ্যছিন্ন শিরঃ খ বামাধোর্ধ্ব করাম্বুজাম্।।
অভয়ং বরদং চৈব দক্ষিণাধোর্ধ্ব করাম্বুজাম্।।
মহামেঘ প্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্ত মুণ্ডালী গলদ্রুধির চর্চিতাম্।।
কর্ণাবতংসতানীত শবযুগ্ম ভয়ানকাম্।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নত পয়োধরাম্।।
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্।
সৃক্কদ্বয় গলদ্রক্ত ধারাবিস্ফুরিতাননাম্।।
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয় বাসিনীম্।
বালার্ক মণ্ডলাকার লোচন ত্রিতয়ান্বিতাম্।।
দন্তুরাং দক্ষিণ ব্যাপী মুক্তালম্বি কচোচ্চয়াম্।।
শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্।।
শিবাভির্ঘোররবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিততাম্।
মহাকালেন চ সমং বিপরীত রতাতুরাম্।।
সুখপ্রসন্ন বদনাং স্মেরানন সরোরুহাম্।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং সর্বকাম সমৃদ্ধিদাম্।

ভাবার্থ—দক্ষিণ কালিকা দেবী করাল বদনা। ভয়ঙ্কর আকৃতি যুক্তা। মুক্তকেশী ও চার হাত বিশিষ্টা। তাঁর গলায় মুণ্ডমালা, তিনি নিচের বামহস্তে সদ্য কাটামুণ্ড ধারণ করে আছেন। উপরের বাম হস্তে খ শোভা পাচ্ছে। তার নিচের ডান হাতে অভয় ও উপরের ডান হাতে বরমুদ্রা শোভা পাচ্ছে। এই দেবী ঘন মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা এবং নগ্না। তাঁর কণ্ঠে যে মুণ্ডমালা আছে, তার রক্তধারা ঝরে সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দিচ্ছে। তাঁর দুটি কানে দুটি শিশু শব কুণ্ডল রূপে শোভা পাচ্ছে। যার ফলে দেবীর আকৃতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রতীত

হচ্ছে। তাঁর দন্তপংক্তি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। তাঁর স্তনদ্বয় স্থূল এবং উন্নত। তিনি শবের হাতের দ্বারা তৈরি অলঙ্কার কটিভূষণ স্বরূপ ধারণ করেছেন। তাঁর দুটি ওষ্ঠ প্রান্তের গড়িয়ে পড়া রক্তধারায় মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁর শব্দ বা হুঙ্কার অতীব গভীর। এই দেবী শ্মশানে বাস করেন। তাঁর তিনটি চক্ষু নবোদিত সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল। তাঁর দন্তপংক্তি উঁচু এবং বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে। তাঁর চারপাশ দক্ষিণব্যাপী মুক্ত হয়ে আছেনি শবরূপী মহাদেবের উপর অবস্থিত। তার চারপাশে শৃগালাদি ভয়ঙ্কর শব্দ করতে করতে ঘুরছে। ইনি মহাকালের সঙ্গে বিপরীত ভাবে রতিতে আসক্তা। তাঁর মুখপদ্ম সুপ্রসন্ন এবং হাস্যযুক্তা।

এইভাবে সমস্ত কামনা পূরণকারিনী এবং সমৃদ্ধিদাত্রী ভগবতী কালীর স্বরূপ ধ্যান করতে হবে।

যাঁরা একাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিত, তাদের জন্য ধ্যান নিম্নরূপ–

ধ্যানম্

শবারূঢাং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রা হসন্মুখীম্।
চতুর্ভুজা চণ্ডমুণ্ড বরাভয়করাং শিবাম্।।
মুণ্ডমালং ধরা দেবীং লোলজিহ্বা দিগম্বরাম্।
এবম্ সঞ্চিন্তয়েৎ কালী শ্মশানালয় বাসিনীম্।।

এইভাবে দেবীর ধ্যান করে সাধ্য উপচারে পূজা করে, এবং ভৈরবাদির পূজা শেষ করে মন্ত্র জপ করতে হয়।

কবচ শোধন বিধি

নিত্যক্রিয়া সমাপন করে, আচমন, বিষ্ণুস্মরণাদির পর স্বস্তিবাচন করবে। যথা–"ওঁ কর্তব্যেহস্মিন্ কবচসংস্কার কর্মণি পূণ্যাহং ভবন্তেহবি ব্রুবন্তু, ওঁ পূণ্যাহং ভবন্তোহবিব্রুবন্তু,, ওঁ পূণ্যাহং ভবন্তোহধি ব্রুবন্তু। ওঁ পূণ্যাহম্, ওঁ পূন্যাহম্, ওঁ পূণ্যাহম্।"

"ওঁ কর্তব্যেহস্মিন্ কবচ সংস্কার কর্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তোহধি ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্থি ভবন্তোহধি ব্রুবন্তু. ওঁ স্বস্তি ভবন্তোংধি ব্রুবন্তু ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ সস্তি।।

"ওঁ কর্তব্যেহস্মিন্ কবচ সংস্কার কর্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোহধি ব্রবসতউ, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোহধি ব্রুবন্তু। ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তেহধি ব্রুবন্তু। ওঁ ঋদ্ধ্যতাং, ওঁ ঋদ্ধ্যতাং, ওঁ ঋদ্ধ্যতাং।।"

অতঃপর যার কবচ শোধণ করা হচ্ছে, তার বেদোক্ত স্বস্থি সূক্ত পাঠ করে সাক্ষমন্ত্র পাঠ করবে।

সান্ধ্যমন্ত্র–"ওঁ সূর্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহ ক্ষপা।
পবনো দিক্‌পতির্ভূমি রাকাশং খচরা মরা।
ব্রাহ্ম্যং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্।।
এবার যথারীতি সঙ্কল্প করবে।

সঙ্কল্প–বিষ্ণুরোম, তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্র শ্রীঅমুক দেবশর্মা অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণস্য (দাসস্য বা) অমুক দেবতায়া (যে গ্রহের কবচ তার নাম) অমুক কবচ (গ্রহের নাম) ধারণার্থং কবচ সংস্কারমহং করিষ্যে (পরার্থে–করিষ্যামি)।

অতঃপর সঙ্কল্প সূক্ত পাঠ করে, সামাণ্যার্ঘ্য, ভূতাপসারণ, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি প্রভৃতি করে, গণেশাদি দেবতার পূজা গুরুপূজা করবে। পরে যে গ্রহের কবচ, যথাসাধ্য উপাচারে সেই গ্রহের পূজা করবে।

তারপর কবচকে শুদ্ধজলে স্নান করিয়ে, "হৌং" মন্ত্র ১০৮ বার জপ করে, শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা "ওঁ" উচ্চারণ পূর্বক ধৌত করে, স্বর্ণাদি পাত্রে স্থাপন করে চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুমযুক্ত জল দ্বারা স্নান করিয়ে মুছে, কবচের ওপর "হৌং" মন্ত্র ১০৮ বার জপ করবে।

অতঃপর যে গ্রহের কবচ, সেই গ্রহের মূলমন্ত্র অথবা "ওঁ" মন্ত্রে পঞ্চামৃত দ্বারা কবচকে স্নান করিয়ে, পুনরায় মূরমন্ত্রে দুগ্ধ, জল, চন্দন, কস্তুরী ও কুঙ্কুম দ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে স্নান করাবে।

এবার কুঙ্কুম ও গোরোচনা মিশ্রিত জলে স্নান করিয়ে পঞ্চকষায় যুক্ত অষ্টকলস দ্বারা পর্যায়ক্রমে স্নান করিয়ে শেষে শুদ্ধজলে স্নান করাবে। তারপরে কবচ বস্ত্র দ্বারা মুছে স্বর্ণাদি পাত্রে রেখে কবচটি কুশত্রিপত্র দ্বারা স্পর্শ করে নিম্নমন্ত্র ১০৮ বার জপ করবে। মন্ত্র যথা–

মন্ত্র–"ওঁ কবচ রাজায় বিদ্মহে মহাকবচায় ধীমহি তন্নো কবচং প্রচোদয়াৎ।"

এবার নিম্নলিখিত মন্ত্রে কবচের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে–

"অস্য প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রস্য ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরা ঋষয়ঃ ঋগ-যজুঃ সামার্থবামশ্ছন্দাংসি চৈতন্যং দেবতা প্রাণ প্রতিষ্ঠায়াং বিনিয়োগঃ।"

"ওঁ আং হ্রীং ক্রোং সং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীঅমুক (গ্রহের নাম) দেবতায়াঃ প্রাণা হই প্রাণাঃ" ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীঅমুক দেবতায়া (গ্রহের নাম) জীব ইহ স্থিতঃ। ওঁ

আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং যং যং সং হৌং হং সঃ শ্রী অমুকদেবতায়া (গ্রহের নাম) সর্বোন্দিয়ানিক ইহাস্থিতানি। ওঁং আং হ্রীং বাক্মখনস্বক্‌চক্ষুঃ শ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।। ওঁ মনোজুতি র্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞামিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমংদধাতুবিশ্বে দেবাস ইহ মাদয়ন্তামো প্রতিষ্ঠ।। ওঁ অস্মৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্মৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অস্মৈ দেবত্ব সংখ্যায়ৈ স্বাহা।

এরপরে কবচে দেবতার আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন পূর্বক ষড়ঙ্গন্যাস করে যথাশক্তি উপচারে দেবতার পূজা করে ষড়ঙ্গের পূজা করবে। তারপর পট্টবস্ত্র বা পট্টসূত্র, দর্পণ, চামর ও ঘণ্টা উপচারার্থ দিবে। পূজা শেষে যে গ্রহের কবচ সেই গ্রহের মূলমন্ত্র ১০৮ বার জপ করে জপ সমর্পণ করবে।

জপ সমর্পণ মন্ত্র–"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্তাত্বং গৃহানাস্মৎ কৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব তৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বর।"

অতঃপর যে গ্রহের যে সমিধ সেই সমিধ দ্বারা সেই গ্রহের বৈদিক মন্ত্র দ্বারা (পূর্বেই উল্লেখ করা আছে) ১০৮ বার হোম করবে।

হোম করতে অসমর্থ হলে, দ্বিগুণ জপ করে শেষে দক্ষিণান্ত। অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ সমাধান করবে।

কবচ নির্মাণ প্রণালী

প্রতিটি গ্রহের কবচ প্রস্তুতের জন্য ঐ গ্রহের পূজা এবং তার দেবতার পূজা শুদ্ধভাবে করতে হবে।

১। রবির দেবতা মাতঙ্গী। জপমন্ত্র–ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায়, জপসংখ্যা ৬০০০। অধিদেবতা শিব, প্রত্যধিদেবতা বহ্নি। গোত্র কাশ্যপ, বর্ণ ক্ষত্রিয়। কালিঙ্গ। পরিমাপ দ্বাদশাঙ্গুল। দ্বিভুজ, মণ্ডল মধ্যবর্তী বর্তুলাকৃতি, রক্তবর্ণ, তাম্রমূর্তি, সপ্তাশ্বরথারূঢ়। অবতার রামচন্দ্র। পুষ্পাদি রক্তবর্ণ। ধূপ গুগ্‌গুল। সমিধ আনন্দকাঠ, দক্ষিণা ধেনুমূল্য।

২। চন্দ্রের দেবতা কমলা। মন্ত্র–ওঁ ঐং ক্লীং সোমায়। জপ সংখ্যা ১৫০০০। অধিদেবতা উমা। প্রত্যধিদেবতা জল। অগ্নিগোত্র, বৈশ্য, সামুদ্র, দ্বিভূজ, একহস্ত প্রমাণ, অগ্নিকোণে অর্ধচন্দ্রাকৃতি, শ্বেতবর্ণ, দশ অশ্বরথোপরি শ্বেত পদ্মস্থ। শ্রীকৃষ্ণ অবতার। পুষ্পাদি শ্বেতবর্ণ। অত্রিগোত্র স্ফটিকমূর্তি বা রজতমূর্তি, ধূপ সরলকাষ্ঠ, বলি ঘৃতমিশ্রিত পায়স, সমিধ পলাশ। দক্ষিণা শঙ্খ ও যথাসাধ্য রজতমুদ্রা।

৩। মঙ্গলের দেবতা বগলামুখী। মন্ত্র–ওঁ হ্রীং শ্রীং মঙ্গলায়, জপসংখ্যা ৮০০০, অধিদেবতা স্কন্দ। প্রত্যাধিদেবতা ক্ষিতি। ভরদ্বাজ গোত্রীয়, ক্ষত্রিয় আবন্ত্য, চতুর্ভুজ, চতুরঙ্গুল, দক্ষিণে লোহিতবর্ণ ত্রিকাণাকৃতি, শেষবাহন, নৃসিংহ অবতার। পুষ্পাদি রক্তবর্ণ, রক্তচন্দনের মূর্তি চন্দন কুঙ্কুম অনুলেপন, ধূপ দেবদারু, বলি খিচুড়ি। সমিধ মদির। দক্ষিণা বৃষমূল্য।

৪। বুধের দেবতা ত্রিপুরাসুন্দরী। মন্ত্র–ওঁ ঐং স্ত্রীং শ্রীং বুধায়। অধিবেতা নারায়ণ, প্রত্যাধিদেবতা বিষ্ণু। অত্রিগোত্র, বৈশ্য, চতুর্ভূজ, দ্ব্যদুল মাগধ, স্বর্ণমূর্তি, ঈশানে পীতবর্ণ, ধনুরাকৃতি, সিংহবাহন, বুদ্ধ অবতার। পুষ্পাদি পীতবর্ণ, ধুপ সঘৃত দেবদারুকাষ্ঠ, বলি দুগ্ধমিশ্রিত অন্ন, সমিধ অপামার্গ (আপাং), দক্ষিণা স্বর্ণ মুল্য। ১৭০০০ সতের হাজাব জপ করাবে।

৫। বৃহস্পতির দেবতা তারা। মন্ত্র–ওঁ হ্রীং ক্লীং হুং বৃহস্পতয়ে, জপসংখ্যা ১৯০০০, অধিদেবতা ব্রহ্মা, প্রত্যাধিদেবতা ইন্দ্র, অঙ্গিরস গোত্র, সৈন্ধব, চতুর্ভুজ, দ্বিজ, ষড়ঙ্গুল, উত্তরে পীতবর্ণ পদ্মাকৃতি, স্বর্ণমূর্তি, পদ্মোপরিস্থিত, বামন দেব অবতার। পুষ্পাদি পীতবর্ণ, ধুপ সঘৃত দেবদারুকাষ্ঠ গন্ধক, কর্পূর, অগুরু চন্দনসহ ধুপ দশাঙ্গ, বলি দধিমিশ্রিত অন্ন, সমিধ অশ্বত্থ, দক্ষিণা পীতাভ যুগলবস্ত্র।

৬। শুক্রের দেবতা ভুবনেশ্বরী। মন্ত্র–ওঁ হ্রীং শুক্রায়। জপসংখ্যা ২১০০০। অধিদেবতা ইন্দ্র, প্রত্যাধিদেবতা শচী। ভার্গবগোত্র, দ্বিজ, চতুর্ভূজ, নবাঙ্গুল, পুষ্পম্প শ্বেতবর্ণ, পূর্বে শ্বেতবর্ণ চতুষ্কোণাকৃতি, রজতমূর্তি, পদ্মোপারিস্থিত, পরশুরাম, অবতার। পুষ্পাদি শ্বেতবর্ণ ধূপ গুগ্‌গুল্ বলি ঘৃত মিশ্রিত অন্ন, সমিধ ঔড়ম্বর, দক্ষিণা অশ্বমূল্য।

৭। শনির দেবতা দক্ষিণাকালী। মন্ত্র–ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায়: জপসংখ্যা ১০,০০০। অধিদেবতা যম, প্রত্যাধিদেবতা প্রজাপতি, কাশ্যপগোত্র, সৌরাষ্ট্র, চতুর্ভুজ, চতুরঙ্গল, পশ্চিমে কৃষ্ণবর্ণ সর্পাকৃতি, লৌহমূর্তি, গৃদ্রবাহন কূর্ম অবতার, চন্দন কস্তুরী অনুলেপন, পুষ্পাদি কৃষ্ণবর্ণ, ধুপ কৃষ্ণাগুরু, বলি খদির (ভাজ্য তিলতণ্ডুল চূর্ণ) সমিধ শমী (সাঁই), দক্ষিণা কৃষ্ণবর্ণ গাভীমূল্য।

৮। রাহুর দেবতা ছিন্নমস্তা। মন্ত্র–ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে। জপসংখ্যা ১২০০০। অধিদেবতা কাল, প্রতাধিদেবতা সর্প, পৈধীমসী গোত্র, মলয়জ, চতুর্ভূজ, দ্বাদশাঙ্গুলি, নৈঋতে কৃষ্ণবর্ণ মকরাকৃতি, সীসকমূর্ত্তি, সিংহবাহন,

বরাহ অবতার, শ্বেচন্দন, পুষ্পাদি কৃষ্ণবর্ণ, ধূপ দারুচিনি, বলি ছাগমাংস, সমিধ দূর্ব্বা, দক্ষিণা লৌহ।

৯। কেতুর দেবতা ধুমাবতী। মন্ত্র-ওঁ হ্রীং ঐং কেতবে। জপসংখ্যা ২২০০০। অধিদেবতা চিত্রগুপ্ত, প্রত্যাধিদেবতা ব্রহ্মা। জৈমিনি গোত্র, শূদ্র, কৌশদ্বীপী, দ্বিভূজ, যড়ঙ্গুল, কাঁসারমূর্তি, বায়ুকোণে ধূম্রবর্ণ থাকৃতি, গৃধ্রবাহন মৎস্যাবতার। পুষ্পাদি ধূম্রবর্ণ, সমিধ পদ্দকাষ্ঠ, ধূপ মধুমিশ্রিত দারুচিনি, বলি চিত্রৌগৃদদন (ছাগীদুগ্ধে সিদ্ধ যব, শালিতণ্ডুল, তিলতণ্ডুল, রক্তাক্ত ছাগকর্ণ) সমিধ কুশ, দক্ষিণা ছাগমূল্য।

সাধারণতঃ গৃহের বাইরে ফাঁকা স্থানে, নদীতীরে বা শ্মশানে বা কোনও বাড়ির বাইরের মন্দিরে গ্রহপূজা ও তার দেবতার পূজা করা হয়। অধিদেবতা ও প্রত্যধিদেবতার মূর্ত্তির প্রয়োজন হয় না—মৃত্তিকাতে গঙ্গাজল দ্বারা ত্রিশূল চিহ্ন অংকিত করে তাঁদের ঐস্থানে পূজা করতে হয়। দেবতাদের মূর্তি মৃত্তিকা নির্মিত হবে। গ্রহদের মূর্তি এবং তাঁদের কিভাবে তৃপ্ত করে পূজা করা যায়, তা বর্ণনা করা হলো। পূজার পর হোম হয়।

পূজার পর দেবতা এবং গ্রহের এবং প্রত্যধিদেবতা প্রভৃতির আশীর্বাদপুষ্প নিতে হবে। তারপর প্রত্যেক গ্রহের কবচযন্ত্র ভূর্জপত্রে কুঙ্কুম দ্বারা অথবা গোরোচনা (এক প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য) দ্বারা লিখতে হবে।

এই আশীর্বাদ পুষ্পগুলি, কবচযন্ত্র, হোমের ভস্ম একত্রে কিছু কিছু করে একটি বড় মাদুলীতে পুরতে হবে। তারপর মোম বা গালা দ্বারা মুখ বন্ধ করতে হবে। তারপর ঐ কবচ গঙ্গাজলপাত্রে ডুবিয়ে রেখে নির্দিষ্ট সংখ্যক ঐ গ্রহ মন্ত্র জপ করতে হবে।

গ্রহ, দেবতা, অধিদেবতা প্রভৃতির পূজা কিভাবে করতে হয় তা জানতে হলে 'পুরোহিত দর্পণ গ্রন্থ পাঠ করে জানতে হবে। সেই অনুযায়ী পূজাদি করতে হবে। পূর্ণ জপসংখ্যা ছাড়া কবচ নির্মাণ সম্পূর্ণ হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ভূর্জপত্র প্রভৃতি দ্রব্য দশকর্মভাণ্ডারে পারেন। কিন্তু সব সময় মনে রাখবেন, যে দীক্ষিথ ব্যক্তি মাত্রই প্রথমে গুরুদেবকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে পূজাদি করবেন এবং কবচ নির্মাণ করবেন।

আজকাল অনেকে সাধারণ ভাবে কবচমন্ত্র লিখে কিছু ফুল বেলপাতা ভরে দেন তাতে কিন্তু এভাবে কবচের নামে কখনো প্রতারণা করা উচিত নয়, তা মহাপাপ জানবেন।

ধাতু-তাম্র ধাতুর কবচ অনেক সময় মৃতদেহের স্পর্শকারী বা নবজাতক স্পর্শকারী মানুষের ছোঁয়ায় তার ক্রিয়া হারিয়ে ফেলে। রৌপ্য ও স্বর্ণ নির্মিত কবচ তার চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়। নবগ্রহ কবচ নটি গ্রহ ও দেবতার পূজা করে তারপর করতে হয়।

মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ, বগলামুখী কবচ প্রভৃতি ঐসব দেবতার পূজা করে তারপর যন্ত্র এঁকে তা কবচে ভরে করতে হয়।

আবির্ভাব

প্রায় সবার ধারণা যে, বেদের সরলীকরণ 'উপনিষদ'-এর রূপে হয়েছে। তারপরে 'পুরাণ' এবং তারপরে 'তন্ত্র' রূপে এসেছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে খ্রীষ্টাব্দ আরম্ভ হওয়ার দু'হাজার বছর পূর্ব থেকেই তন্ত্র-গ্রন্থগুলির রচনা শুরু হয়েছিল। আজ থেকে ১৫০০ হাজার বছর পূর্বে তন্ত্রবিদ্যা শুধুমাত্র ভারতেই নয়, তিব্বত, চীন, থাইল্যাণ্ড, কাম্বোজ ও মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত প্রসারিত হয় বা ছড়িয়ে পড়ে। বৌদ্ধ যুগে তন্ত্রের প্রভাব এতো তীব্রতর হয়েছিল যে, বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে সকলে তন্ত্র-সংস্কৃতির পর্যায়ে এনেছিল।

ব্যাপক ক্ষেত্র- তন্ত্র-বিদ্যার ক্ষেত্র সুদূর প্রসারিত। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সবই তন্ত্রের মধ্যে পড়ে। যেমন-সৃষ্টি, প্রলয়, মন্ত্র সাধনা, দেবলোক, তীর্থ, চার-আশ্রম, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আদি চারবর্ণ, যন্ত্র-বিদ্যা, কল্প বর্ণন, জ্যোতিষ, পুরাণ, ব্রত-উপবাস, নিত্যকর্ম, সমাজ-সেবা, রাজনীতি, দেহ-বিজ্ঞান, নারী-পুরুষের সম্বন্ধ, দান-পুণ্য, সাংসারিকতা (লোকাচার) এবং আধ্যাত্মিকতা। এখান থেকে শুরু করে যোগসাধনা সহ মোক্ষপ্রাপ্তি পর্যন্ত।

তন্ত্র-শক্তি প্রণেতা ভগবান শিব- তন্ত্র-শাস্ত্রের প্রণেতা স্বয়ং ভগবান শিব। কোনও না কোনও রূপে সমস্ত সম্প্রদায় এঁকে মান্য করে। এজন্যই সমস্ত তন্ত্র-সাধক ভগবান শিবকে নিজের আদিদেব স্বীকার করেন।

তন্ত্র সাহিত্য রচনা পরিমাণ দৃষ্টিতে আশ্চর্যজনক। দুঃখের বিষয় শতাধিক গ্রন্থ আজ পাওয়া যায়নি। শুধুমাত্র তার নামোল্লেখ পাওয়া যায়। বিদেশী আক্রমণে ভারতের সংস্কৃতি ও শ্রীকে ছিন্ন করার জন্য 'গ্রন্থনাশ' করার সুযোগ নেয়। তার ফলে অনেক দুর্লভ পাণ্ডুলিপি বিদেশী আক্রমণের দ্বারা ভস্মীভূত হয়ে যায়।

তন্ত্র সাহিত্যের গ্রন্থরূপ অনেক পরে পাওয়া যায়। কয়েক শতাব্দী যাবৎ এটি গুরু-শিষ্যের মাধ্যমে মৌখিক শিক্ষক ও স্মৃতি সংরক্ষণ রূপে

চলেছিল। পরে ভূর্জপত্র, তালপত্র, তামার পাত, অথবা কোনও বস্তুর ওপর লিখে স্মরণীয় করে রাখা হয়েছিল। কাগজের আবিষ্কার হয় এর অনেক পরে। তখন শুধুমাত্র হাতের লেখাই প্রচলিত ছিল। মুদ্রণ যন্ত্র তো মাত্র সেদিন তৈরী হয়েছে। অর্থাৎ যখন লিখে রাখা হতো, তার হাজার বছর পরে।

সুলভ ও দুর্লভ গ্রন্থ– তন্ত্র সাহিত্যের গ্রন্থগুলিকে গণনা করে সূচী তৈরী করা সহজ বা সম্ভব নয়। কিন্তু দু'চারটির নাম এতো বিখ্যাত যে, তার দ্বারা তন্ত্র সম্বন্ধে অনেক কিছুই লেখা যায়। এখানে বিখ্যাত কয়েকখানি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো।

১। মহাসিদ্ধসার তন্ত্র
২। কুলার্ণব তন্ত্র
৩। বারাহী তন্ত্র
৪। রুদ্রযামল তন্ত্র
৫। শক্তিমঙ্গল তন্ত্র
৬। আগমতত্ত্ব বিলাস
৭। তন্ত্র সার
৮। শারদা তিলক
৯। প্রমোদ মহাযুগ
১০। শঙ্কর তন্ত্র
১১। আগম দ্বৈত নির্ণয় ইত্যাদি।

সংক্ষেপে তন্ত্র সাহিত্যের বিশালতার অনুমান এই তথ্য দ্বারাই হয়ে থাকে যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির অন্তর্গত তন্ত্র-গ্রন্থগুলির সংখ্যা নিম্নলিখিতভাবে বলা যায়। যেমন–

বিষ্ণুক্রান্তা ৬৪ তন্ত্র — মূলতন্ত্র বর্ণিত ৬৪ তন্ত্র
রথক্রান্তা ৬৪ তন্ত্র — অন্য রাক্ষ্য দ্বারা প্রাপ্ত ৬৪ তন্ত্র
অশ্বক্রান্তা ৬৪ তন্ত্র — বৌদ্ধ সাহিত্য ৫৫ তন্ত্র
শিব বর্ণিত ২৩ তন্ত্র — সংকলন গ্রন্থ ১৬ খানির বেশী

এই প্রকার প্রায় ৫০০ শত তন্ত্র গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।

তন্ত্র-সাধনার বিধি

সাধক এবং গুরু

প্রত্যেকটি কার্যেরই একটা নিয়ম, বিধান অথবা ক্রম অবশ্যই থাকে। তদনুসারে যে কার্য করা হয় তাতে সফলতা পাওয়া যায়। বিধি-নিয়ম বিরুদ্ধ করা কোনও কাজের সফলতার আশা পূর্ণ হয় না। তা সে লৌকিক জীবনের কার্যই হোক অথবা আধ্যাত্মিক জীবনের কার্যই হোক, বিধি-নিয়মের ব্যতিক্রম করা যায় না। ব্যবহারিক জীবনেই লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, চা তৈরী থেকে শুরু করে যে কোনও উচ্চ ধরনের কাজ পর্যন্ত প্রত্যেকটির একটি বিধি-নিয়ম আছে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই অনর্থ ঘটে যাবার

সম্ভাবনা। মন্ত্র সাধনার ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। মন্ত্র, যন্ত্র অথবা তন্ত্র সাধনা এবং তার সাফল্যের জন্য তৎসম্বন্ধীয় নিয়মগুলি এবং বিধানগুলির সম্বন্ধে বোধ হওয়া সাধকের জন্য অত্যাবশ্যক।

এটা কোন কুসংস্কার বা অন্ধ বিশ্বাসের কথা নয়, এটা প্রকৃত সত্য কথা, প্রত্যেকটি কাজে প্রয়োজনীয় দ্রব্য, সময়, স্থান এবং অন্যান্য বিধি-নিয়মের প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকে। আজ পদার্থের প্রভাব যে কতখানি তা ভৌত বিজ্ঞানও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে নিয়েছে। কখন, কোন সময়, কবে, কোথায়, কেমন বস্তু, কিরূপ আবহাওয়া (ধ্বনি, প্রকাশ, বায়ু, গন্ধ) প্রভৃতির কতখানি প্রভাব পড়ে, তার প্রামাণ্য বিবেচনা আজ সূক্ষ্ম যন্ত্রাদির সাহায্যে ভালোভাবে বুঝা যায়। এটা এক আশ্চর্যজনক সত্য যে, হাজার বছর পূর্বেও, যখন মাইক্রোস্কোপ, টেলিস্কোপ, ডিনামাইট, রাডার, ব্যাক্‌টিরিয়া ও নিউট্রন প্রভৃতির আবিষ্কার হয়নি, তখন ভারতীয় আর্য ঋষিগণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় আবিষ্কার করে গেছেন। তাঁরা বায়ু, ধ্বনি প্রকাশ, পদার্থ, রোগ-চিকিৎসা, ধাতু, জল, ভূগর্ভ, অন্তরীক্ষ এবং পাতাল পর্যন্ত বিষয়ে এতো জ্ঞান রাখতেন যে, তাঁদের সর্বজ্ঞ বলা হতো।

সেই সব মহর্ষিগণ, বনচারী মহাত্মাগন আপন আপন বিষয়গুলির যে সকল বিস্তৃত ব্যাখ্যা, আলোচনা করে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, তাঁরা যে সমস্ত সিদ্ধান্ত স্থির করে গেছেন, তার উপর নির্ভর করেই পরবর্তী বিজ্ঞানীগণ গবেষণা করে নিয়মাদি নির্ধারণ করেছেন। তাঁদের সেই সব অনুভূত নিয়মগুলিকে অকাট্য এবং সম্পূর্ণ সত্য বলে, ফলপ্রদ ও অনুকূল মেনে নিয়েই আজ পর্যন্ত সাধকগণ সিদ্ধিলাভ করে আসছেন।

তন্ত্র-সাধনার সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ নির্দেশ হলো, সাধনা তখনই ফলবর্তী হয়, যখন তার আনুষঙ্গিক কার্যগুলি শুদ্ধ এবং পূর্ণ হয়। কোন্ কার্যের জন্য কোন্ তন্ত্র উপযুক্ত এবং তার সাধনার নিয়ম কিরূপ, সে বিষয় ভালভাবে না বুঝলে বা জানলে এবং সাধনার অপরিহার্য নিয়মগুলি পারন করতে না পারলে, সাধকের প্রয়াস সফল হবে না। সেজন্য তন্ত্র সাধনায় ইচ্ছুক ব্যক্তিকে কোনও বিশিষ্ট সাধকের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে, তার নির্দেশ মতো কাজ করতে হবে।

যাঁদের সে সুবিধা পাবার উপায় নেই, তাঁরা এই গ্রন্থের নির্দেশানুযায়ী ক্রিয়াকর্ম বা সাধনা করে অভীষ্ট সিদ্ধি করতে পারবেন। একথা অবশ্য স্মরণ

রাখতে হবে যে, সাধনা গুরুর নির্দেশানুযায়ী হোক বা নিজের চেষ্টাতেই হোক, নিজের ওপর আস্থা রাখতে হবে। শুচিন্তা, নিয়মানুবর্তিতা এবং দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন হতে হবে। এটাই হলো সাধকের প্রথম কাজ। এগুলি না থাকলে সাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে সমর্থ হবে না।

তন্ত্র-সাধনার মুখ্য অঙ্গ হলো ৮টি। যথা— ১। গুরু, ২। দীক্ষা, ৩। সাধনাস্থল, ৪। সময়, ৫। আসন, ৬। মালা, ৭। উপাদান, ৮। নিষেধ।

মন্ত্র, যন্ত্র ও তন্ত্র, এই তিনটি বস্তুই বস্তুতঃ মন্ত্র বিজ্ঞানের অঙ্গ। এই তিনটিই সবল ও সমর্থ বিষয়। যে কোনও কামনা এর সাহায্যে পূর্ণ করা যায়। কিন্তু তিনটি পৃথক বিষয়, এজন্য এর সাধনার নিয়ম ও প্রভাবে কিছু ভিন্নতা দেখা যায়। তবে আভ্যন্তরিক ও লৌকিক সমস্ত প্রকার সিদ্ধিগুলি এই তিনটিতে পাওয়া যায়।

আত্মজ্ঞানের জন্য মন্ত্র-সাধনা বিশেষ প্রভাবশালী এবং শ্রেষ্ঠ মানা হয়। মন্ত্র জপের সাহায্যে সাধক ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভ করে। ভৌতিক জগতের মায়াজাল থেকে শুরু করে মোক্ষ, কৈবল্য স্থিতি পর্যন্ত পৌছানোর জন্য মন্ত্র-সাধনা নিশ্চিত ও সফল মাধ্যম। জগতে এমন কিছু নাই যে, যন্ত্র ও তন্ত্রের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়। সাংসারিক সম্পদ লাভের জন্য এই দুটি সাধনা বিশেষ সাহায়ক। যন্ত্র তন্ত্র ও মন্ত্র, এই তিনটি যুক্ত করে সাধনা খুব শক্তিশালী হয়। শুধুমাত্র মন্ত্রের এত শক্তি নেই।

এর স্পষ্ট কারণ হলো—মন্ত্র-সেবী সাধক শাশ্বত শান্তি চায়। তাদের মধ্যে ভৌতিক সুখ অথবা বিলাসময় জীবন উপভোগ করার কামনা থাকে না। মন্ত্র-সেবীগণ এ সকলে বিরক্ত, তাঁরা শুধুমাত্র সেই পরমসত্ত্বা ঈশ্বরের সামীপ্য কামনা করে। এজন্যই তাঁরা অপেক্ষাকৃত সরল মন্ত্র-সাধনা করেন। যাঁরা যন্ত্র ও তন্ত্র-সাধনা করেন ভৌতিক সুখের কারণ, তাঁদের বিশেষ শ্রম ও সাবধানের সঙ্গে সাধনা করতে হয়। এতে সামান্য মাত্রও ভুল-চুক হলে বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়।

যন্ত্রের নির্মাণ, তার গঠনাকৃতি, পরিমাপ, সাধনা-পদ্ধতি, তন্ত্রের প্রয়োগ, ওর সঙ্গে প্রযুক্ত হবার যোগ্য খুবই জটিলতায় পূর্ণ। এখানে আরও একটি মনে রাখার বিষয় হলো মন্ত্র সাধকের আত্মজ্ঞান স্বয়ং তার নিজের জন্যই হয়, কিন্তু যান্ত্রিক ও তান্ত্রিক আত্মজ্ঞান অপরের জন্যও হয়ে থাকে। সাধক একটি যন্ত্র বা তন্ত্র সিদ্ধ হয়ে সাধক তার ফল অপরকেও দিতে পারে।

তন্ত্রে মন্ত্র ও যন্ত্রের সংযোগ থাকার কারণ, বীজমন্ত্র, ফলক, চিত্র,বিভিন্ন প্রকার ঔষধ ও অন্যান্য উপকরণেরও বিশেষ প্রয়োগ হয়। সাধনার প্রভাবে এই সমস্ত চিত্র, রেখাঙ্কন ও পদার্থ বিশেষরূপে সক্রিয়, শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হয় ও তার মাধ্যমে পূর্বোক্ত দশকর্মের মধ্যে যে কোনওটিতে লাভ প্রাপ্ত হয়। তবে এর জন্য সমস্ত বিধি-নিষেধ পালন অবশ্যই করতে হয়।

গুরুদেব

শাস্ত্রে আছে–

গুরুর্ব্রহ্মা গুরোর্বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অর্থাৎ গুরুদেবই ব্রহ্মা, গুরুদেবই বিষ্ণু এবং গুরুদেবই মহাদেব। গুরুদেবই পরম ব্রহ্ম স্বরূপ। অতএব গুরুকে বার বার প্রণাম করি। সাধককে মনে রাখতে হবে–

মন্নাথ শ্রীজগন্নাথ মদ্‌গুরো শ্রীজগদ্‌গুরু।
মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অর্থাৎ জগন্নাথই হলেন আমার নাথ অর্থাৎ প্রভু। জগদগুরু শিবই হলেন আমার গুরু। আমার আত্মা সর্বভূতের আত্মা, অর্থাৎ সর্বজীবই আমার আত্মা-স্বরূপ। অতএব গুরুকে প্রণাম করি।

গুরুদেব জ্ঞানরূপ কজ্জল শলাকা দ্বারা মনের অজ্ঞানান্ধকার দূর করে জ্ঞানচক্ষু প্রদান করেন। অতএব যে কোনও বিষয়ে জ্ঞান গুরুর কাছ থেকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাধনার পথে অগ্রসর হতে হলে সর্বপ্রথম গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে অগ্রসর হতে হবে। গুরুর মহিমা, তাঁর প্রভাব বর্ণনার বাইরে। গুরুর অর্থ হলো 'অনভবী'। ক্ষেত্র-বিশেষে অনুভব প্রাপ্ত ব্যক্তির পরামর্শ ও নির্দেশ গ্রহণ করে মানুষ সরলতার দ্বারা অগ্রসর হতে পারে। স্কুলের শিক্ষা থেকে শুরু করে, কলা, শিল্প, চিকিৎসা, যুদ্ধ, অধ্যাত্ম পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে গুরু হলেন পথপ্রদর্শক। নিজের মহত্ত্ব, গুণ-গৌরব ও প্রভাবশীলতার আধারের ওপর ঈশ্বরতুল্য মানা হয়। সাধারণ কথায় বলে–গুরুদেবই গোবিন্দ স্বরূপ। এটা কোনও অন্ধভক্তি বা বাহুল্যতাময় কথা নয়, এটি পরম সত্য, এটি অনুভূত কথা এবং বহু-সমর্থিত।

সাধনা-ক্ষেত্রে প্রবেশ করার জন্য, তা সে আধ্যাত্মিক সাধনাই হোক অথবা সাংসারিক কাজই হোক, সাধককে গুরুর কৃপা, তার পথনির্দেশনা প্রাপ্ত করা অনিবার্য। এখানে গুরু হলেন কোনও সিদ্ধপুরুষ। যিনি কঠিন সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। যদিও আজকের যুগে এই রকম সিদ্ধপুরুষ

খুবই কম দেখা যায়। তবু এই রকম সিদ্ধপুরুষের অভাব নেই। অনুসন্ধান করলে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। যদি কোনও প্রকারে কোনও সদ্‌গুরু না পাওয়া যায়, তাহলে স্বয়ং ভগবান শঙ্করকে মানসিক রূপে গুরু স্বীকার করে সাধনা শুরু করতে হবে। এজন্য সাধকের প্রভূত শিক্ষালাভ করতে হবে, এবং গ্রন্থাদি পাঠ করে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হবে।

উপযুক্ত গুরু লাভ করা অবশ্যই কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। যদি শ্রেষ্ঠ গুরু পাওয়া যায়, তাহলে বিনা সাধনাতেই অনেক কিছু পাওয়া যায়। গুরু নির্দেশিত সাধনা অবশ্যই ফলবতী হয়। গুরুকে যে গুহাবাসী সন্ন্যাসী, শ্মশানবাসী, অঘোরী বা মঠের অধ্যক্ষ হতে হবে, তার কোনও মানে নেই, গুরু যে কোনও লোক হতে পারেন। যে কোনও সংসারী লোকও গুরু হতে পারেন। যিনি বাহ্যিক ভদ্র, সৌম্য শান্ত, সরল, উদার হৃদয়, শুদ্ধ আচরণকারী, অতি সাধারণভাবে থাকেন, কিংবা সামনে রূঢ় আচরণ করেন, কিন্তু গোপনে সাধনা করেন, এই রকম সংসারী লোকও গুরু হতে পারেন। গুরু উপযুক্ত কিনা বিচার করে দেখতে হলে, চাকুরী লাভের জন্য যেমন ইন্টারভিউ দেয়, সেরকমভাবে তো আর ইন্টারভিউ নেওয়া যায় না। কিন্তু নিম্ন বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা যায়, তাহলেই প্রায় যোগ্য গুরু পাওয়া যেতে পারে।

১। শান্তচিত্ত, সদাচারী, সত্যভাষী ব্রাহ্মণকে গুরু করা শ্রেয়।

২। উক্ত ব্রাহ্মণকে আস্তিক, নিজের দেশবাসী, নিত্য পূজা-পাঠকারী ও বর্ণাশ্রম অনুযায়ী কোনও আশ্রমের অন্তর্গত থেকে; সেই অনুযায়ী আচরণকারী হতে হবে।

৩। ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ ও চাতুরী থেকে নির্লিপ্ত, সহজ-সরল ও পবিত্র জীবন যাপনকারী হতে হবে।

৪। সমাজ অথবা রাজনীতির কুৎসা, লাঞ্ছনা ও ষড়যন্ত্রের মধ্যে সামান্যতমও সম্বন্ধ থাকা চলবে না।

৫। বিলাসিতা, চঞ্চলতা, প্রসাধন, আড়ম্বর ও চরিত্রগত দুর্বলতা থেকে মুক্ত হয়ে থাকতে হবে।

৬। ব্রাহ্মণের ধর্ম পালনকারী, বিনয়ী, নম্র, জাগরূক, মেধাবী, গ্রহণশক্তি সম্পন্ন, আস্থাবান, বিবেকবান, এবং শ্রদ্ধাভাজন হতে হবে।

৭। সাধারণের উপকার চিন্তায় চিন্তিত, ইন্দ্রিয় নিগ্রহকারী, অধ্যয়নকারী, আশ্রমনিষ্ঠ, স্থিরচিত্র এবং মৃদুভাষী হতে হবে।

এই প্রসঙ্গে এও দেখতে হবে ও লক্ষ্য রাখতে হবে, নিম্নলিখিত লক্ষণযুক্ত ব্যক্তি গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হবার যোগ্য নয়। যেমন –

১। শ্বেতবর্ণী, অর্থাৎ শ্বেতীরোগগ্রস্ত, বা শ্বেতকুষ্ঠগ্রস্ত।

২। হীনাঙ্গ, যেমন—এক চক্ষু, পঙ্গু, এক পা বা এক হাতযুক্ত।

৩। বেশী অঙ্গযুক্ত, যেমন—ছয় আঙুল বা অন্য কোনও অধিক অঙ্গযুক্ত।

৪। বিকৃতাঙ্গ, লুলো, ল্যাংড়া, অন্ধ, ছিন্নাঙ্গ যুক্ত।

৫। কপটাচারী, ছল চাতুরীপূর্ণ, শঠ, প্রতারক, আড়ম্বরপূর্ণ।

৬। রোগী বা কোনও দুরারোগ্য ব্যাধিযুক্ত।

৭। ভোজন বিলাসী, অমিতাহারী।

৮। লম্পট, বিষয়ী, ঝগড়াটে, খিটখিটে স্বভাব, বেশী বকবক করে, অভিশপ্ত, ধূর্ত, আস্থাহীন, এবং নিত্যকর্মে বিমুখ।

৯। গুরু নিন্দক, হিংসা পরায়ণ, অশিক্ষিত, অজ্ঞাতকুলশীল, অহঙ্কারী।

১০। কুৎসিত দর্শন, ভয়ানক জুগুপ্সাজনক, কালো দাঁত যুক্ত, বিকৃতনখযুক্ত, চক্ষুদোষ-যুক্ত।

১১। কঠোর স্বভাব, কর্কশ স্বরযুক্ত, হিংসুক, নারীচর্চাকারী ও সম্পত্তি লোভী, সঞ্চয়ী, ষড়যন্ত্রকারী, বেপরোয়া ও অপরাধী।

উপরোক্ত লক্ষণযুক্ত ব্যক্তি অশুভ ও পাতকী হয়। উপরোক্ত দোষগুলির কিছু স্বয়ং কৃত, অর্থাৎ পূর্বজন্মে বা বর্তমানে কৃত এবং কিছু অন্য কারণে উৎপন্ন হয়। যেমন—বংশগত দোষ, কারও দ্বারা কৃত অভিচার ক্রিয়া দ্বারা ঘটিত, কারও দেবতা, ব্রাহ্মণ, বালক, অনাথ বা অন্য কোরও অভিশাপ দ্বারা প্রভৃতি কারণে উক্ত দোষগুলি দেখা যায়, আর এই রকম লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিকে অশুভ বলা হয়। এদের নারকী বা পিশাচ শ্রেণীতে ফেলা যায়। দৈনন্দিন জীবনেও এদের সংসর্গ ভাল নয়, কাজেই এইসব কুলক্ষণ যুক্ত অশুভ ব্যক্তিকে গুরুপদে বরণ করা যায় না।

আসল কথা হলো, গুরু নির্বাচন খুব সাবধানতার সঙ্গে এবং গভীর ভাবে করতে হবে। কমপক্ষে কোন সদাচারী ও কর্মকাণ্ডী গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, যে মন্ত্র-সাধনার অনুভব শক্তি রাখেন, এই রকম ব্যক্তিকে গুরুপদে বরণ করলে সাধক সিদ্ধি লাভ করতে পারে।

দীক্ষা-গ্রহণ

গুরুর সন্ধান পাবার পর প্রশ্ন আসে দীক্ষার। দীক্ষার অর্থ হলো গুরুর দ্বারা মন্ত্রোপদেশ। দীক্ষার সঙ্গেই গুরু মন্ত্র-সাধনা সম্পর্কে অনেক প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝিয়ে দেন। এক এক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বহু প্রকার সাধনা আছে। গুরু সেই শিষ্যকে শারীরিক, মানসিক ও অন্যান্য পরিস্থিতিগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখেন, যাতে শিষ্যের হিতসাধন হয়, সে সম্পর্কে

নির্দেশ দেন। শিষ্যকেও মনোযোগ সহকারে সেই সব নির্দেশ পালন করতে হবে।

যেমন একজন চিকিৎসক রোগীর প্রকৃতি, শারীরিক শক্তি, জল-বায়ু, রোগের পরিস্থিতি প্রভৃতি দেখে ঔষধ ব্যবস্থা করেন, ঠিক সেই রকম গুরুও শিষ্যের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। গুরুর অভাবে সাধক কখনও কখনও হতাশ হয়ে পড়ে বা ভড়কে যায়। গুরু বিনা সাধক অনেক সময় তার পক্ষে কোন্ সাধনা উপযুক্ত তা বুঝতে না পেরে ভ্রমে পড়ে যায়। যেমন—কোনও দুর্বল ক্ষীণ রোগী অতি শক্তিশালী ঔষধ সহ্য করতে পারে না। সেই রকম প্রত্যেক সাধক, প্রত্যেক সাধনার ফল লাভ করতে পারে না। গুরুর সাহায্যেই এই সঙ্গতি ও সমীকরণ সুনিশ্চিত হয়।

ঠিক এই রকম গুরু থাকলে সাধক-এর সাধনা কালে কোনও বাধা তাকে প্রভাবিত করতে পারে না। গুরু তাকে রক্ষা করার জন্য বাহ্যোপচার প্রয়োগ করতে থাকেন। গুরুর অভাবে অনেক প্রকার ভৌতিক এবং বায়ব্য বিঘ্ন সাধকের সাধনায় বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা করে। কারণ ঐ সময় সাধক তন্ত্র-সাধনার দ্বারা প্রকৃতিতে এক প্রকার আলোড়ন উৎপন্ন করতে থাকে, যার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আবহাওয়াতে ক্ষুব্ধতাসূচক কোনও দৃশ্য কখনও অদৃশ্য রূপে সাধকের বিঘ্ন করতে থাকে।

মুহূর্ত-নির্ণয়

মুহূর্তের অর্থ হলো, দিন-রাত্রির সেই অংশ যে এক বিশেষ প্রকারের প্রভাব, অর্থাৎ শক্তিতে সম্পন্ন হয়। সেই সময়ের প্রত্যেক অঙ্গ, অর্থাৎ প্রহর, ঘন্টা, পল পর্যন্ত, কোনও না কোনও বিশিষ্ট প্রভাবে যুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু সেই প্রভাব বা শক্তি সর্বদা এবং প্রত্যেক কার্যের জন্য এক সমান পরিণামপ্রদ বা ফলদায়ক হয় না।

নির্দিষ্ট সময়ে আকাশস্থিত রশ্মি সকল, তারা, নক্ষত্র ও গ্রহ যেখানে থাকে, পৃথিবীর যে দিকে, যত দূরে থাকে, সেই অনুপাতে ওগুলি থেকে নিঃসৃত কিরণগুলির প্রতিফলন ও পরাবর্তন-এর প্রভাব সৃষ্টির প্রতি ক্ষেত্রে, প্রত্যেক বস্তুতে, প্রত্যেক প্রাণীর ওপর, বাহ্য এবং আন্তরিক দু'ভাবে পড়ে।

বিভিন্ন কাজের জন্য পৃথক পৃথক মুহূর্ত হয়। কোনও কালখণ্ড এমনও হয় যে, সেই সময় চলা কাজ নির্বিঘ্ন ও সফল হয়। তাকে বলা হয় শুভ মুহূর্ত। আবার কোনও সময় করা কার্য বিঘ্নপূর্ণ, অসফল, বিকৃত ও দুঃখপূর্ণ হয়ে থাকে। একে বলা হয় অশুভ মুহূর্ত।

কোন কাল, কোন্ মুহূর্ত কি কার্যের জন্য কেমন হবে, তা নির্ণয় করার জন্য মনীষীগণ প্রভূত প্ররিশ্রম করেছেন। তাঁদের চিন্তা-ভাবনার দ্বারা কিছু কিছু নিশ্চিত নির্ণয় করে গেছেন। তাঁদের সেই নির্ণয়ের ওপর নির্ভর করেই শুভাশুভ সময় নির্ধারিত হয়েছে। জ্যোতিয শাস্ত্র রচনা এরই ওপর নির্ভর করে সৃষ্টি হয়েছে।

সময় বিজ্ঞান অর্থাৎ জ্যোতিষ বিদ্যার ওপর নির্ভুলভাবে পরীক্ষা করে নির্ধারণ করা সিদ্ধান্ত দ্বারা মানা যায় যে, প্রাণীদের জীবনে মুহূর্তের প্রভাব খুব বেশী দেখা যায়। এটা কিন্তু মিথ্যা নয়, এটি অত্যন্ত সূক্ষ্মতম প্রামাণিক তথ্য। আবহাওয়ার প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি কণা ও প্রত্যেক অণুভৌতিক তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত। এই ভৌতিক তত্ত্ব হলো—অগ্নি, জল, বায়ু, মৃত্তিকা এবং আকাশ। এই পঞ্চভূত। এই পাঁচটির সম্মিলিত তেজ হলো প্রকাশ। যা প্রতিটি পদার্থে প্রবর্তিত ও পরাবর্তিত হয়ে চলেছে। প্রধানভাবে অন্তরীক্ষ স্থিত গ্রহগুলির জ্যোতি-কিরণগুলিতে পৃথিবীকে বিশেষরূপে প্রভাবিত করে থাকে। এই সকল রশ্মি সব সময় একই স্থিতিতে থাকে না। সেজন্য এদের প্রভাব পরিবর্তনশীল।

তন্ত্র-সাধনার জন্য মুহূর্তের অনুকূলতা অত্যাবশ্যক। প্রতিকূল মুহূর্তে সাধনা করলে শুধু যে নিষ্ফল হয়, তাই নয়, সাধকের পক্ষে অপকারী এবং কখনও কখনও প্রাণনাশক হয়ে ওঠে। এই জন্য মনীষীগণ শুভাশুভ মুহূর্তের নির্ণয় করে গেছেন।

কখন দীক্ষা গ্রহণ করবেন

মাস—জলবায়ু ও প্রাকৃতিক আবহাওয়ার অনুকূলতার প্রতি দৃষ্টি রেখে, সাধক যদি গুরুর কাছে বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন মাসে দীক্ষা গ্রহণ করে, তাহলে সাধকের পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক হয়, কারণ উপরোক্ত মাসগুলির আবহাওয়া সাত্ত্বিকতায় পূর্ণ থাকে। তার ফলে মানুষের মন পবিত্রতার দিকে স্বভাবতঃই উন্মুখ হয়ে থাকে। সে সময় গুরুর সংস্পর্শে এলে সে তাড়াতাড়ি শুদ্ধ হতে পারে।

অনেকের মতে বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ মাস আশ্বিন, কার্তিক। অগ্রহায়ণ এবং ফাল্গুন মধ্যম এবং আষাঢ় নিম্ন। মলমাস ভাদ্র মাস ও পৌষ সর্বদা বর্জিত।

পক্ষ— ত্রিশ দিনে একমাস হয়। প্রতিদিনই কিন্তু একই আবহাওয়া থাকে না। প্রধানতঃ কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষরূপে চন্দ্রের অবস্থিতি ১৫-১৫ দিন অন্তর হয়ে থাকে। দীক্ষা গ্রহণের জন্য নিম্নলিখিতভাবে পক্ষ নির্ণয় করতে হয়।

১। আধ্যাত্মিক লাভ, জ্ঞান, ঈশ্বর সামীপ্য, মোক্ষ কামনাকারী ব্যক্তির কৃষপক্ষে দীক্ষাগ্রহণ বিশেষ অনুকূল হয়ে থাকে।

২। ভৌতিক সুখ অর্থাৎ সাংসারিক সিদ্ধি প্রাপ্ত করার কামনাকারী ব্যক্তি শুক্লপক্ষে দীক্ষা গ্রহণ করলে ফলপ্রদ হয়।

তিথি– পক্ষ নির্ণয় করার পর তিথির বিচারও করে নিতে হবে। চন্দ্রকলার প্রতিদিন পরিবর্তন হয়। যার ফলে বায়ুমণ্ডল ও সমস্ত প্রাণিজগৎ প্রভাবিত হয়। মানব মনের ওপর চাঁদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। এজন্য দীক্ষা গ্রহণের জন্য তিথি নির্ধারণ করা বিশেষ প্রয়োজন। শুভ তিথি–দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, সপ্তমী, দশমী, এয়োদশী ও পূর্ণিমা।

দিন– তিথির সঙ্গে দিনের সঙ্গতি অত্যন্ত প্রয়োজন। যদি গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা প্রাপ্ত করার জন্য মাস, পক্ষ ও তিথির সঙ্গে দিনও অনুকূল থাকলে অত্যন্ত উত্তম হয়। দীক্ষা গ্রহণের শুভদিন–রবি, সোম, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্রবার। মঙ্গলবার ও শনিবার দীক্ষা গ্রহণের অনুপযুক্ত।

লগ্ন– দীক্ষা গ্রহণের জন্য লগ্নও বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাই দীক্ষার জন্য শুভলগ্নের বিচার করতে হবে। দীক্ষা গ্রহণের অনুকূল লগ্ন হলো–মেষ, কর্কট, বৃশ্চিক, তুলা, মকর ও কুম্ভ প্রশস্ত। অন্যান্য সময় ভাল নয়।

নক্ষত্র– যে কোনও ধর্মীয় ও সাত্ত্বিক কাজের জন্য পুষ্যা নক্ষত্র সর্বশ্রেষ্ঠ বলে নির্ণয় করা হয়েছে। পুষ্যা ছাড়াও হস্তা, অশ্বিনী, রোহিণী, স্বাতী, বিশাখা, জ্যেষ্ঠা উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, শ্রবণা, আর্দ্রা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষা নক্ষত্রও শুভ।

এ ছাড়াও ভাদ্র মাসের ষষ্ঠী, আশ্বিন মাসের এয়োদশী (কৃষ্ণপক্ষে), কার্তিক মাসের নবমী (শুক্লা) ও শ্রাবণ মাসের পঞ্চমী (কৃষ্ণপক্ষ) শুভ।

দীক্ষা গ্রহণের মাস প্রভাব– চৈত্র মাসে দীক্ষা গ্রহণে বহু প্রকার সিদ্ধিলাভ হয়, কিন্তু শুধুমাত্র 'গোপাল মন্ত্র' নেওয়া যায়।

বৈশাখ মাসে গৃহীত মন্ত্র ধনদাতা। জ্যৈষ্ঠ মাসের মন্ত্র মৃত্যুকারক। আষাঢ় মাসের মন্ত্র কুটুম্বহানি, শ্রাবণে দীর্ঘায়ু, ভাদ্রে সন্তান-নাশ, আশ্বিনে রত্ন লাভ (অর্থলাভ,) কার্তিক অগ্রহারণে মন্ত্রসিদ্ধি, পৌষে বৈরী বিরোধ। মাঘে বুদ্ধি বৈভব, এবং ফাল্গুনে মন্ত্র গ্রহণ করলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

দীক্ষা গ্রহণে দিনের প্রভাব– রবিবারে–অর্থলাভ, সোমবারে–শান্তি, মঙ্গলে–আয়ুনাশ, বুধে-সম্পত্তিবর্ধন, বৃহস্পতিবারে–জ্ঞানবৃদ্ধি, শুক্রবারে–সৌভাগ্য নাশ, শনিবারে–কলঙ্ককর।

দীক্ষা গ্রহণের তিথির প্রভাব– দীক্ষা গ্রহণে তিথির প্রভাব নিম্নরূপ। যেমন–প্রতিপদে-জ্ঞান নাশ, দ্বিতীয়া ও তৃতীয়ায়– জ্ঞান ও বুদ্ধিনাশ,

চতুর্থীতে– অর্থনাশ, পঞ্চমীতে–বুদ্ধি বিকাশ, ষষ্ঠীতে–বুদ্ধি-ভ্রংশ, সপ্তমীতে–সুখদায়ক, অষ্টমীতে–মানসিক শক্তির বিকাশ, নবমীতে–ব্যাধি, দশমীতে–রাজ সম্মান, একাদশীতে–শুচিতা, দ্বাদশীতে–সর্বসিদ্ধি, এয়োদশীতে–নির্ধনতা. চতুর্দশীতে– পক্ষীযোনি, আমাবস্যায়-কার্যহানি এবং পূর্ণিমায়–ধর্মবৃদ্ধি হয়।

দীক্ষা গ্রহণে যোগ প্রভাব– প্রীতিযোগ, আয়ুষ্মান, সৌভাগ্য, শোভন, ধৃতি, বুদ্ধি, ধ্রুব, সুকর্মা, সাধ্য, শুক্র, হর্ষণ, সিদ্ধি, বরীয়ান, শিব, ব্রহ্মা ও ইন্দ্রযোগ, এই ষোলটি যোগ-দীক্ষা গ্রহণে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে।

দীক্ষাগ্রহণে নক্ষত্র প্রভাব– দীক্ষা গ্রহণে নক্ষত্র প্রভাব নিম্নরূপ–

শুভ নক্ষত্র

অশ্বিনী–	মঙ্গলদায়ক	হস্তা–	ধনলাভ
রোহিণী–	জ্ঞানদায়ক	চিত্রা–	জ্ঞানপ্রাপ্তি
মৃগশিরা–	সুখপ্রদ	স্বাতী–	শত্রুনাশ
পুনর্বসু–	অর্থলাভ	অনুরাধা–	বন্ধুলাভ
পুষ্যা–	শত্রুনাশ	মূলা–	যশ-প্রাপ্তি
মঘা–	দুঃখনাশক	শতভিষা–	বুদ্ধিবর্দ্ধক
পূর্বফল্গুনী–	বৈভব ও বুদ্ধি	পূর্বভাদ্রপদ–	সুখদায়ক
উত্তরফল্গুনী–	জ্ঞানলাভ	রেবতী–	যশলাভ

অশুভ নক্ষত্র

ভরণী–	মৃত্যুদায়ক	বিশাখা–	দুঃখদায়ক
কৃত্তিকা–	দুঃখদায়ক	জ্যেষ্ঠা–	পুত্রহানি
আর্দ্রা–	বন্ধুনাশ	শ্রবণা–	দুঃখদায়ক
অশ্লেষা–	মৃত্যুদায়ক	ধনিষ্ঠা–	দরিদ্রতা

করণ– জ্যোতিষের একটি অঙ্গ করণ। করণেরও প্রভাব দীক্ষাগ্রহণে খুব বেশী। যেমন–বব, বালব, কৌলব, তৈতিল, বাণিজ–এই পাঁচটি করণ দীক্ষা গ্রহণে শুভ।